কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসির তাফহীমুল কুরআন এর ভূমিকা

সংকলন

আবদুস শহীদ নাসিম

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসির তাফহীমুল কুরআন-এর ভূমিকা

প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিতে

সংকলন ও সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবাইল : ০১৭৫৩৪২২২৯৬
E-mail : shotabdipro@yahoo.com
www.maudoodiacademy.org

www.pathagar.com

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসির
তাফহীমুল কুরআন -এর ভূমিকা
(প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিতে)

সংকলন ও সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

শ. প্র. : 77
ISBN : 978-984-645-078-1

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেইলগেট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com
www.maudoodiacademy.org

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১১ ঈসায়ী

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ৭৫.০০ টাকা মাত্র

Quraner Gyan Betorone Tafsir Tafheemul Quraner Bhoomika, Compiled & Edited by Abdus Shaheed Naseem, Publised by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Mogbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217. Phone : 8311292, Mobile: 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com, www.maudoodiacademy.org 1st Edition : July 2011.
Price Tk. 75 .00 only.

www.pathagar.com

আমাদের কথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামের নির্ভুল উপস্থাপনাই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ইসলামের উপর অতীত মনীষীগণের অবদান, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মুজাদ্দিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. আধুনিক কালে ইসলামের কাজে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে একাডেমী অন্যান্য কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন সময় রচনা প্রতিযোগিতাও আহ্‌বান করেছে।

আশির দশক, নব্বইয়ের দশক এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিভিন্ন সালে অনেকবারই রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনেকগুলো রচনাই বেশ মান সম্পন্ন।

এ বছর একাডেমী বিজয়ীদের রচনাগুলোর সংকলন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে হিসেবে আপাতত দুটি সংকলন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হয়। এটি দ্বিতীয় সংকলন। এ সংকলনটিতে ষোল জনের রচনা স্থান পেয়েছে।

২০০৪ সালে 'কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসির তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাঁচ জনকে বিজয়ীর পুরস্কার এবং এগারো জনকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়।

এই ষোল জনের রচনাই এ সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে।

আমরা আশা করি, এই সংকলনটি থেকে বিদগ্ধ পাঠক সমাজ আধুনিক বিশ্বে ইসলামি জাগরণে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর অমর অবদান তাফসির তাফহীমুল কুরআন সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

আর সে আশা নিয়েই সংকলনটি প্রকাশ করা হলো।

আবুদস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
♦♦ কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসির তাফহীমুল কুরআন-এর ভূমিকা	৫
০১. হেলাল উদ্দিন চৌধুরী	৬
০২. মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন	১৬
০৩. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	২৪
০৪. মুহাম্মদ দেলাওয়ার হোসাইন	৩১
০৫. মুহা. রফিকুল ইসলাম	৩৭
০৬. তাহমিদা জাকিয়া	৪৫
০৭. শামসুল হক	৫৩
০৮. রুনু	৫৯
০৯. মো: আখতার ফারুক	৬৬
১০. মু. মুনিরুজ্জামান	৭৯
১১. মোছা. সাইমুম মাহ্‌বুব	৮৬
১২. হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	৯২
১৩. মোহসিনা আরজু	৯৮
১৪. মুহাম্মদ ওসমান গনি রায়হান	১০৯
১৫. মাসহুদা আখতার	১১৭
১৬. তাসমিন আরা শিরিন	১২৩

www.pathagar.com

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসির তাফহীমুল কুরআন-এর ভূমিকা

www.pathagar.com

হেলাল উদ্দিন চৌধুরী

নিবন্ধটির রচনাকাল জুন ২০০৪ ঈসায়ি। এ সময় হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, পিতা- রুহুল আমিন চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET)-এর যন্ত্রকৌশল বিভাগে, লেভেল-৪, টার্ম-১-এর ছাত্র ছিলেন। তাঁর রোল নম্বর ছিলো- ৯৯১০১১১, তিনি আহসান উল্লাহ হলের ২১৫ নম্বর কক্ষে থাকতেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা[১]

কালের ক্রমাবর্তনের প্রেক্ষাপটে এ ধরায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের বর্তমান সময় হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে যখন মানবতার পরিচয় হয়েছিল বিলীন, মানুষ মানুষকে বিক্রি করার নিকৃষ্ট খেলায় মেতে উঠেছিলো যখন, কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করার মতো কদর্য রীতি যখন গ্রাস করেছিলো বিশ্বের বিরাট এক অংশকে, সুদ-দুর্নীতি, 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি কার্যকর ছিলো প্রায় গোটা বিশ্বে। এসব নীতির যাঁতাকলে যখন নিষ্পেষিত গোটা আরব সমাজ, বংশীয় গৌরবের কুৎসিত বহি:প্রকাশ এবং তুচ্ছ বিষয়ে দীর্ঘ কালের হানাহানিতে যখন মানব সভ্যতা হাঁপিয়ে উঠেছিলো আর নৈতিকতার শুণে গুণান্বিতরাও ছিলো দিশেহারা, এমনি এক সময়ে জাহিলিয়াতের সেই ঘোরতর অন্ধকার রাত্রির তিমির আঁধার ভেদ করে অতুলনীয় এক প্রোজ্জ্বল আলোকবর্তিকা নিয়ে নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের এ ধরায় খোদায়ী দিকনির্দেশনা নিয়ে আবির্ভূত হন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, বিশ্ব মানবতার মুক্তিদাতা হযরত মুহাম্মদ সা.। ঝলমল আলোক তরঙ্গের সেই উজ্জ্বল আলোকচ্ছটাই হলো আল-কুরআন, যা ছিলো একাধারে স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ সংবিধান, ইহ-পরকালীন সৌভাগ্য নিশ্চিতকারী, তাবৎ জ্ঞানের একক ভাণ্ডার এবং সত্য ও আদলের নির্ভুল মানদণ্ড। যার সম্পর্কে তখনকার লোকদেরই স্বত:স্ফূর্ত অভিব্যক্তি ছিলো- لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ - এটা কোনো মানুষের কথা হতে পারে না।

আল-কুরআনের জ্ঞান প্রসঙ্গ :

ব্যতিক্রম এ মহাগ্রন্থের শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি, বাক্য বিন্যাস, সুর ও ছন্দের মোহনা, ভাষার ঝঙ্কার ছিলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী।[২] এর ভাষা, বাচনভঙ্গি, বর্ণনাশৈলী ও ভাব কোনো মানব রচিত গ্রন্থের মতো নয়, এর স্বাতন্ত্র্য স্বয়ং আল্লাহ্ নির্ধারিত।[৩]

It is not a book of science, but a book of signs.[৪] যার সমকক্ষতা কী ভাষা, কী বিষয়বস্তু, কী ভাষালংকার, কী ছন্দপতন, কী ভাবের গভীরতা, কী

www.pathagar.com

উপমা-উৎপ্রেক্ষা-এককথায় সুদূর প্রসারতা কোনো মানুষের পক্ষে অর্জন আজও সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। তেমনি এর বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ, অজ্ঞাত অতীত ও অজানা ভবিষ্যতের ইতিবৃত্ত সর্বকালের জন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই সর্বসাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী অনুধাবন করা সম্ভবপর হয় না। এমন কি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না।[৫] এ জ্ঞান গোছানো পুস্তিকা আকারে নেই, আবার প্রবন্ধের মতোও নয়, বক্তৃতার মতো নয়, নয় কোনো উপন্যাস, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদির মতো বড় কোনো বইয়ের ধারায় বিস্তৃত।[৬] এর বাহক নিজেই বলেছেন :

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ لِكُلِّ اٰيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَّبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ .

অর্থ : কুরআন ৭টি পূর্ণ বাগধারায় নাযিল হয়েছে। এর প্রতিটি আয়াতের জন্য রয়েছে বাহ্য অর্থ আর নিগুঢ় তত্ত্ব আর সকল তত্ত্বের জন্য আছে তত্ত্বজ্ঞান।[৭]

কিন্তু এ কুরআন যেখানে যতো দূর বিস্তার লাভ করেছে, শান্তি ও সুখের অমীয় সুধায় সে সব স্থান প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাই মুসলমানরা এর শিক্ষা, উন্নত মূল্যবোধ, প্রজ্ঞাভিত্তিক বিধি-বিধান, চমৎকার রীতিনীতি ও সংস্কৃতি জানতে চরম উৎসাহী। এসব সমস্যার প্রেক্ষাপটেই এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংবলিত তাফসির শাস্ত্রের উদ্ভব।[৮]

তাফসির প্রসঙ্গ

তাফসির শব্দের অর্থ স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা, প্রসারিত করা, ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি।[৯] যেমন সূরা আল ফুরকানে ৩৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيرًا.

অর্থ : আর তারা তোমার কাছে যে কোনো দৃষ্টান্তই নিয়ে আসুক না কেন। আমি এর সত্য সঠিক সমাধান এবং সর্বোত্তম ব্যাখ্যা তোমার নিকট উপস্থাপন করি।

মূলত তাফসির হলো আল্লাহ্র উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্পষ্ট নির্ধারিত ব্যাখ্যা। এই কিতাবের সাংকেতিক তথ্যাবলী বোধগম্য করার জন্য যুগে যুগে পণ্ডিতগণ অসামান্য পরিশ্রম করেছেন।[১১] স্থান-কাল-পাত্র ও বাস্তবতার নিরিখে মানুষ এ জ্ঞান আপন করে নিয়েছে, যার পথ ধরেই শত শত তাফসির গ্রন্থের উদ্ভব হয়েছে যা বহুমুখি চিন্তা-চেতনা ও বিচিত্র রং-এ রঙিন।[১২]

তাফসির পদ্ধতি

সাহাবিদের সময় থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা নিয়ে তাফসির করা হয়েছে। যেমন ভাষাগত ও আভিধানিক, বৈয়াকরণিক, ভাষালংকার ও ব্যঞ্জনাভিত্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, দার্শনিক যুক্তিতর্ক ভিত্তিক, ফিকহি দৃষ্টিভিত্তিক,

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যালোচনা ভিত্তিক, সুফিভাব ভিত্তিক, ঐতিহাসিক বিষয়ভিত্তিক, দিকনির্দেশনাভিত্তিক এবং যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষণমূলক ইত্যাকার আরও বহু ধারা।[১৩] তবে সর্বসম্মতভাবে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হলো কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের তাফসির।[১৪] কারণ–اَلْقُرْاٰنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا 'কুরআনের একাংশ অপর অংশের ব্যাখ্যা করে'।[১৫]

কুরআনে কোনো ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে না পেলে তা রসূলের সুন্নতে অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ তিনিই মূল ভাষ্যকার, তাতেও না হলে সাহাবাদের বাণীতে খুঁজতে হবে এবং সবশেষে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে ইজতিহাদ করতে হবে।[১৬] সাহাবায়ে কিরামের যুগে উৎস ছিলো যথাক্রমে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদ।[১৭]একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের বক্তব্যই সার্বজনীন। তাই বিশেষ কোনো ঘটনা অবলম্বনে ব্যাখ্যা করা কোনো অবস্থায়ই সংগত হবে না।[১৮]

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসিরের ভূমিকা

একথা সর্বজন বিদিত যে, কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়ায় অধিকাংশ কুরআনপ্রেমী ঐগুলো থেকেই তাদের অন্তরাত্মার ক্ষুধা নিবারণ করেন। এই ধারাবাহিকতায় বিগত দিনগুলোতে অসংখ্য তাফসির গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের পাঠকের বিবেচনায় বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তানায়ক, মাওলানা মওদূদী রহ. এর দীর্ঘ ৩০ বছরের অক্লান্ত সাধনার ফসল তাঁর এই অমর কীর্তি তাফহীমুল কুরআন।[১৯] বর্তমান কালে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অবিস্মরণীয় এ গ্রন্থ বিশ্বের বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য[২০]

তাফহীমুল কুরআন একটি অনন্য সাধারণ তাফসির গ্রন্থ, যার রয়েছে অনেক বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে আসলাম মির নামক জনৈক গবেষক বলেন : I have been reading 'Tafheem-ul-Quran' for many years. It has a lucid style and it has helped me a lot of understanding the Quran.[21]

বিশ্বজোড়া খ্যাতিপ্রাপ্ত এ তাফসির গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হলো:

১. এর প্রধান বৈশিষ্ট্য মূল্যবান একটি ভূমিকা সংযোজন, যাতে অধ্যয়নকারীর সমস্যা সমাধানে দিকনির্দেশনা, মূল আলোচ্য বিষয়, নাযিলের পদ্ধতি, সাথে সাথে ইসলামি দাওয়াতের পর্যায়, বাচনভঙ্গি, বর্তমান বিন্যাসের কারণ, সংকলনের ইতিহাস, অধ্যয়নের পদ্ধতি, প্রাণসত্ত্বা অনুধাবনের সাধারণ গুরুত্ব,

www.pathagar.com

ইসলামি দাওয়াতের বিশ্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ অবয়ব ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। মূলত: প্রত্যেক সূরার শুরুতে পটভূমি সংবলিত নাতিদীর্ঘ ভূমিকাই হচ্ছে এ তাফসিরের বড় আকর্ষণ। এ ভূমিকা পাঠককে সংশ্লিষ্ট সূরা নাযিলের সময়কালে এনে দাঁড় করায়।

২. কুরআন মজীদের পরিচিতিমূলক মূল ভূমিকার পাশাপাশি প্রতিটি সূরায় পৃথক ভূমিকা দেয়া আছে।

৩. অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক তরজমা পদ্ধতি পরিহার করে ভাবার্থ জ্ঞাপক স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল অনুবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

৪. ব্যাখ্যা উপযোগী বিষয়ের টীকা দিয়ে সমাধান করা হয়েছে।

৫. অযথা পাণ্ডিত্য প্রকাশের পদ্ধতি পরিহার করে পাঠকের হৃদয়ে কুরআনের আলো সঞ্চালনের চেষ্টা করা হয়েছে, সাথে সাথে একে হিদায়াতের উৎস হিসেবে উপস্থাপনের প্রাণান্তকর চেষ্টা করা হয়েছে।

৬. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থান, মানচিত্র দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

৭. যথাসম্ভব সহিহ রিওয়ায়াতের উল্লেখ ও পুনরুক্তি পরিহার করা হয়েছে।

৮. ইতিহাস পর্যালোচনায় অত্যন্ত সতর্কতা ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৯. বাইবেল-তালমূদ এর সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনার পাশাপাশি ইসরাইলি রিওয়ায়াত আলোচিত হয়েছে। জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীকার করেছেন - The Tafheem-ul-Quran of Maulana Abul A'la Moudoodi is excellent. It is readable and explains the Verses in easy readable language and also gives the background of the period when the Verses came. Sometimes comparison is made with the text of the Bible & Tawrats on the subject. [22]

১০. যুগসমস্যার সমাধানে আধুনিক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

১১. শাব্দিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় অযথা কালক্ষেপণ করা হয়নি।

১২. কুরআনের বক্তব্য ও নকশা গভীরভাবে খোদাই করার জন্য হাদিস ফিক্‌হ, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও বিজ্ঞান পরিবেশিত হয়েছে।

১৩. এর বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি সিরাতুন্নবি এর আলোকে রচিত। তাই অধ্যয়নের সময় পাঠক ইসলামি দাওয়াতের চরম চড়াই, উৎরাই, খাড়ি ও উপত্যকার গহীন পথ অতিক্রম করতে থাকেন, যে পথে কুরআন নাযিল হয়েছে।[২৩] এটি রসূল সা. এর সংগ্রামী ময়দানে পাঠককে হাজির করে, ইসলামি আন্দোলন ও ইকামতে দীনের সংগ্রামে রসুল সা. ও সাহাবাদের যে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে তা এ তাফসিরে এমন জীবন্তভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

www.pathagar.com

পাঠকের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকার উপায় নেই।[২৪] লেখক ইসলামি জীবন ব্যবস্থার পূর্ণ চিত্র এবং পরিপূর্ণ প্রাসাদ চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং এতে মানবতার সে পৃষ্ঠপোষকের গোটা জীবনও পরিস্ফূটিত হয়েছে, যিনি ২৩ বছরে ডিজাইন মোতাবেক প্রাসাদ নির্মাণ সম্পন্ন করেছেন।[২৫]

১৪. প্রাচীন তাফসিরগুলোর সাথে বিরোধ হলে তা যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৫. পাঠকের সাধারণ প্রশ্নের জবাব বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আলতাফ গওহর (রাজনীতিবিদ) লিখেছেন- তাফহীমুল কুরআন আমি যতোই পড়েছি আমার মনে ততোই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আমি না শুধু ভাষার মাধুর্যে, অতুলনীয় ও অনন্য সাধারণ প্রকাশ ভঙ্গিতে এবং প্রাঞ্জল শব্দ চয়নে প্রভাবিত হয়েছি। তাফসিরও আমাকে আকৃষ্ট করেছে। মাওলানা ঐসব প্রশ্নাবলীকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন, যা মনের মধ্যে উদয় হয় এবং সকল সন্দেহ সংশয় দূর হতে থাকে।[২৬]

১৮. একটা বিষয়ের আলোচনায় কুরআনের গোটা আলোচনা হতে ঐ বিষয়ের যাবতীয় দিকনির্দেশনা ও তাফসির উপস্থাপিত হয়েছে, যা কুরআনের তাফসিরের নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট পন্থা। ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন- If you ask what is the best method of tafseer, the answer is that the best way is to explain the Quran through the Quran. For what the Quran alludes to at one place is explained at the other and what it says in brief on one occasion is elaborated upon at the other. But if this does not help you, you should turn to the sunnah, because the sunnah explains and elucidates the Quran.[27]

এই তাফসিরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় কিছু গবেষক গুণীজনের দু'একটি উদ্ধৃতি-

১. ইহা কুরআন পাকের সহজ ও হৃদয়গ্রাহী তাফসির যা পড়লে ভালভাবে কুরআন বুঝার মজা পাওয়া যায়। যে নবির নিকট এটি নাযিল হয়েছে সে নবির জীবন যে এ কুরআনের বাস্তব রূপ, তা উপলব্ধি করা যায়।[২৭]

২. কালেমা থেকে শুরু করে হুকুমত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র মর্জিমত জীবন গঠন করার উদ্দেশ্যেই এই কুরআন নাযিল হয়েছে তা এ তাফসির হতে বুঝা যায়। রসূল সা. -এর আন্দোলনকে বুঝার জন্য এই তাফসির সহায়ক।[২৯]

৩. One of the best explanations of the Quran that discusses aspects of this book of God in the context of the modern world.[30]

www.pathagar.com

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

১. বহুভাষায় অনূদিত তাফসির তাফহীমুল কুরআন

বিশ্বের বড় বড় বহু ভাষায় এর অনুবাদের ফলে এ তাফসির হতে হাজার হাজার লোক কুরআনের জ্ঞান আহরণ করছে। জাপানের হুসাইন খান টোকিও হতে লিখেছেন যে, জাপানি ভাষায় কুরআনের চার পাঁচটি অনুবাদ আগে থেকেই রয়েছে। তবে এসব অমুসলিমদের অনুবাদে সত্যিকার ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন হয়নি। হাজি ওমর এর অনুবাদ যাঁচাই করা এবং তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার দায়িত্ব আমার উপর ছিলো। বস্তুত পাঁচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তাফহীমুল কুরআনের আলোকে হাজি ওমর সাহেবের অনুবাদের যথেষ্ট পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছি এবং এর দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ প্রতিফলনের চেষ্টা করেছি। তখন রাবিতা আলমে ইসলামির পক্ষ থেকে সউদি আরবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে ওলামায়ে কিরাম কুরআন অনুবাদের অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন যা পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এ অনুবাদই জাপানে মুসলিমদের কুরআন উপলব্ধির ভিত্তি।[৩১]

২. শিক্ষিত যুব সমাজকে আকৃষ্ট করণে তাফহীমুল কুরআন

সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সবসময়ই ধর্মীয় বিষয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় এই তাফসিরে। ফলে যে একবার এটি অধ্যয়ন করেছে সে অধ্যয়নের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে। মাওলানা এ ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করেছেন যে, অসংখ্য লোকের অন্তর থেকে তাঁর জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোয়া বেরিয়ে আসবে। কুরআনের প্রতি যুবসমাজের আগ্রহ বাড়াতে এটি বিরাট মানসিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ড. তাহির স্বীকার করেছেন- `It is written in such a way that appeals educated people. The book I liked most which changed my life is Tafheem-ul-Quran. This is a beautiful translation of the holy Quran by syed Abul Ala Moudoodi. I will advise friends to read this valuable book.'[32]

৩. ছাত্র সংগঠনের পাঠ্যসূচিতে তাফহীমুল কুরআন

উপমহাদেশ তো বটেই সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা আধুনিক ইসলামি ছাত্র সংগঠন সমূহের প্রায় সবকটিতে এই তাফসির সিলেবাসভুক্ত। তাফহীমের মাধ্যমে জ্ঞান বিস্তারের এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী দিক। এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বের প্রায় লক্ষ কোটি পাঠক কুরআনের মূলসূত্র খুঁজে পাচ্ছে।

www.pathagar.com

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় খোদ বাংলাদেশেই এটি ইসলামি ছাত্রশিবির, উইটনেস, পাইয়োনিয়ার, ইসলামি ছাত্রীসংস্থাসহ বিভিন্ন সংগঠনের সিলেবাসভুক্ত। মধ্য প্রাচ্যের বিশাল ছাত্র সমাজের নিকটও এ তাফসির অত্যন্ত জনপ্রিয়।

৪. সাধারণ সংগঠনে তাফহীমুল কুরআন

ছাত্র সংগঠনের মতো রাজনীতিক, ধর্মীয় ও স্বেচ্ছাসেবী বহুবিধ সংগঠনের পাঠ্য তাফসির হওয়ায় এই তাফসিরের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পাঠক উপকৃত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম ইসলামি সংগঠন 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন' এবং উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামি এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডসহ বিশ্বের বহু অমুসলিম দেশের স্বেচ্ছাসেবী এবং প্রচারধর্মী সংগঠনের পাঠ্য হিসেবেও এটি বিরাট ভূমিকা পালন করছে। উপরন্তু বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ গবেষক ও দার্শনিক হিসেবে পরিচিত কিছু বুদ্ধিজীবীদের দাওয়াহ্ ভিত্তিক সংগঠন Islamic Reaearch Foundation (IRF) এর দাওয়াহ ট্রেনিং এর বিভিন্ন প্রোগ্রামসহ নিয়মিত শিক্ষার্থীদেরকে আলাদাভাবে তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা পড়ানো হয়।[৩৩] এই সংগঠনটি অসাধারণ যুক্তির কষ্টিপাথরে শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ হিসেবে বিশ্ববাসীর নিকট ইসলামকে উপস্থাপন করছে।

৫. তাফহীমুল কুরআনের বিবরণ

বর্তমানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরস্কার ও উপহার হিসেবে অন্যান্য তাফসির হতে এই তাফসির গ্রন্থ অগ্রগামী। বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থা হাজার হাজার কপি ফ্রি বিতরণের মাধ্যমে এ তাফসির সারাজাহানে আলো ছড়াচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে পাকিস্তানের একটি ওয়াকফ সংগঠন একত্রে ৮০০০ কপি তাফহীমুল কুরআন বিতরণ করেছে।[৩৪]

৬. রেফারেন্স হিসেবে এবং গবেষণায় তাফহীমুল কুরআন

সাধারণভাবেই জনসাধারণ ধর্মীয় বিষয়ে পণ্ডিতদের উপর নির্ভর করে। বর্তমান বিশ্বের সহস্রাধিক স্কলার বিভিন্ন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার ক্ষেত্রে এ তাফসিরের রেফারেন্স দিচ্ছেন যা এক্ষেত্রে প্রশংসার দাবি রাখে।

গবেষণাধর্মী বিভিন্ন রচনা কর্মে এর রেফারেন্স থাকার ফলে যতোজন ঐসব গবেষণাকর্ম ও রচনা পাঠ করে, সবার হৃদয়ে এ তাফসির নিজস্ব আসন তৈরি করে নেয়।

www.pathagar.com

৭. বিভিন্ন স্কলার কর্তৃক প্রশংসিত তাফসির

আলিমদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার থাকার কারণে বিশ্বের বড় বড় আলিম কর্তৃক এই তাফসিরের প্রশংসা হাজার লোকের মধ্যে আগ্রহের জন্ম দেয়। এই তালিকায় রয়েছেন কাতারের ড. ইউসুফ আল কারযাবী, ফিলিস্তিনের গ্র্যাণ্ড মুফতিসহ বর্তমান ও নিকট অতীতের বিশ্বখ্যাত মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ। এক্ষেত্রে কিছু উদাহরণ পেশ করা যায়-

ক. ইসলামি বিপ্লবের প্রাণশক্তি উপলব্ধি করতে ওস্তাদ মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কুরআন এবং সাইয়্যেদ কুতুবের ফি যিলালিল কুরআন একসাথে অধ্যয়ন করা উচিৎ।[৩৫] - ইউসুফ মুজাফফরুদ্দীন হামিদ।

খ. মাওলানার বিপ্লবী সাহিত্যগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে তাঁর তাফহীমুল কুরআন।[৩৬] আব্বাস আলী খান।

গ. তাঁর সব গ্রন্থের মধ্যে তাফহীমুল কুরআন এক মহান গ্রন্থ।

ঘ. তাফহীমুল কুরআন এ-তো একাধারে ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, নৈতিকতা, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের এক পরিপূর্ণ এনসাইক্লোপেডিয়া।[৩৭] - মাওলানা গোলজার আহমদ।

ঙ. The best tafseer in English Moudoodi, `Tafheem-Al-Quran'. Moulana Asad's tafseer `The Glorious meaning of the Quran' Ibn Kathir. –Islam online. net –এ ফতোয়া বিভাগের জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে।

চ. Towards Understanding The Quran the translation & exhaustive explanation – প্রবেন্ধ বলা হয়েছে- This offers a modern translation and explanation of the holy Quran. This is the hallmarks of Moulana Moudoodi, Which is Tafheem-ul-Quran. He incorporated all the new knowledge available untill his time to explain the centuries-old truth of the Quran.[38]

৮. ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য তাফহীমুল কুরআন

কুরআন অধ্যয়নের পরিধি ইসলামি আন্দোলনের ব্যাপ্তি যতোই বাড়বে ভবিষ্যতে এর জ্ঞান বিতরণ ততোই ক্রমবর্ধমান হারে বাড়বে। ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য এ হলো তার শ্রেষ্ঠ অবদান। জনাব আব্বাস আলী খান এর ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে বলেছেন যে, তাফহীম থেকে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য স্থায়ী সুফল লাভ করতে হলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি রিসার্চ একাডেমি বা উচ্চ পর্যায়ের গবেষণাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।[৩৯] বর্তমানে এটি অবাস্তবায়িত আছে।

www.pathagar.com

ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে লেখক নিজেই বলেছেন বর্তমান সময়ের কথা চিন্তা করে ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকার নষ্ট করতে চাই না।[৪০]

৯. অন্যান্য তাফসিরের সাথে তুলনামুলক বিশ্লেষণ

এ কথা ঠিক যে, শুধু তাফহীমুল কুরআনই এই জ্ঞান বিতরণ করছে না, সাথে সাথে অন্যান্য তাফসিরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আসল কথা হলো, অন্যান্য তাফসির গুলি (দু'একটা ব্যতীত) বিশেষ গোষ্ঠী, শ্রেণি, বিশেষ এলাকায় বিশেষ সময়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং পাচ্ছে। সেদিক থেকে এটির অসাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলীর জন্য এটি এসবের উর্ধ্বে সকল শ্রেণির নিকট ইসলামের নির্ভুল আদর্শ পেশ করছে। শুরু থেকে এ তাফসিরের জনপ্রিয়তায় উর্ধ্বমুখী গতি সে কথাই প্রমাণ করে।

১০. ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাফহীমুল কুরআন

তথ্য আদান-প্রদানের শক্তিশালী মাধ্যম যা গোটা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে, সে ইন্টারনেটের অসংখ্য সাইটে বিভিন্ন ভাষায় তাফহীম এর উপস্থাপনা দ্বারা অসংখ্য মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

১১. অন্যান্য ক্ষেত্রে

দেশ বিদেশের বিভিন্ন লাইব্রেরি, রিডিং রুম, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাদ্রাসাসহ সেবামুলক বিভিন্ন সংস্থার পাঠাগারে এই তাফসিরের উপস্থিতির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক কুরআনের জ্ঞান আহরণ করছে। এসবের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের কুরআনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা ধরে রাখতে এটি অপ্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

উপসংহার

অতএব একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কুরআনের জ্ঞান-বিতরণের ক্ষেত্রে এগ্রন্থটি শুরু থেকে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে আসছে, যার মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ সঠিক পথের দিশা পাচ্ছে । অনাগত কালেও অব্যাহত থাকবে এই ধারাবাহিকতা। অবশেষে এ কথা বলেই শেষ করা যায়- `The most well known Moudoodi work is Tafheem-ul-Quran a translation and commentary of the Quran which takes a some what literal approach. Therefore it is easy to read & understand. Obviously, it is different from traditional ulema's Process.[41]

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

০১. তাফসিরে ইবনে কাছীর, ফি যিলালিল কুরআন এবং তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা অবলম্বনে।
০২. তাফসিরে ইবনে কাছীর' এর ভূমিকা, প্রথম খণ্ড।
০৩. সাঈদী, তাফসিরে সাইদী, সূরা ফাতেহার তাফসির।
০৪. www.irf.net
০৫. ইবনে কাছীর, তাফসিরে ইবনে কাছীর, ফাজায়েলে কুরআন হতে।
০৬. ঐ।
০৭. মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড, হাদিস নং ২২১।
০৮. ড. আনওয়ারী, তাফসির শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ:-৫/১৬।
০৯. ড. আনওয়ারী-ঐ।
১১. মু. আলী ছাবুনী, আততিবইয়ান ফি উলুমিল কুরআন, ১৪০০ হি. পৃ:-৬০।
১২. ইবনে কাছীর হতে ।
১৩. ড. আনওয়ারী'র বই হতে।
১৪. ড. গোল্ড যিহার, ইজতিহাদ ফি উলুমিল কুরআন।
১৫. কুরআন গবেষণার মূলনীতি, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী।
১৬. যারকাশী : আল বুরহান ফি উলুমিল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ-১৯২।
১৭. ড. আনওয়ারী।
১৮. শাহওয়ালী উল্লাহ্ : কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি।
১৯. অধ্যাপক গোলাম আযম , কুরআন বুঝা সহজ।
২০. 'তাফহীমুল কুরআন' এবং তাফসির শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" অবলম্বনে।
২১. www. understanding-islam/forum/topic. asp? Topic-ID=140.
২২. The role of muslim in 21st cenury by Ahmad Sibtain হতে (internet).
২৩. কুরআন গবেষণার মূলনীতি
২৪. কুরআন বুঝা সহজ/ইসলামি ঐক্য ইসলামি আন্দোলন।
২৫. আব্বাস আলী খান, মাওলানা মওদূদী (বিশ্ব মনীষীদের দৃষ্টিতে)।
২৭. How tafseer is performed by Ibn Taymiyah. (www.quran. net)
২৮. কুরআন বুঝা সহজ।
৩০. www. good vision Canada. Com
৩১. 'মাওলানা মওদূদী' হতে।
৩২. Dr. Tahir. www. understanding-islam. Com
৩৩. www. irf.net
৩৪. Internet.
৩৫, ৩৬ ও ৩৭. বিশ্ব মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী
৩৮. www. Muslim revival. com
৩৯ও ৪০. বিশ্ব মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী।
৪১. www. Zack vision. com

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন

মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন, পিতাঃ মরহুম হাছিব আলী, এসময় আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.এ শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তার মেট্রিক নম্বর ছিলো : ০১৩০০৫। তিনি এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

উপক্রমণিকা

আমার ময়দান ছিলো ফুলে ভরা। সেই কুসুমাস্তীর্ণ পথ থেকে উত্তপ্ত মরুভূমির উপরে এই রাস্তায় (কুরআনের বিপ্লবী পথে) আসার তাওফিক দিয়েছেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাফহীমুল কুরআনের কারণে। কুরআনের তাফসির করায় আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। এর সমস্ত কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকের, তারপর তাফহীমুল কুরআনের। 'তাফহীমুল কুরআন' আমি বুঝেছি। আমার চিন্তার দিগন্তকে উন্মোচিত করেছে 'তাফহীমুল কুরআন'।[১]

'তাফহীম' সম্পর্কে এমন নিঃসংকোচ, দ্ব্যর্থহীন অথচ সত্য- সাবলিল উচ্চারণ করেছেন কালের শ্রেষ্ঠ কুরআন প্রচারক, কালের সীমানা মাড়িয়ে, মানচিত্রের পরিধি ছাড়িয়ে দেশ হতে দেশান্তরে কুরআনের জ্ঞান ফেরি করে বেড়ানো কুরআনের ফেরিওয়ালা, প্রখ্যাত মুফাচ্ছির কুরআন গবেষক আল্লামা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী।

নিঃসন্দেহে ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়ে নাযিল হয়েছে এ কুরআন।[২] বিশেষ সময়ের একজন বাহকের হাত ধরে এই কুরআন এলেও এটা সকল কালের সকল মানুষের তরে চিরঞ্জীব, শাশ্বত গ্রন্থ। পৃথিবীর শেষ লগ্নের আগত-অনাগত প্রতিটি আদম সন্তানের জন্য এ কুরআন হিদায়াতের দীপ্ত শিখা। কুরআনের বৈপ্লবিক শিক্ষা আর তার আহ্বান সকল মানুষের তরে নিবেদিত। সকলের জন্য এটা পথপ্রদর্শক, লাইট হাউস - বিজ্ঞ পরামর্শদাতা।

কুরআন নাযিলের প্রথম দিন থেকে অদ্যাবধি কুরআনের জ্ঞানকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার অবিরাম প্রয়াস চলে আসছে। কুরআনের বাহক মুহাম্মদ সা. নিজে এ কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন তার সঙ্গী-সাথীদের। এভাবে সাহাবায়ে কিরাম পরস্পর পরস্পরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন; যারা কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। এমনি করে সময়ের পর সময় ধরে লিখিত, মৌখিক নানা রকম প্রয়াস চলে আসছে। কুরআনী জ্ঞানের আলো বিকীর্ণকারী লিখিত প্রচেষ্টার অসংখ্য

www.pathagar.com

মুদ্রিত গ্রন্থ বিভিন্নভাবে কুরআনের হিদায়াত ছড়াচ্ছে মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত। এমনি এক কালজয়ী গ্রন্থ তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন'।

কুরআনের বিপ্লবী জ্ঞানকে মানুষের কাছে সহজবোধ্য করার জন্যই প্রণীত হয়েছে এ তাফসির। এভাবে ব্যক্তি, সমষ্টি, দল, গোত্র, প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দেশ ও ভাষার মানুষের কাছে কুরআনের আলো বিতরণ করে চলেছে নিত্যদিন এই কালজয়ী অমর গ্রন্থ।

১. আল-কুরআন ও তার শিক্ষা : আল-কুরআন মানব জাতির প্রতি বিশ্ব স্রষ্টার এক অসীম অনুগ্রহ। গোটা মানব জাতির জন্য অনির্বাণ পথপ্রদর্শক। খোদা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিধিবিধানের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিবরণের সমন্বয় এ মহাগ্রন্থ। বিষয়বস্তুর গ্রন্থনা এমনভাবে অভিনব পন্থায় করা হয়েছে যা বাক্যের অনুপম বিন্যাসে, সুরের মুর্ছনায়, ছন্দের সাবলীল সম্মোহনে পাঠককে তীর্যক বলাকার মতো ধাবিত করে এক অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে।[৩]

কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ্পাক এ কুরআনকে গোটা মানব জাতির মুক্তির পথ, কল্যাণের মহাসনদরূপে অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং যে সব মানুষ আল্লাহর কালাম হিসেবে কুরআনের প্রতি ঈমান রাখেন, তাদেরকে অবশ্যই এ কুরআনকে জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করতে হবে, অনুধাবন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা চালাতে হবে।[৪] আল্লাহ্র রসূল সা. বলেন: "তোমাদের মাঝে সে-ই উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরজনকে কুরআন শিক্ষা দেয় -বুখারি ও মুসলিম।[৫] "যে কুরআন শিখলো, অত:পর তার অনুসরণ করলো আল্লাহ তাকে গোমরাহি থেকে দূরে রাখবেন"-তাবারানী।[৬]

২. তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' : ১. তাফহীম শব্দের অর্থ : বুঝিয়ে দেয়া। তাই তাফহীমুল কুরআনের সহজ অর্থ: কুরআন বুঝিয়ে দেয়া। সর্বসাধারণকে কুরআন বুঝানোর অসাধারণ মিশন নিয়ে, কুরআনের আলোয় আলোকিত করার দরদমাখা মন নিয়ে গ্রন্থখানি প্রণীত। তাফহীম অধ্যয়নকারী মাত্রই তা অনুধাবন করতে পারে। এক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদী রহ. -এর চমৎকার অভিব্যক্তি প্রণিধানযোগ্য :

"কিতাবের নাম থেকে এটা স্পষ্ট আমি এতে চেষ্টা করেছি যে, সাধারণ শিক্ষিত লোকদেরকে কুরআন সেভাবে বোঝাব যেভাবে আমি নিজে তা বুঝেছি। তার প্রকৃত অর্থ ও লক্ষ্য এভাবে খুলে বর্ণনা করবো যে, মানুষ কুরআনের প্রাণ ও মূলতত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।"[৭]

www.pathagar.com

২. রচনার প্রেক্ষাপট : এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী রহ. নিজে বলেন: জামায়াতে ইসলামির আন্দোলন শুরু করার সাথে সাথে আমি অনুভব করলাম যে, আমি আমার কলম ও যবান দ্বারা আল্লাহ্‌র দীন যতোই বুঝাবার চেষ্টা করি না কেন, যে পর্যন্ত না স্বয়ং আল্লাহ্‌র কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দীন বুঝানোর চেষ্টা হবে, সে পর্যন্ত আল্লাহর দীনের পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। এ কিতাব দীন বুঝানোর জন্য আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। যদি দীন বুঝাতেই হয় তবে এ কিতাব বুঝানোরই চেষ্টা করা উচিত।"[৮]

৩. তাফসির প্রণেতা মাওলানা মওদূদী : ভারতের মাটিতে সাইয়েদ আহমদ শহীদের প্রবর্তিত মুজাহিদ আন্দোলন ছিলো সর্ব প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইসলামি আন্দোলন। ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে এই মর্দে মুজাহিদের শাহাদাত পরবর্তী ভারতের প্রতিটি আন্দোলন ও প্রতিটি কাজকর্মে এ আন্দোলনের এতো প্রভাব ছিলো যে, পরবর্তী একশ বছরেও ইংরেজরা ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে কোনো আপোশ ফর্মুলায় পৌঁছুতে পারেনি। বলতে গেলে এ আন্দোলনের পথ ধরেই বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে ইসলামি পুণর্জাগরণের এক জোয়ার শুরু হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন আল্লামা ইকবাল আর মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরদের মতো মহান ব্যক্তিত্ব। উপমহাদেশের এই যুগসন্ধিক্ষণে দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদের আওরঙ্গাবাদ শহরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম হয়।

ক্ষণজন্মা অসাধারণ এক মহান পুরুষের, যার প্রভাব ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি জাগরণমূলক আন্দোলনে। ১৯০৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জন্ম নেয়া এই মহান বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব একদিন গোটা মুসলিম মিল্লাতে বড়ো ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষন হন।[৯]

দীর্ঘ কর্মময় জীবনে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য তিনি কাজ করেছেন অবিরাম। রচনা করেছেন অসংখ্য ইসলামি সাহিত্য। গঠন করেছেন ইসলামি আন্দোলন দেশে দেশে। প্রতিষ্ঠা করেছেন জ্ঞান চর্চার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান। তাঁর এই বর্ণাঢ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অমর তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন'।

৪. যাদের জন্য রচিত এ তাফসির গ্রন্থ : আল-কুরআন সমগ্র মানবগোষ্ঠীর রসদ সামগ্রীতে পূর্ণ থাকলে কোনো মুফাসসিরের পক্ষে মানুষের জ্ঞান, মেধা আর বুদ্ধির পার্থক্য বিবেচনায় এনে একই তাফসির গ্রন্থে সমানভাবে সবার চাহিদা মেটানো সম্ভবপর নয়। তাই মাওলানা মওদূদী রহ. এ তাফসির রচনাকালে যে বিরাট জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর নিজের ভাষায় : "এ

www.pathagar.com

তাফসিরটির মাধ্যমে আমি যাদের খিদমত করতে চাই তারা মূলত মাঝারি পর্যায়ের শিক্ষিত লোক। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাদের কোনো দখল নেই। কুরআনী জ্ঞানের যে বিশাল ভাণ্ডার আমাদের ওখানে গড়ে উঠেছে তা থেকে লাভবান হবার সামর্থ্য ও যোগ্যতা তাদের নেই"।[১০]

৫. তাফসিরের অনন্য বৈশিষ্ট্য : ১ তাফসিরের শুরুতেই প্রসঙ্গ কথা ও একটি বিস্তারিত ভূমিকা, অত:পর প্রতিটি সূরার শুরুতে সূরা সম্পৃক্ত বিষয়াবলী কেন্দ্রিক একেকটি ভূমিকা, তারপর সংশ্লিষ্ট সূরার একই বক্তব্যধর্মী আয়তগুচ্ছ উপস্থাপন। সহজ-সাবলীল ভাবানুবাদ পেশ এবং সর্বশেষে অল্প শিক্ষিত ও আধুনিক শিক্ষিত মানবগোষ্ঠীর উপযোগী সরল-সহজ ভাষায় প্রয়োজনীয় পাদটীকা দিয়ে সুবিন্যস্ত এ তাফসির গ্রন্থ সাধারণের মাঝে এক অসাধারণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে অনন্য মর্যাদা লাভ করেছে।

২. কুরআনের তাফসির প্রণয়নে যে Methodology আল্লামা মওদূদী রহ. শুরু করেছেন, তা অত্যন্ত আধুনিক, খুবই উপকারী এবং পাঠক নন্দিত।

৩. প্রত্যেক তাফসিরকার কুরআনের তাফসির প্রণয়নে বিভিন্ন উৎসের কাছে গেছেন। মাওলানা মওদুদী রহ. তার এই তাফসির রচনায় নিম্নলিখিত উৎসের সারনির্যাস গ্রহণ করেছেন।

ক. প্রথমেই তিনি কুরআনকে কুরআনের তাফসিরের মূল উৎস হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন : হাদিসের মান যতো উন্নতই হোক কুরআনের বিপরীতে হাদিসকে বাদ দিতে হবে। আর এটাই মৌলিক নীতিমালা।

খ. কুরআনের তাফসির কুরআনের মাধ্যমে পেশের সাথে সাথে তিনি হাদিসের মাধ্যমে তাফসির পেশ করেছেন।

গ. অত:পর ইতিহাস বিশেষত নবী জীবন দিয়ে তিনি ঘটনার ব্যাখ্যা ও আয়াতের মর্ম উপলব্ধির প্রয়াস পেয়েছেন।

ঘ. সাহাবা ও তাবিঈনগণের বক্তব্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

ঙ. প্রাচীন তাফসির সমূহ উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

চ. অতীত আসমানি গ্রন্থসমূহ ব্যবহার করেছেন।

ছ. চার মায্হাবের ফিকাহের গ্রন্থসমূহ ব্যবহার করেছেন।

জ. সর্বশেষে নিজ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে তিনি তাফসির উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

৪. মানুষ এ ধরায় আল্লাহ্ পাকের প্রতিনিধি। তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহর দীনকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। মাওলানা মওদুদী রহ. এই বিষয়টি মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহীরূপে তুলে ধরেছেন। মুহাম্মদ

www.pathagar.com

সা. এর ২৩ বৎসরের নবুয়তি জীবন এক্ষেত্রে বাস্তব শিক্ষার জ্বলন্ত উপমা, যা তিনি উত্তমরূপে বিধৃত করেছেন।

৫. আল-কুরআন একটি সচল ও সজীব সংবিধান : আল্লাহ পাক যুগে যুগে মানুষের জীবন-যাপনের বিধিবিধান নাযিল করেছেন, যার সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত জীবন বিধান হিসেবে এসেছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। আল্লাহ্ পাক বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা 'ইসলাম' আহ্কামুল কুরআনকে মাওলানা মওদূদী হযরত মুহাম্মদ সা. -এর জীবনের সাথে মিলিয়ে বর্তমানের একমাত্র অব্যর্থ সজীব জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরেছেন।

৬. আল-কুরআনের রাজনৈতিক শিক্ষা : ইসলামি রাজনীতি বলতে যা বুঝায় তার শিক্ষা আল-কুরআনে নিহিত, কিন্তু মুসলমানেরা কুরআনী শিক্ষা ভুলে পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও ভোগবাদী শিক্ষার দর্শনে, চিন্তায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। 'তাফহীমুল কুরআনে' মাওলানা মওদূদী রহ. নেতৃত্ব ও রাজনীতি প্রসঙ্গে রাজনীতি বিষয়ক আয়াতসমূহের তাফসিরে ইসলাম কী ধরনের রাজনীতি চায়, কী ধরনের নেতৃত্ব কামনা করে তা খুব চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

৭. আল-কুরআনের অর্থনৈতিক শিক্ষা : যেহেতু আল-কুরআনই ইসলামি জীবন ব্যবস্থার সংবিধান, তাই এতে সামাজিক, রাজনীতিক শিক্ষার মতো অর্থনৈতিক নীতি ও নির্দেশনা রয়েছে। মাওলানা তাঁর এ গ্রন্থে ইসলামি অর্থনীতির সুষ্ঠু, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীরূপে উপস্থাপন করেছেন।

৩. কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফহীমুল কুরআন :

১. প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হয়েই যায়। অন্য কথায় বলা চলে আল্লাহ্ পাক যদি কারো দ্বারা কোনো কাজ করাতে চান, তবে তার মনে সেই কাজের প্রেরণা জাগিয়ে দেন। ভারত বিভক্তির আগে হিমালয় পাদদেশের মুসলিম জনগণের মধ্যে অস্থিরতার আগুন জ্বলছিলো। এই অস্থিরতা ও হতাশাজনক পরিস্থিতিতে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বহুমুখী রাজনৈতিক হুল্লোড়ের মধ্যে ইসলামের রাজনীতিক শক্তিও প্রমাণিত হচ্ছিলো। উদারমনা ওলামায়ে কিরাম, আধুনিক শিক্ষিত ইসলাম মনস্ক যুবকসহ সাধারণ শ্রেণির মানুষ তাদের জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করতে উদগ্রীব হয়। জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্য তারা কুরআনের যুগোপযোগী তরজমা ও তাফসিরের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাদের প্রত্যাশার তীব্রতা এতো বেশি ছিলো যে, সময়ের চাহিদা পূরণে কুরআনের এক সময়োপযোগী এবং জীবনোপযোগী শাশ্বত তাফসির গ্রন্থ নিয়ে হাজির হলেন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দেদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

www.pathagar.com

রহ.- সংকটের এই সন্ধিক্ষণে 'তাফহীমুল কুরআন' মুসলিম মিল্লাতের সামনে এক নতুন সঞ্জীবনীশক্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়। দিশেহারা উম্মাহ্ খুঁজে পায় পথের দিশা। মুক্তির অন্বেষায় পথহারা ক্লান্তপথিক ফিরে পায় হারানো রাজপথ। কুরআনের আলোয় আলোকিত হয় দেশ, সমাজ, জাতি। সিদ্ধান্তমূলক এই পর্যায়ে 'তাফহীমুল কুরআন' এক মহান আলোকবর্তিকা হিসেবে উপস্থাপিত হয় এ জাতির কাছে। যুব সমাজের মাঝে খোদাভীতি বাড়িয়ে দেয় এ তাফসির গ্রন্থ।[১১] কুরআনী জ্ঞান দূর করে জীবনের সকল বৈষম্য। শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা সুদৃঢ় করে। মানুষের চিন্তা রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে এ তাফসির গ্রন্থ। কারণ মানুষ এর মাঝে পায় তার মনের খোরাক, আত্মার প্রশান্তি জীবন ব্যবস্থার সকল দিক ও বিভাগের কুরআনী নির্দেশাবলীর সমাহার।

তাফহীমুল কুরআনে রয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, নাগরিক জীবন, ইতিহাস, নৈতিকতা, মনস্তত্ত্ব, জাতিগত জ্ঞান, নবিদের কাহিনী, সিরাতে মোস্তফা সা. সহ ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপক তথ্য-উপাত্ত।[১২] জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ কুরআন-সুন্নাহ্র আলো বিকিরণ করছে প্রতিনিয়ত।

২. আন্দোলনের প্রেরণার উৎস : ইকামতে দীনের আন্দোলনের সংগ্রামী নেতার লেখা এ তাফসির পাঠককেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাগিদ দেয়।[১৩] এ তাফসির পাঠককে ঘরে বসে শুধু পড়ার মজা দেয়না, তাকে ইসলামি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে, রসূলের জিহাদী মিশনে টেনে নিয়ে যায় এক দুর্বার আবেগে। একজন মুসলমানের জীবনে যে বিপ্লবের প্রাণশক্তি সঞ্চার করে কুরআনের শিক্ষা, তাফহীমুল কুরআনে বহুল পরিমাণে তার সামগ্রী বিদ্যমান।

৩. জ্ঞানের এক পরিপূর্ণ বিশ্বকোষ : মাওলানা গোলজার আহমদ বলেন: " ইলমের ময়দানে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর যে বিশিষ্ট স্থান ছিলো এবং সাহিত্য রচনায় তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সে সবের মূল্যায়ন করতে গেলে বহু গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে। শুধু 'তাফহীমুল কুরআন' পড়ে দেখুন। এতো একাধারে ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, নৈতিকতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের এক পরিপূর্ণ বিশ্বকোষ।[১৪]

৪. যুগ- সমস্যার কুরআনী সমাধানে তাফহীমুল কুরআন : কুরআনের সম্পর্ক মানব জীবনের সাথে। যতোই তার জীবন সামনে চলতে থাকে ততোই কুরআনের মর্ম তার কাছে খুলতে থাকে। এ হচ্ছে হিদায়াতের গ্রন্থ, যার কাছে মানুষ মনের শান্তির জন্য, অভ্যন্তরীণ বৈষম্য আর বৈপরীত্য থেকে বাচাঁর জন্য বারবার শরণাপন্ন হয়।[১৫] তাই যুগজিজ্ঞাসার জবাব এবং যুগ সমস্যার সমাধান পেশে 'তাফহীমুল কুরআন' অতুলনীয় এক তাফসির গ্রন্থ।

www.pathagar.com

৫. ইসলামি জীবন ব্যবস্থার রূপরেখা পেশ : মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলামি জীবন ব্যবস্থার পূর্ণচিত্র ও প্রয়োজনীয় উপাদান খুব সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর এ গ্রন্থে। একই সাথে মানবতার সে পৃষ্ঠপোষকের গোটা জীবনও অঙ্কিত হয়েছে, যিনি ২৩ বৎসরের অক্লান্ত সাধনায় নির্মাণ করেছিলেন এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।[১৬]

৬. আল-কুরআন আদর্শ দল গঠন ও ইসলামি আন্দোলনের গাইড বুক : আল্লাহ্ পাক মানুষের মাঝে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে সেই সত্যনিষ্ঠ দলকে জমিনে খিলাফত প্রদানের ওয়াদা করেছেন। আর এই আদর্শ দল গঠনের ব্যাপারে মাওলানা তাঁর গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৭] ইসলামি আন্দোলনের প্রতিটি মুহূর্তে সহযাত্রীরূপে আল-কুরআনের অবস্থান। একটি কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব রূপে কাঠামোর প্রয়োজনে জন্ম নেয়া আন্দোলন এবং চূড়ান্ত মনজিলে পৌছার প্রয়োজনীয় উপাদান ফুটে উঠেছে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' এ। একই সাথে আমরা এ গ্রন্থকে ইসলামি আন্দোলনের গাইডবুক হিসেবে পাই।

৭. দারসে কুরআন : দারসে কুরআন বা কুরআন শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতি এ 'তাফহীম' থেকেই শুরু হয়। বিশুদ্ধ তিলাওয়াত, নাযিলের সময়কাল, ঐতিহাসিক পটভূমি, শানে নুযুল, বিষয়বস্তুর আলোচনা, শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় বিষয়সমূহসহ দারসের এই পদ্ধতি তিনি তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।[১৮]

৮. তাঁর চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে পৃথিবীর নানা দেশে, নানা জনপদে গড়ে উঠেছে ইসলামি আন্দোলন। আর এই আন্দোলনের কর্মীদের সিলেবাসভুক্ত পাঠ্যবই হিসেবে 'তাফহীম' অধ্যায়ন হচ্ছে।

৯. অনেক দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত গ্রন্থ।

১০. দেশ-বিদেশের অসংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রেফারেন্স বুক' হিসেবে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিচ্ছে।[১৯]

১১. উচ্চতর গবেষণার বিষয় হচ্ছে এ মহামূল্যবান গ্রন্থ। বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ ইউরোপ-আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডির থিসিস হয়েছে এ অসাধারণ তাফসির গ্রন্থ।

১২. জাতি এবং ভাষার চৌহদ্দি পেরিয়ে তিন ডজনেরও বেশি ভাষায় অনূদিত হচ্ছে এ তাফসির।

www.pathagar.com

১৩. সেলস রেটিং এ তাফসির গ্রন্থ বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বিগত ৩ বৎসরে চট্টগ্রাম ইসকপ'র তাফসির মাহফিলের বইমেলার বেষ্ট সেলার ছিলো এই গ্রন্থ। প্রতিদিন হাজার হাজার কপি বিক্রি হয় এ গ্রন্থের।

১৪. দেশ- মহাদেশের সীমানা মাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ চর্চা হচ্ছে এ তাফসির গ্রন্থ বিভিন্ন মাধ্যমে : দারসে কুরআনের মাধ্যমে, তাফসির মাহফিলের মাধ্যমে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই হিসেবে ব্যক্তিগত অধ্যায়নসহ আরো বিভিন্ন ভাবে।

উপসংহার

এভাবে এই তাফসির গ্রন্থ যুবক, তরুণ, কিশোর, শিক্ষক, কর্মচারীসহ সকল পেশার মানবগোষ্ঠীর জ্ঞানের খোরাক সরবরাহ করছে। জ্ঞান তৃষ্ণা বাড়িয়ে জ্ঞানের পরিধি সমৃদ্ধ করছে অভিজ্ঞতার চৌহদ্দি চিন্তায় চেতনায়, কর্মে আচরণে ও প্রয়োগে। সর্বোপরি 'তাফহীমুল কুরআন' এক বিপ্লবী মানুষের বৈপ্লবিক দাওয়াতের আমেজে লেখা, যার প্রতিটি ছত্র মহানবি সা.-এর বৈপ্লবিক আদর্শের কাছে নিয়ে যায়। জাহিলিয়াতের পর্দা ছিড়ে প্রতিক্ষিত সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটানোর জন্য কুরআন যে ভাষায় মানুষের ডাক দেয়, তার অন্তঃসলিল প্রবাহ তাফহীমের মধ্যে বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র

১. কুরআন শরীফ
২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন।
৩. আবদুস শহীদ নাসিম : কুরআন পড়বেন কেন? কিভাবে?
৪. আবদুস শহীদ নাসিম : জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন।
৫. আবদুস শহীদ নাসিম : আল কুরআন আত তাফসির।
৬. আ,ন,ম. আব্দুশ শাকুর : তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য, ১ম খণ্ড।
৭. অধ্যাপক গোলাম আযম : কুরআন বুঝা সহজ, আল আযামী প্রকাশন।
৮. অধ্যাপক গোলাম আযম : ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাও. মওদূদীর অবদান।
৯. আব্বাস আলী খান : আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী।
১০. আব্বাস আলী খান : মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস
১১. খুররম মুরাদ : কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা।
১২. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ : মাওলানা মওদূদী ও তাফহীমুল কুরআন।
১৩. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ : জীবন সায়াহ্নে মাওলানা মওদূদী।
১৪. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ : মাওলানা মওদূদী : একটি দুলর্ভ সংগ্রহ।
১৫. সাইয়েদ কুতুব : আল কুরআনের শিল্প ও সৌন্দয।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

এ সময় মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, পিতা: মুহাম্মদ আবদুল মুত্তালিব, তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার' ফাযিল শ্রেণির সাধারণ বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তাঁর রোল নম্বর ছিলো : ১৩৬। তিনি এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

'তাফহীমুল কুরআন' মানুষের হৃদয় কন্দরে লালিত দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত জাহিলিয়াতের বুনিয়াদকে ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। বিবেকের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি করে, মানব জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। গড়ে তোলে নতুন ইসলামি সমাজ ও সভ্যতার তরে সুদৃঢ় স্থায়ী বুনিয়াদ। বিংশ শতাব্দীর অকুতোভয় বীর মুজাহিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. কর্তৃক রচিত কুরআনের তাফসির গ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন' আধুনিক বিশ্বের মানুষের জন্য উপযোগী ও সময়ের চাহিদা পূরণে পরিপূর্ণভাবে সক্ষম।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, যদি তাফহীম সৃষ্টি না হতো তাহলে বর্তমান বিশ্বের ইসলামি আন্দোলন একশ বছর পিছনে পড়ে থাকতো। তাফহীম মুসলিম যুব সমাজের জন্য মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বিরাট নিয়ামত, আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম হাতিয়ার। কুরআনী জ্ঞান প্রচার ও প্রসারে তাফহীমের ভূমিকা অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য। সকল শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে স্বল্প শিক্ষিত সাধারণ মানুষ, যাদের আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য নেই তাদের জন্য তাফহীম মহৌষধের কাজ করছে। বক্ষ্যমান নিবন্ধে আমি কুরআনী জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে তাফহীম যে কয়টি শ্রেণির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে, তার পৃথক পৃথক বিবরণ দিতে চাই। জাতির সামনে তাফহীমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নতুন করে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে ইচ্ছা করি। 'তাফহীমুল কুরআন' দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও প্রচণ্ডরূপে আলোড়িত মানব জাতির শ্রেণীসমূহের মধ্যে প্রথমেই আমি ছাত্র সমাজের কথা তুলে ধরবো। কারণ ছাত্র ও যুব সমাজই সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছে তাফহীম দ্বারা।

ছাত্রসমাজ

ছাত্র সমাজকে দু'টি ভাগে ভাগ করে কুরআনী জ্ঞান বিতরণে তাফহীম তাদের উপর কি ধরনের ভূমিকা রেখেছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দুটি ধারায় বিভক্ত হওয়ায় তাফহীম উভয় শ্রেণির উপরই ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রেখেছে, বা উভয় শ্রেণির ভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করছে। আর সঙ্গত

www.pathagar.com

কারণেই আমি প্রথমে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ভাইদের উপর তাফহীমের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র সমাজ

প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআনী জ্ঞান অর্জন করার ন্যূনতম সুযোগ বিদ্যমান নেই, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বিপরীত শিক্ষা পুরো মাত্রায় চালু রয়েছে। এতদসত্ত্বেও আজ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র ভাইদের মুখে আল-কুরআনের বাণী শুনতে পাওয়া যায়। তাদের চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে হাজারো তরুণ সঠিক পথের দিশা খুঁজে পাচ্ছে। কুরআন বুঝানো বা দারস ও তাদরীসের বেলায় এরা অনেকে দীনি মাদ্রাসা- পাশ আলিমদের চাইতে অনেক বেশি অবদান রাখছে, যা সত্যিই বিস্ময়কর। প্রশ্ন উঠে, এটি কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে, যাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র কুরআনের ছোঁয়া নেই, তারা কী করে কুরআনের মুআল্লিম হয়? এর উত্তর একটিই, তাফহীম এর বদৌলতেই এটি সম্ভবপর হয়েছে। এ মহান তাফসিরই তাদের চোখ খুলে দিয়েছে। জানতে পেরেছে মুসলমানদের পতনের আসল কারণ কি? এ কঠিন মুসিবত থেকে পরিত্রাণের পথও তারা চিনতে সক্ষম হয়েছে। যখন বর্তমান কালের অধিকাংশ ছাত্র যুবক গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলতে অভ্যস্ত, অপসংস্কৃতির সয়লাবে চারিদিকে পাপের অশ্লীল হাতছানি, ঠিক তখনি একদল তরুণ ছাত্র সমাজকে নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করছে। মুক্তি, কল্যাণ ও শান্তির পথে এগিয়ে আসার জন্য ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন তারা এটি করছে? উত্তর হিসেবে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পারি, তারা তাফহীমের নিয়মিত পাঠক।

একজন শিক্ষক যেমন তার ছাত্রকে চলার পথ সম্পর্কে উপদেশ দেন, ভাল রেজাল্ট করার ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ দেন, খারাপ রেজাল্টের পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন; ঠিক তেমনিভাবেই তাফহীম তার অধ্যয়নকারীর নিকট জীবন সমস্যার সমাধানের নবদিগন্ত উন্মোচন করে; তাকে আখিরাত সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ফলে সে জান্নাত লাভের আশায় আশান্বিত হয় এবং খুঁজে পায় দাওয়াতি কাজের আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা। আজ যখন আমরা দেখি দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কালেমার ধ্বনিতে মুখরিত, আল্লাহ্‌র তাক্‌বীর ধ্বনি উচ্চকিত, তখন স্বত:ই মন বলে উঠে, নৈতিক অবক্ষয়ের এযুগে কুরআনের রাজ কায়েমের জন্য একঝাঁক টগবগে তরুণ কী করে তৈরি হলো? যাদের হাতে থাকার কথা অশ্লীল পর্নো পত্রিকা, বস্তাপঁচা বাজে ম্যাগাজিন, আজ তাদের হাতে কুরআনের তাফসির শোভা পাচ্ছে।

www.pathagar.com

শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম না থাকায় যে ভয়াবহ আদর্শিক শূন্যতা বিরাজ করছিলো তাফহীম সে শূন্যতা পূরণ করছে। ছাত্র সমাজকে কুরআনের দিকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে তাফহীমের জুড়ি মেলা ভার। এক সময় ছাত্ররা কুরআন অধ্যয়নকে খুব কঠিন ও একটি বিশেষ শ্রেণির কাজ বলে চরমভাবে অবহেলা করত। আজ তারাই কুরআন গবেষকে পরিণত হয়েছে। কুরআনের কথা শুনলেই তাদের হৃদয়-মন খুশিতে ভরে ওঠে। ছুটে যায় কুরআনী জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণে। মোটকথা, কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফহীম যে ভূমিকা রেখেছে বা রাখছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রদের মাঝে, তা পৃথিবীর অন্য কোনো তাফসির গ্রন্থ এ পর্যন্ত করতে পারেনি, ভবিষ্যতে ও পারবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

দীনি মাদ্রাসার ছাত্র সমাজ

দীনি মাদ্রাসার ছাত্ররা আরবি ভাষায় পারদর্শী, তাছাড়া তারা জগৎ বিখ্যাত অনেক তাফসির গ্রন্থ পড়ে থাকেন। কুরআনের অনেক তত্ত্ব ও তথ্য তারা অবগত। এমন ধরনের ছাত্রদের জন্যেও তাফহীম জ্ঞানের বিরাট সওগাত বয়ে এনেছে। কুরআন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা থাকার পরও তাদের মধ্যে যে জিনিসটির অভাব ছিলো, তাফহীম তা পরিতৃপ্তি সহকারে মোচন করে। দীর্ঘ কয়েক বছর কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পরও যখন তারা সাধারণ মানুষের সামনে কুরআনের শিক্ষাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারত না, তখন জাতির মধ্যে হতাশা, স্থবিরতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, সর্বোপরি জ্ঞানের ক্ষেত্রে দীনতা বিরাজ করছিলো ।

দীনি মাদ্রাসার ছাত্ররা তাফহীম অধ্যয়নের ফলে আধুনিক পরিবেশে কুরআনী জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপক সুযোগ পাচ্ছে। তাফহীম পূর্বযুগে তারা কুরআনের বালাগাত-ফাসাহাত, ব্যাকরণের জটিল প্যাঁচ এবং মতভেদপূর্ণ আয়াতের অর্থসমূহ খুঁজে বের করার চেষ্টায় জীবনপাত করে ফেলত। এর ফলে তারা নিজেরা জ্ঞানের প্রাসাদ লাভ করলেও এক বিশাল জনগোষ্ঠী কুরআনের আলো থেকে বঞ্চিত থেকে যেত। আর পরবর্তী কালে মাদ্রাসার ছাত্ররা তাফহীমুল কুরআনের জ্ঞান যেমন নিজেরা লাভ করে সফলতার শীর্ষে আরোহণ করেছে তেমনি জনসাধারণকে কুরআনের কাছাকাছি আনতে সক্ষম হচ্ছে। দীনি মাদ্রাসার ছাত্ররা বর্তমানকালে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, হিকমাতের বাস্তব রূপায়ণে নিত্য নতুন জটিল সমস্যার সহজ-সরল সমাধান, ইসলামি আন্দোলনের সহি জজবা একমাত্র তাফহীমুল কুরআনেই খুঁজে পায়। তাই দীনি মাদ্রাসায় তাফহীম আবশ্যিক পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থেই।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের উত্থানের ফলে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ এ উভয় তন্ত্রের একনিষ্ঠ খাদেমরা যেসব প্রশ্ন ও অভিযোগ উত্থাপন করছিলো ইসলাম সম্পর্কে, তার জবাব আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাছে ছিলো না। চিন্তাররাজ্যে চরমভাবে পরাভূত হয়ে তারা এগুলোর জয়জয়কারের সামনে মাথানত করেছিলেন। কিন্তু তাফহীম বাজারে আসার পরে তারা যেন ঘুম থেকে তড়িঘড়ি জেগে উঠলেন, মাথা উঁচু করে মানব রচিত মতবাদের অসারতা প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন। এ ক্ষেত্রে আমরা পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী এ.কে. ব্রোহী ও সাংবাদিক আলতাফ হাসান কুরাইশীর কথা উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি। এ রকম হাজার হাজার পাঠকের দৃষ্টান্ত দেয়া যাবে। শুধু তাই নয় তাফহীম নতুন করে হাজার হাজার ইসলামি চিন্তাবিদ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। অনেক নাস্তিক অথচ মুসলিম নামধারী উচ্চশিক্ষিত লোককেও এ তাফসির গ্রন্থ অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে আলো ঝলমল সমাজে নিয়ে এসেছে।

আলিম সমাজ

মুসলিম উম্মাহ্‌র আলিমরা যখন চিন্তার মারাত্মক দৈন্যতায় ভুগছিলেন, যুগ জিজ্ঞাসার কোনো জবাব তাদের কাছ থেকে জাতি পাচ্ছিল না, যে কারণে জাতির অধিকাংশ মানুষ দীন ইসলামের পূর্ণতা, আধুনিক যুগে এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান হয়ে পড়ছিলো । ঠিক এমনি এক সংকট কালে ধূমকেতুর ন্যায় তাফহীমের আগমন ঘটে।

আলিম সমাজ পেয়ে যায় তাদের কাঙ্ক্ষিত হাতিয়ার। নবউদ্যমে ইসলাম প্রচার শুরু করে। এতদিনের স্থবিরতা ও জ্ঞানগত ঘাটতি দূরীকরণে সক্ষম হয়। মুসলিম জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নেতৃত্বের কাতারে এসে শামিল হয়। আগে আলিমরা তাদের ছাত্রদেরকে কুরআনের জটিল তত্ত্ব ও ভাষাগত মাহাত্ম্য বুঝানোর জন্য প্রাণপাত করতেন না। কিন্তু তাফহীমের বরকতে তাদের মাঝে বিপ্লবী ভূমিকা লক্ষ্য করা যেতে লাগল। কুরআনের তাফসির মাদ্রাসার সীমাবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। যদি তাফহীম রচিত না হতো তবে আলিম সমাজের মর্যাদাগত অবস্থান কী হতো, তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

নারী সমাজ

অধিকার বঞ্চিত নারীরা তাফহীমকে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে। মাওলানা মওদূদী রহ. তাফহীমের সূরা নিসা, সূরা নূর, সূরা আহযাব ও

www.pathagar.com

মুজাদালাহসহ অন্যান্য সূরায় নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে যে যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন তার তুলনা নেই। তাফহীমের দ্বারাই বুদ্ধিমান নারীরা নিজেদের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে অবগত হয়েছে। তথা কথিত প্রগতিবাদী নারীদের মুখে তাফহীমের প্রতিটি শব্দ যেন এক একটি চপোটাঘাত। নারীকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহারের পক্ষপাতী বুদ্ধিজীবী নামের পরজীবীদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। নারী খুঁজে পেয়েছে শান্তি, মুক্তি ও প্রগতির আসল ঠিকানা। তাইতো দলে দলে শামিল হচ্ছে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে, মুক্তির মোহনায়।

জনসাধারণ

যে জনসাধারণ একদিন কুরআনের জ্ঞান অর্জনকে পাপ বলে মনে করতো। বুঝতে নারাজ ছিলো কুরআনের বাণী। এ জন্য তারা দায়ি নয়। তাদের সামনে কুরআনকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিলো তাতে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু তাফহীম আসার পর ঘরে ঘরে কুরআনের তাফসির শোভা পায়। কুরআন বুঝার জন্য মানুষ আজ পাগল পারা। তাফহীম পূর্ব সময়ে মুসলমানরা শুধু কুরআন তিলাওয়াত করতো; কিন্তু আজ জনগণ কুরআনের শুধু অর্থই অনুধাবন নয়, তাফসির উপলব্ধিই নয়; বরং একধাপ এগিয়ে কুরআনের সমাজ কায়িমের আন্দোলনে জানমাল কুরবাণি করতে প্রস্তুত হয়েছে। আজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাফহীমের ব্যাপক জনপ্রিয়তা কুরআনী জ্ঞান বিতরণে এর ভূমিকা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

আন্তর্জাতিক সমাজ

পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তরে আজ তাফহীমের পঠন-পাঠন চলছে। মধ্যপ্রাচ্যে তাফহীমকেই ইসলামি চিন্তার খাঁটি উৎসমূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীর জীবন্তও জনপ্রিয় সবগুলি ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। অমুসলিম সমাজে দাওয়াতি কাজের প্রধান অবলম্বন আজ তাফহীম। দেশ-বিদেশে যেখানেই মুসলিম তরুণদের বাস, সেখানেই তাফহীমের ছাত্র পাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক দেশে ইসলামি আন্দোলনের সংগঠনসমূহের পাঠ্য তালিকায় প্রথম স্থান তাফহীমের।

অমুসলিমদের মাঝে তাফহীম

অমুসলিমদের জিজ্ঞাসার জবাব প্রাচীন কালের তাফসিরসমূহে বিদ্যমান না থাকায় তারা কুরআনের গ্রহণযোগ্যতা ও খাঁটিত্ব এবং এ যুগের সচলতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছিলো। ভোগবাদী পুঁজিবাদের সমাজে তারা অনেকটা হাঁফিয়ে উঠছিলো, হতাশ

www.pathagar.com

হয়ে পড়েছিলো জীবন ও জগৎ সম্পর্কে। ভবিষ্যতের জন্য নতুন মতবাদের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে বসেছিলো, যেখানে দুনিয়া-আখিরাতের ভারসাম্য মূলক বক্তব্য থাকবে, জীবন ও জগতের মৌলিক সমস্যাসমূহের পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী সমাধান থাকবে। ঠিক এমনি এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সব রোগের যথাযথ প্রেসক্রিপশন নিয়ে তাফহীম অমুসলিমদের সামনে হাযির হয়। অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতি কাজের সবচাইতে কার্যকরী অস্ত্র হলো তাফহীমুল কুরআন।

এক্ষণে আমরা বিষয়ভিত্তিক তাফহীমের ভূমিকা স্পষ্ট করে তুলতে চাই। কারণ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখানে।

ইতিহাস

কুরআন মানুষকে ইতিহাস শেখানোর জন্য নাযিল হয়নি; একথা ঠিক, তা সত্ত্বেও এতে গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। ঐতিহাসিক আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রায় সব তাফসিরকারকই বিভিন্ন ভিত্তিহীন, অমূলক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। সম্মানিত তাফসিরকারদের অসতর্কতা বশত ইসরাইলি রিওয়াতও ঢুকে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে তাফহীমই একশত ভাগ খাঁটিত্বের দাবি করতে পারে। প্রামাণ্য দলিলাদি, চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টিকে সহজভাবে পেশ করা হয়েছে এখানে।

সমাজবিজ্ঞান

মানবজাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং মানবসমাজের মৌল সমস্যাকে তাফহীম অতিসুন্দরভাবে সাবলীল ভঙ্গিতে পেশ করেছে। যা সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তির দিলকে নাড়া দেয়, চিন্তাধারায় পরিবর্তন সাধন করে।

অর্থনীতি

আধুনিক অর্থনীতির জটিল জটিল সমস্যার সমাধান কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা পুরোপুরি বাস্তবসম্মত, একথা আগে মানুষ জানত না। কিন্তু তাফহীম মানব জাতির সামনে নতুন এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পেশ করেছে। আধুনিক ইসলামি অর্থনীতির ধারণা তাফহীমেই প্রথম দেয়া হয়। বর্তমানকালের অর্থনীতিতে যে মারাত্মক সংকট ও ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে, তাফহীম প্রণেতা তাঁর তাফসিরে এর মূল কারণ উদ্‌ঘাটন করেছেন, সাথে সাথে প্রতিকারের সহজ উপায় বাতলে দিয়েছেন।

মোটকথা আজকের দুনিয়ায় যতগুলো বিষয়ের গুরুত্ব চরমভাবে অনুভূত হচ্ছে, এগুলোর প্রত্যেকটির জন্যই তাফহীম আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছে। তাসাউফ শাস্ত্রের ব্যাপারে তাফহীম মুসলিম জাতির নিকট সত্যিকারের বিশুদ্ধ

www.pathagar.com

তরিকা কুরআনের আলোকে পেশ করেছে। যা অতি বাস্তবসম্মত ও মানুষের জন্য স্বাভাবিক। হাদিস গ্রহণের ব্যাপারে এর অনন্যধর্মী বিশ্লেষণ রয়েছে। তাফসির শাস্ত্র সম্পর্কে ভাববার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। আয়াতের পারস্পারিক সম্পর্ক থেকে নতুন তথ্য বের করা হয়েছে তাফহীমে, যা অন্য তাফসিরে বিরল।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, 'তাফহীমুল কুরআন' বিশ্ব ইসলামি আন্দোলনের জন্য আগামী শতাব্দীগুলোর জন্য আত্মিক ও জ্ঞানগত চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে তাফহীমে যে ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেই বিশ্ব মানবতার চরম ও পরম কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাফহীমই আগামী দিনের অবশ্যম্ভাবী ইসলামি বিশ্বের নেতৃত্ব দিবে ইনশাল্লাহ্। কূপমণ্ডুক চামচিকাতুল্য মিথ্যা অপবাদদানকারী বিরোধীগোষ্ঠী বানের মতো ভেসে যাবে। তারা যতো বেশি তাফহীমের বিরোধিতা করবে ততো বেশি এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে আর তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। সর্বশেষে আমরা মওদূদী রিসার্চ একাডেমির প্রতি আহ্বান জানাই, দাবি করি যে, আপনারা তাফহীমের প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যাপকভিত্তিক নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন। ছুম্মা আমিন।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ দেলাওয়ার হোসাইন

এ সময় মুহাম্মদ দেলাওয়ার হোসাইন, পিতা : মৃত মৌলভী হোসাইন আহমদ নরসিংদী জামেয়া কাসেমিয়া আরাবিয়া মাদরাসায় কামিল ১ম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তার রোল নম্বর : ছিলো ৩৭। তিনি এই প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

তাফসির সাহিত্যে একটা প্রিয় নাম তাফহীম, বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগানো তাফসির তাফহীমুল কুরআন। আল-কুরআনকে মানব জীবনের constitution (সংবিধান) রূপে উপস্থাপন করে এবং এর ভিত্তিতে মানব জাতির সকল সমস্যার সঠিক সমাধানকল্পে তাফহীম জুড়িহীন। এজন্য উর্দু ভাষায় লিখিত এ তাফসিরটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে কুরআন প্রেমিক অগণিত মানুষের জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করতে সক্ষম হয়েছে।

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. এর জীবনের সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ঐতিহাসিক এ তাফসির গ্রন্থটি। তিনি জীবনের সুদীর্ঘ ত্রিশটি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে তাফহীমুল কুরআন লেখা সমাপ্ত করেন, আল-কুরআনে বর্ণিত স্থানগুলো স্বচক্ষে দেখার জন্য ১৯৫৯ সালে তিনি হিজাজ ও মধ্যপ্রাচ্য গমন করেন এবং সেসব ঐতিহাসিক স্থানের আলোকচিত্র তাফহীমে সন্নিবেশিত করেছেন।

তাফহীম লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তাফহীমুল কুরআনের লেখক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আরবি ১৩২১ হিজরির ৩রা রজব দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গাবাদ শহরে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী। তিনি একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত আল্লামা মওদূদীকে তাঁর পিতা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না করে সুদক্ষ ও চরিত্রবান গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাড়িতে পড়াশোনা করান। তখন তিনি আরবি, ফারসি, ও উর্দুর মাধ্যমে কুরআন, হাদিস, ফিকাহ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন, তারপর তাঁর উস্তাদ মরহুম মৌলভী নাদীমুল্লাহ হোসাইনের পরামর্শে তাঁকে আওরঙ্গাবাদ ফওকানিয়া (উচ্চ) মাদ্রাসায় রুশদিয়া মানের শেষবর্ষ ৮ম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেয়া হলো, ছয় মাস পর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন, অত:পর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোল্লা দাউদ সাহেব তাঁকে উপরের মৌলভি

www.pathagar.com

শ্রেণিতে ভর্তি করে নেন, এবার তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নবনব জ্ঞান লাভের সুযোগ পান। শিক্ষার মাধ্যম উর্দু হলেও তিনি রসায়ন শাস্ত্র, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। ১৯১৪ সালে মৌলভি পাশ শেষ হলে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য হায়দারাবাদ দারুল উলুমে গমন করেন। অত:পর মাত্র ১৭ বছর বয়সে এক অতি সংকট মুহূর্তে তিনি সাংবাদিকতার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

আল্লামা মওদূদী ১৯১৯ সালে খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, ১৯২৭ সালে পত্রিকার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেন, পরবর্তীতে বিরাট গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হয়, ১৯৩২ সালে মাসিক তর্জমানুল কুরআন প্রকাশ শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে আল্লামা ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করেন, ১৯৩৯ সালে তাজদীদ ওয়া এহ্ইয়ায়ে দীনসহ পর্যায়ক্রমে ছোট-বড় মোট শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯৪১ সালে ৭৫ জন সদস্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি এর আমির নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, ১৯৫০ সালের ২৮ মে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালের ২৮ মার্চ সামরিক আইনের অধীনে আবারও গ্রেফতার করা হয়, মে মাসে সামরিক আদালতে মামলা, আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা। পুরো বিশ্বে যখন প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ আরম্ভ হয় তখন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়, ১৯৫৫ সালে আইনগত কারণে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৭২ সালে তাফহীমুল কুরআন লেখা সমাপ্ত হয়। অত:পর অবিরাম অসুস্থতার কারণে জামায়াতে ইসলামির আমিরের দায়িত্বে ইস্তিফা দান।

১৯৭৯ সালে চিকিৎসার জন্য আমেরিকা গমন, সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবন পেরিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর বাফেলো শহরের এক হাসপাতালে আধুনিক জগতের এ শ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা মওদূদী শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

'তাফহীমুল কুরআন' এর অর্থ

তাফহীম (تفهيم) আরবি শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাফহীম শব্দটি فَهْمٌ মূলধাতু থেকে উৎকলিত। এর অর্থ বুঝা, উপলব্ধি করা, কুরআন শব্দটি قَرْنٌ (কারনুন) মিলে থাকা বা قَرْءٌ (কারউন) পড়া বা তিলাওয়াত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু কুরআনের একটি সূরা অন্যটির সাথে এবং একটি পারা পরবর্তী পারার সাথে মিলিত, এ জন্য একে কুরআন বলা হয়। আবার কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত কিতাব বিধায় একে কুরআন নামকরণ করা হয়েছে। সুতরাং 'তাফহীমুল কুরআন' এর অর্থ : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বুঝিয়ে দেয়া।

www.pathagar.com

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফহীম

১. বিশ্বের সেরা তাফসির গ্রন্থ

আল্লামা মওদূদী রহ. এর 'তাফহীমুল কুরআন' গত দু'যুগ ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে কুরআনের জ্ঞান বিতরণ করছে। এ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশটি ভাষায় 'তাফহীমুল কুরআন' এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, সুদান, কাতার, পাকিস্তান, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মান, সিংহল, সিভিল কোরিয়া তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে জাপানি ভাষায় 'তাফহীমুল কুরআনের' অনুবাদ চলছে এবং টোকিওতে একটি ইসলামি সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আল্লামা মওদূদী রহ. এর তাফসির ও সাহিত্য পড়ে প্রভাবিত হয়ে বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ ইসলামি আন্দোলনে অগ্রসর হচ্ছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নতুন নামে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। যেমন সিংহলে Muslim Brotherhood Movement আমেরিকায় The Islamic Party of North America. ইংল্যান্ডে U.K Islamic Mission জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Islamic Center.

সুদানে 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন' এবং মাওলানার তাফসির ও সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে ছাত্রদের মাঝে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করে এবং তারা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ফ্রন্ট গঠন করে।

২. যুগোপযোগী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এ দুটিই অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আল্লামা মওদূদী রহ. অযথা পাণ্ডিত্য প্রকাশের পদ্ধতি পরিহার করে পাঠক হৃদয়ের অন্ধকার কুঠুরিতে আলোক সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে গতানুগতিক শাব্দিক তরজমার পদ্ধতি পরিহার করে তিনি ভাবার্থ প্রকাশমূলক অনুবাদের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কুরআনের মূল বক্তব্য তুলে ধরা এবং কুরআনকে মানবজীবনের পথনির্দেশক (Guide line) হিসেবে প্রমাণ করাই ছিলো তাঁর লক্ষ্য।

বর্তমানে মানব জীবনে যে জটিলতা ও অজ্ঞতার সৃষ্টি হচ্ছে কুরআনের মতো মহাগ্রন্থ মুসলমানদের নিকট থাকা সত্ত্বেও এবং হাজার হাজার লাখো লাখো মুসলমান প্রতিদিন এ গ্রন্থটি পাঠ করা সত্ত্বেও তাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এবং তারা কুরআনের ভিত্তিতে কোনো গতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না। সে প্রেক্ষাপটে 'তাফহীমুল কুরআন' বিরাট সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে।

www.pathagar.com

তাফহীমের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাইবেলের যথোপযুক্ত ও সহায়ক রেফারেন্স ব্যবহার। প্রাচীন তাফসিরকারদের কেউ কেউ কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাইবেলের অযথা ব্যবহার করে জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে তাফহীমে বাইবেলের ব্যবহার যথেষ্ট সংযত ও যুক্তিগ্রাহ্য। সুতরাং বলা যায় তাফহীমুল কুরআন এর ব্যাখ্যা ও অনুবাদ যথোপযুক্ত ও প্রশংসার দাবিদার।

৩. আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত তাফসির গ্রন্থ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২৬৯ নম্বার আয়াতে ইরশাদ করেন :

"তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয় সে বিপুল কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বোধসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত উপদেশ তথ্য কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।"

সুতরাং এটা খুবই স্পষ্ট যে, হিকমত বা বিজ্ঞান পবিত্র কুরআনের অন্তর্গত একটা বিষয় (Subject)। আর সমগ্র বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ইঙ্গিত এর আয়াতসমূহে বিধৃত হয়েছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের এযুগে বিস্ময় সৃষ্টি করে চলছে।

সূরা লুকমানের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ-

অর্থ : এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত।

আল-কুরআনের ৫৫টি নামের মধ্যে একটি নাম হলো হিকমত। আরবি হিকমত শব্দের অর্থ বিজ্ঞান। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অনন্ত বিস্ময়ে সমৃদ্ধ একটা বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। এর বিজ্ঞানময়তা ঐশী জ্ঞানের (Divine Knowledge) উপর প্রতিষ্ঠিত।

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ- উপগ্রহ তথা সৌরজগত, গ্যালাক্সি, কোয়াসার, পালসারনোভা, সুপারনোভা প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক বিশাল মহাকাশে সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এসব জ্যোতিষ্কের উৎপত্তি এদের ঘূর্ণন প্রকৃতি, এদের মহাকর্ষ শক্তি, এদের উজ্জ্বলতা এদের পরিণতি সম্পর্কে তথ্য আল-কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে যা আল্লামা মওদূদী রহ. তাঁর তাফসির তাফহীমুল কুরআনে সন্নিবেশিত করেছেন।

৪. সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত

আল-কুরআনের ভাষার সাবলীলতা ও অলঙ্কারিত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

অর্থ : আর আমি তো কুরআনকেই সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণ করার জন্য। অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

www.pathagar.com

আল্লামা মওদূদী রহ. তাফহীম লেখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহজ ও সাবলীল পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আধুনিক মন-মানসিকতা সামনে রেখে তিনি এর টীকায় বিভিন্ন বিষয় সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। আরবি ব্যাকরণ, অভিধান ও তর্কশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের কোনো প্রকার অবতারণা না করে সহজ-সরল ভাষায় আধুনিক যুগের সমস্যাগুলোর সমাধান পেশ করেছেন। কুরআন অধ্যয়নকালে সকল শ্রেণির পাঠক মনে যেসব প্রশ্নের উদ্রেক হয় সেগুলোর সঠিক সমাধান যাতে তারা পেতে পারেন, সে দিকে লক্ষ্য রেখেই তাফহীম প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫. সাধারণ মানুষের বোধগম্য তাফসির

বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থগুলো সাধারণ মানুষের বুঝার অনুপযোগী। কারণ সেগুলোতে জটিল ভাষা ও তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাফহীম একেবারেই ব্যতিক্রম। প্রত্যেক সূরার প্রথমে তার পরিচিত, উপক্রমণিকা বা মুখবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় পটভূমিকা, শানে নুযুল, যে সামাজিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সূরাটির অবতারণা হয়েছে তার পূর্ণবিবরণ সূরার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে সূরাটির অন্তর্নিহিত ভাব একজন সাধারণ পাঠকের মনে পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

৬. কুরআনকে মানব জীবনের পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে উপস্থাপন

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে কুরআনের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে বলেন-

فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ مَا

"এমন কোনো বিষয় নেই যার উল্লেখ এ গ্রন্থে করা হয়নি"।

আল কুরআন যে গতানুগতিক কোনো ধর্ম গ্রন্থ নয়; বরং এটা মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান (Complete code of life) আল্লামা মওদূদী রহ. তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে তা সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থকার ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও সার্বজাতিক প্রেক্ষাপট এবং সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে যাবতীয় বিধি-বিধান তাফহীমুল কুরআনে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৭. ইসলামি আন্দালনের কর্মীদের অনুপ্রেরণার উৎস

'তাফহীমুল কুরআন' অধ্যয়ন করলে স্বাভাবিক একজন পাঠকের মনে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি হয়। নিজের অজান্তেই মনের গভীরে ইসলামি আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জেগে উঠে এবং বিপ্লবের ভাবধারা অনুভূত হয়। বাংলা ভাষায় তাফহীমের স্বার্থক অনুবাদক আব্দুল মান্নান তালিবের ভাষায় : তাফহীম পাঠের

www.pathagar.com

সময় একজন পাঠক ইসলামি আন্দোলনের সমস্ত চড়াই উৎরাই, খাড়ি ও উপত্যকার গহীন পথ অতিক্রম করে থাকেন। কুরআন নাযিলের সময় মহানবি সা. ও তাঁর সাহাবিগণ সেপথ অতিক্রম করেছিলেন। উপরন্তু পাঠক নিজেকে ইসলামি আন্দোলনের একজন সক্রিয় নায়কের ভূমিকায় অনুভব করতে থাকেন। তিনি মনে করতে থাকেন কুরআন যেন এখনি এই মুহূর্তে তার সমস্যা সমাধানের জন্য নাযিল হয়েছে।

উপসংহার

আল্লামা মওদূদী রহ. ১৯৪২ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে তর্জমানুল কুরআনের মাধ্যমে তাফহীমুল কুরআন লেখার সূচনা করেন এবং ত্রিশ বছরে তা সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন এই মূল্যবান গ্রন্থ রচনায়। তিনি একদা তাঁর বৈকালিন আসরে মন্তব্য করেন :

"আমি আমার দিন-রাতের সময় তিনভাগ করে রেখেছি। এক অংশ দেশ ও সংগঠনের দৈনন্দিন কাজকর্মে, এক অংশ বর্তমান বংশধরদের জন্য এবং বাকি অংশ ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। আর তাফহীমুল কুরআন লেখার কাজ আমার উপরে ভবিষ্যৎ বংশধরদের হক বলে মনে করি। এ হক আমি বর্তমান বংশধরদের খাতিরে নষ্ট করতে পারি না"।

ইংরেজ কবি শেক্সপীয়র বলেছিলেন- Some are born great, some achive greatness and some have greatness thrust upon.

অর্থ : কেউ কেউ মহান হয়ে জন্মায়, কেউ মাহাত্ম্য অর্জন করে। আবার কারো কারো এমন মাহাত্ম্যতা থাকে, যা তার পিছু পিছু ছুটে।

সুতরাং তাফহীমুল কুরআন লেখা সমাপ্তির মধ্য দিয়েই মাওলানা মওদূদীর মাহাত্ম্য ফুটে উঠে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তাঁর রেখে যাওয়া পরিকল্পনার প্রতিফলন ঘটে। আর এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তাঁর তাফসির পড়ে জ্ঞান লাভ করে ইসলামি আন্দোলনে শরিক হচ্ছে। আর তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে হৃদয়ের মণিকোঠায় সম্মানের উচ্চশিখরে স্থান দিচ্ছে। এজন্য তিনি মরেও অমর হয়ে আছেন এবং 'সাদকায়ে জারিয়াহ' এর অধিকারী হয়েছেন। মহান আল্লাহ তার রূহকে শান্তি দান করুন।

তথ্য সূত্র

১. তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা : আল্লামা মওদূদী রহ.।
২. মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস : আব্বাস আলী খান।
৩. সফল যারা কেমন তারা : সম্প্রীতি পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
৪. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মুসলিম মনীষী : অধ্যক্ষ আ: রাজ্জাক।
৫. ব্যক্তিগত ডায়েরি।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

এ সময় মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, পিতা-মুহাঃ আঃ রাজ্জাক গাজী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় -এর আরবি সাহিত্য বিভাগে মাস্টার্সের ছাত্র ছিলেন। তিনি ঢা. বি. -এর জিয়া হলের ২২৬ নম্বর কক্ষে থাকতেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

উপস্থাপনা

সকল জ্ঞানের মূল উৎস আল-কুরআন,
তবে নাহি পারে লভিতে আদম সন্তান।

কবির এ কথাটি অতীব সত্য। যুগ যুগ ধরে তত্ত্ব জ্ঞানীগণ এই মহাসত্য উপলব্ধি করেছেন। পাশাপাশি এই সত্যকে বিশ্ব মানবতার সামনে তুলে ধরেছেন যে, মানুষের সকল জ্ঞানের মূল উৎস হলো পবিত্র আল-কুরআন। বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত।

পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ কয়েকটি আয়াত এ কথারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এ আয়াতগুলিতে মানব সৃষ্টির ইতিবৃত্ত, আল্লাহ্ তায়ালার পরিচিতি, জ্ঞানের উৎস এর মাধ্যমে মর্যাদা ও সম্মান লাভ, উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জনের পন্থার ইঙ্গিত রয়েছে। মূলত একথা গুলোই দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। মানুষ সপ্ত সাগর মন্থন করে, হাজার হাজার পৃষ্ঠা রচনা করে, বছরের পর বছর চিন্তা ও গবেষণা করে যে জ্ঞানের অন্বেষণ করে তার সন্ধান রয়েছে পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আয়াতে। এজন্য তাফসিরের কোনো শেষ নেই। এ কুরআনকে অসংখ্য মুফাসসির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষকে করেছেন আনন্দিত, পুলকিত এবং সচেতন ও অগ্রসরমান। এই কুরআনের মর্যাদা ও মহত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে বিখ্যাত জার্মান কবি ও দার্শনিক 'গ্যাটে' তার WEST OEST LICHER DIVAN নামক গ্রন্থে বলেন- However often we true to it (Quran) at first disgusting us each time afresh it soon attracts astounds and in the end enforces our reverence, its style in accordance with its contents and aim is stern, grand terrible-ever and truly sublime. Thus this book will go on exercusing through all ages a most potent influence.

"কুরআন প্রথমত আমাদের মনে এক বিজাতীয় বিতৃষ্ণা সঞ্চার করে। কিন্তু অতি শীঘ্রই আমাদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। আমাদের হৃদয় মনে আলোক সম্প্রসারণ করত অবশেষে তাকে সম্মান করতে আমাদেরকে বাধ্য করে"।

www.pathagar.com

সুতরাং এক তাফসিরের অবদান একেক রকম। নিম্নে শতাব্দির শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ মাওলানা মওদূদী রহ. রচিত কুরআনের জ্ঞান বিতরণে 'তাফহীমুল কুরআন' এর ভূমিকা শীর্ষক প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পাব।

তাফসির এর পরিচিতি

তাফসির (تفسير) শব্দটি তফসরা تفسر শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ উন্মুক্ত করা, উৎঘাটন করা। পারিভাষিক অর্থে তাফসির এমন একটি শাস্ত্র, যাতে মানুষের সাধ্যানুযায়ী সঠিক ও নির্ভুল পন্থায় আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র কালাম কুরআন মজিদের আয়াতসমূহের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা হয়ে তাকে।[১]

* التفسير لمصطلح اللفن المعين কিতাবে تفسير এর পরিচয় এভাবে প্রদত্ত হয়েছে-

التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القران الكريم ومو لدلالها واحكامها والافرادية والتركيبية لمعانيها التى تحمل عليم حالة التركيب وتنمات ذلك-[২]

* Encyclopaedia of Religion গ্রন্থে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

Tafsir is an Arabic word meaning inter-pretation. It is more specifically the general term used in reference to all generes of literature which are commentaries upon the Quran.[3]

তাফসির করার পন্থা ও বিতর্কের অবসান

আল্লামা হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইসমাইল ইবনে কাছির 'তাফসিরুল কুরআনিল আযিম' সংক্ষেপে (تفسير ابن كثير) এ তাফসির করার মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম তার রচিত 'আল কুরআন আত-তাফসির' কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন। তা হলো :

১. কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির।
২. হাদিস দ্বারা কুরআনের তাফসির।
৩. সাহাবিদের কথা, তাদের দেখা ঘটনার বর্ণনা দ্বারা তাফসির।
৪. তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়িন উলামায়ে কিরাম এর ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে তাফসির।[৪]

উক্ত ধারা অবলম্বন করাই তাফসির প্রণয়নের মূলনীতিমালা; কিন্তু মাওলানা মহিউদ্দিন খান বলেন : 'মাওলানা মওদূদী উপর্যুক্ত বিষয়গুলি পাশ কাটিয়ে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সামনে নিয়ে তাফসির বানিয়েছেন। ফলে সমকালীন বিশিষ্ট আলিমগণ এটার ব্যাপারে অভিযোগ তুলেছেন। আর তার বিশেষ পদ্ধতিটি হলো রাজনৈতিক'।[৫]

www.pathagar.com

কিন্তু মাওলানা মুহিউদ্দিন খানের উক্ত কথার সাথে একমত পোষণ করা সম্ভব নয়; কারণ মাওলানা মওদূদী রহ. যে আলোকে তাফসির করেছেন তার বর্ণনা তিনি নিজেই প্রদান করেছেন, নিম্নে তা প্রদত্ত হলো :

আপনি যে আয়াতের অর্থ অনুধাবন করতে চান, প্রথমে আরবি ভাষার রীতি অনুযায়ী সে আয়াতের গঠন প্রণালী এবং শব্দসমুহের উৎপত্তি ও অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করুন। অত:পর পূর্বাপর আলোচনার (Context) সাথে মিলিয়ে দেখুন তারপর কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা একই বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াতসমূহ একত্রিত করে দেখুন কোন্ অর্থটি গ্রহণ করলে এ আয়াতগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে আর কোন অর্থ গ্রহণ করলে হবে বিপরীত অর্থ। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একই বক্তার কোনো কথা যদি দুই বা ততোধিক অর্থবোধক হয়, তবে তার ঐ অর্থই গ্রহণ করতে হবে, এ বিষয়ে তাঁর অন্যান্য বাণী ও বর্ণনা যে অর্থ প্রকাশ করে। এতদূর পর্যন্ত আপনি কুরআনের অর্থ স্বয়ং কুরআনের আলোকে বুঝতে ও জানতে প্রচেষ্টা চালানোর পর আপনাকে দেখতে হবে, যে মহান ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে এ কুরআন উপস্থাপনায় ছিলেন, তাঁর আমল ও বাণী দ্বারা এ আয়াতের কি অর্থ বুঝা যায়। অত:পর দেখতে হবে যে লোকগুলি তাঁর সঙ্গী-সাথী ও নিকটতম অনুসারী ছিলেন, তাঁরাই বা আয়াতটির অর্থ কি বুঝেছিলেন। এ হচ্ছে কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি।[৬]

উপর্যুক্ত কথাগুলির সমাধান এভাবে হতে পারে যে, মাওলানা মওদূদী রহ. তাফসির করার যথাযথ নীতি অনুসরণ করেছেন। আরও যে বিষয়টি অতিরিক্ত করেছেন তা হলো আধুনিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট জটিল এবং দুরুহ সমস্যার সমাধান অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রদান করেছেন।

তাফসির তাফহীমুল কুরআন রচনার প্রেক্ষাপট

১৯৪২ সাল, গোটা পৃথিবী জুড়ে চলছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা। বন্দুক, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন সবকিছুর লক্ষ্য একটাই এবং তা হচ্ছে মানুষ নিধন। প্রতিযোগিতা চলছে মানুষ মারার। জনপদসমূহ জ্বলছে আগুনের দাবদাহে, শহর সমূহ জ্বলছে বোমার বিস্ফোরণে, মানুষ মারার শিকার হচ্ছে গোটা দুনিয়ায়।

মানবজাতির জন্যে প্রতিটি সকাল আসে নতুন ধ্বংসের বার্তা নিয়ে, প্রতিটি সন্ধ্যা আসে একটি নতুন মৃত্যুর সংকেত নিয়ে। গোটা বিশ্ব যখন এই বিশাল ধ্বংস যজ্ঞে লিপ্ত, তখন মানব জাতিকে এই মহাধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য একজন সাহসী মানুষ এক মহৎ কাজের সূচনা করেন। পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য জাতিসমূহ যখন এই মহাধ্বংসের খেলায় মত্ত, তখন আল্লাহর এক বান্দা

www.pathagar.com

'তাফহীমুল কুরআনের' মাধ্যমে ডেকে বলেন- `O man kind! worship your Lord (Allah) who created you and those who were before you so that you may become Al Muttaquin.' –(Al bakara : 21)

তাঁর এ আহ্বানের সমাপ্তি হয় ১৯৭২ সালে। ততোক্ষণে ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়েছিলো।[৭] সমাপ্ত হয়েছিলো তাফহীমুল কুরআন রচনার কাজ।

তাফসির প্রণয়নের উদ্দেশ্য

মাওলানা মওদূদী রহ. বাস্তব অবস্থা অবলোকন পূর্বক তাফসির প্রণয়নে হাত দেন। তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিলো যারা আরবি ভাষায় খুব দক্ষ নয় বরং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, এদের মাঝে কুরআনের বিপ্লবী আহ্বান সহজভাবে পৌঁছে দেয়া।

তাদের মধ্যে যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়েছে তা গতানুগতিক ধারায় লিখিত তাফসির দ্বারা তা দূর করা সম্ভবপর নয়। আর একটা বিষয় হলো, কুরআন পড়তে বসে স্বাভাবিক যে প্রশ্নগুলি পাঠকের মনের কোণে উঁকি মারে, তার স্বচ্ছ জবাব যাতে সাধারণ পাঠকবৃন্দ পায়।

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসির তাফহীম এর ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর কালজয়ী ইসলামি চিন্তাবিদ, শ্রেষ্ঠ আলিমে দীন, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশিষ্ট পণ্ডিত, বিপ্লবী মুফাসসির সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রহ. 'তাফহীমুল কুরআন' নামে যে তাফসির প্রণয়ন করেছেন তা রসুল সা. -এর বিপ্লবী দাওয়াত ও কার্যাবলির প্রতি উৎসাহ পেতে অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। আধুনিক পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে scientific style এ প্রণীত হওয়ার ফলে পাঠকের হৃদয়ের গভীরে দ্রুত প্রবেশ করে এবং তার প্রভাব দেখা যায়। কুরআনের জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে এ তাফসিরের বিভিন্নমুখী অবদান পরিলক্ষিত হয়। মনীষীদের কথা ও বাস্তবতার আলোকে এই অবদান লিখিত হলো-

সাধারণ মানুষকে কুরআনমুখী করার ক্ষেত্রে

মাওলানা মওদূদী রচিত 'তাফহীমুল কুরআন' -এর স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক বর্ণনা ধারা অসামান্য অবদান রেখেছে। এ পর্যন্ত যতো তাফসির গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তা কোনো না কোনোভাবে আরবি, ফার্সি অথবা অন্য কোনো ভাষার পণ্ডিতগণের জন্য, কিন্তু সে সকল তাফসিরের মধ্যে স্বাভাবিক যে প্রশ্নগুলি অধ্যয়নকালে মনে উদিত হয় তার কোনো জবাব পাওয়া যায় না। অতৃপ্তি ও পিপাসা থেকেই যায়। এই তাফসির এমনভাবে লিখিত হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠক এটি পাঠ করার সাথে সাথে মূল ভাবধারা ও উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে বুঝতে পারে, পাশাপাশি তাদের মনে একটা ভাবধারার সৃষ্টি হয় যা এই কুরআন সৃষ্টি করতে চায়। উপর্যুক্ত

www.pathagar.com

কুরআন অধ্যয়নকালে উদ্ভূত জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নাবলীর জবাব সঙ্গে সঙ্গে যাতে পাওয়া যায়, তারও পুরোপুরি ব্যবস্থা এ তাফসিরে করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে تفهيم প্রণেতা বলেন- `I want to acquint the reader with those things which will help him to use to understand the meaning of the Quran. If he does not become conversant with them in the very beginning, they keep coming back into his mind over and over again and often become a hindrance to his going deep into its meaning and sprit.

I want to answer beforehand some of the question which usually arise during the study of the Quran.'[৪]

মাওলানার উক্ত দৃষ্টি ভংগিই সাধারণ মানুষের নিকট কুরআনের জ্ঞান পৌছাতে সহযোগিতা করেছে।

আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণির নিকট কুরআনী জ্ঞান বিতরণ

মাওলানা খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন College University এবং শিক্ষিত শ্রেণীদের জন্য কোনো তাফসির প্রণীত হয়নি। তখন এটিও খেয়াল করলেন, এ জাতীয় লোকদের ভেতর কুরআন জানার আগ্রহ ও উদ্দীপনা প্রবলতর হচ্ছে। মাওলানা এটি অবলোকন করে মহান এই খিদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য পূর্ণ নিয়ত করলেন। অত:পর ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ মহান কাজ আরম্ভ করেন।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতগণ সমাজের সর্বস্তরে ক্ষমতার অধিকারী। আজকের যুব শ্রেণী যখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে দেশ শাসন ও সমাজ জীবনে প্রবেশ করে, এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মের স্থান দখল করে তখন student life এ সে যে ধাঁচে গড়ে ওঠে তার প্রজন্মরা প্রায় সে ধাঁচে গড়ে ওঠে এবং সম্পূর্ণ সমাজ সেদিকে গড়ায়। এহেন অবস্থা থেকে রক্ষা করা ও কীভাবে এই সমাজে কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই ধরনের আলোচনা-পর্যালোচনা ও তাফসির করার ফলে যুব সমাজের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। তাঁর রচিত এ তাফসির পড়ার ফলে অসংখ্য স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইসলামি আন্দোলনের পতাকা তলে একতাবদ্ধ হচ্ছে। শুধু এই উপমহাদেশেই নয় বরং ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডায় আরও বেশি সংখ্যায় যোগ দিচ্ছে বললে ভুল হবে না।

তাফহীমুল কুরআন কুরআনের বিজ্ঞান ও বাস্তবতার ভিত্তিতে তাফসির করার ফলে আধুনিক পরিবেশের ব্যক্তিবর্গ এটি পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন এবং আস্তে আস্তে এ সমাজেরও বেশ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা এ মহান তাফসির এর বিশেষ অবদান।

www.pathagar.com

তাফহীমুল কুরআন : সিরাতুন্নবির বিমূর্ত প্রতীক

রসূল সা. কে অনুসরণ করা, তাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসা এবং তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ, শ্বাস-প্রশ্বাস যে চিন্তায় পরিলক্ষিত হয়েছিলো, এ সমাজ তথা বিশ্বের সকলেই যেন সেভাবে চলে, এটি প্রতিষ্ঠিত করা কুরআনের একটি অন্যতম মিশন, এটির অবর্তমানে যুব সমাজ, নারী সমাজ, কিশোর, পৌঢ় সকলেই বিপথগামী হতে বাধ্য।

তাফসির তাফহীমুল কুরআনের প্রতিটি পাতায় পাতায় সতর্কতার সাথে সঠিক তথ্য পরিবেশন করেছে রসূল সা. এর সিরাত সম্পর্কে। বাতিঘর ছাড়া একজন নাবিক যেমন পথ হারায়, তেমনি কেউ যেন দীনে হক থেকে বিচ্যুত না হয় সেজন্য এ তাফসির বার বার সতর্ক করেছে। দায়িত্বহীনকে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে করেছে সতর্ক। রসূল সা. -এর জীবনে যেমন জিহাদ এসেছে, আসতে পারে বর্তমান সময়েও। প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি ক্ষণ অত্র তাফসির বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের সতর্ক ও দীনের পথে আহ্বান করে যাচ্ছে।[৯]

কুরআনের স্পষ্ট ও বিতর্কহীন জ্ঞান প্রদানে তাফহীম

তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' কুরআনের জ্ঞান বিতরণ করতে গিয়ে অনেক চমৎকার ও যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, যার কয়েকটি নিম্নরূপ-

১. মাওলানা মওদূদী রহ. অত্র তাফসিরে শব্দ নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করেননি। বরং বর্তমান সময়কার সমস্যার সমাধান প্রদান করেছেন বেশি।
২. তাফসিরের মধ্যে ওলামা ও ফকিহগণের সেইসব মতের আলোচনা ও সমাধান পেশ করেছেন, যা পরবর্তীতে মাযহাবি বিতর্কের কারণ হিসেবে দেখা দেয়।[১০]
৩. আধুনিক ব্যবস্থাপনায় সবাই যাতে সহজ এবং স্বাভাবিক ধারণা নিয়ে ইসলামে প্রবিষ্ট হয় এবং একে জীবন বিধান হিসেবে সহজেই গ্রহণ করতে পারে এমনি পদ্ধতিতে এ তাফসির প্রণীত হয়েছে। ফলে দূর হয়েছে অযথা ভীতি।

বিশ্বব্যাপী জ্ঞান বিতরণে তাফহীম

এ পর্যন্ত অসংখ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে تفسير تفهيم القران এর জ্ঞান বিতরণের পবিত্র মিশন শুধু এ উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সীমানা পেরিয়ে এবং ভাষার গণ্ডি মাড়িয়ে তা আজও অব্যাহত। আরবি, হিন্দি, ফার্সি, ফরাসি, সিংহলি, স্প্যানিশ, জাপানি, কানাডিয়ান এছাড়া আরও কতো ভাষায় যে তার ইয়ত্তা নেই। একটা ভাষা হলো সোহেলী যা পূর্ব আফ্রিকায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। এমনই ভাষায় প্রথম অনুবাদ হয় ১৯৫০ সালে। তারপর মাওলানা ১৯৬৫ সালে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রকাশ করেন। এ উপলক্ষে 'East Africa standard' পত্রিকা বৃহৎ কলেবরে সাময়িকী প্রকাশ করে। ইংরেজিতে 'The

www.pathagar.com

meaning of Quran' এবং 'Tawards understanding the Holy Quran' নামে অনূদিত হয়েছে।[১১]

এতো বেশি ভাষা এবং এতো বেশি পাঠক যা অন্য কোনো তাফসির এর বেলায় পরিলক্ষিত হয়নি। এর জ্ঞান বিতরণের ধারাবাহিকতা আরও দুর্বারগতিতে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়বে অতিশীঘ্রই।

তাফহীম যুব সমাজের কাঙ্ক্ষিত Power House

কুরআন এ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য। মানুষকে হিদায়াত করার জন্য। অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনয়নের জন্য। 'তাফহীমুল কুরআন' এর মাধ্যমে সে কাজই বাস্তবায়ন হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ পথ হারা যুবক তাফহীম পাঠ করে সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে। অন্যদের পথ পাওয়ার জন্য এটি অধ্যয়ন করতে suggest করা হচ্ছে।

বর্তমান শতাব্দী ব্যস্ততা ও হাঙ্গামার শতাব্দী। এ যুগ বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনার যুগ। আধুনিক সভ্যতা মানুষকে যা কিছু দিতে পারতো তা দিয়েছে। এতে দুনিয়ার মানুষ বুঝতে সক্ষম হয়েছে তারা কোন স্তরে নেমেছে। বর্তমান মতবাদসমূহ জানোয়ার ও জীবজন্তু বানানোর জন্য বদ্ধপরিকর। এ দর্শন মানুষকে অমানুষ করেই ক্ষান্ত হয়। এই ধারার সমুদয় প্রচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে একটি আর তা হলো মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি বেপরোয়া করে দেয়া। ... 'তাফহীমুল কুরআন' এই চিন্তাধারায় আরও একধাপ এগিয়ে এসে যুবকদের চিন্তাধারার উপরই সর্বপ্রথম আঘাত হেনেছে।[১২]

ফলে তাফহীমুল কুরআন পাঠ করে সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, বৃটেন এর অসংখ্য যুবক যারা সত্যের পথ খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত তারা এটির মধ্যেই পবিত্র কুরআনকে সার্বিক দিক থেকে পরিপূর্ণ দেখতে পায় এবং অতি উৎসাহের সাথে তার মধ্যে ডুবে যায়।

সকল স্তরে তাফহীমের জ্ঞান বিতরণ ও জাগরণ

পবিত্র কুরআনের জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে তাফহীম জেলখানা থেকে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়েছে। যার ছোট্ট দুটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

১. মরহুম আব্বাস আলী খান তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, একবার করাচির কারাগারে এক কয়েদি জেল খাটছিলেন। তার নিকট এ তাফসির পাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। উত্তরে কয়েদি বললো : আমি আমার জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করছিলাম। শুনলাম মাওলানা মওদূদী একটি সহজ তাফসির লিখেছেন তাই সেটা চেয়ে চিঠি দেয়ার দশ দিনের মধ্যেই পেয়ে যাই।[১৩]

www.pathagar.com

২. অধ্যাপক গোলাম আযম এক প্রবন্ধে লিখেন -১৯৬৩ সালে President Ayub Khan লাহোর গভর্নর হাউজে মাওলানা মওদূদী রহ. কে দাওয়াত দেন। তারপর প্রারম্ভেই মাওলানার তাফসিরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং বললেন- "ইসলামকে চমৎকারভাবে পরিবেশন করার যে যোগ্যতা আল্লাহ্ আপনাকে দিয়েছেন তাতে দলমত নির্বিশেষে আপনাকে উস্তাদ হিসেবে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য।"[১৪]

এছাড়া অত্র উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশেও ২য় শ্রেণী থেকে শুরু করে মাস্টার্স পাশ পর্যন্ত সকলে এই তাফসির অধ্যয়ন করে খুব smoothly জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হচ্ছেন। সুতরাং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় পবিত্র কুরআনের তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' কুরআনের জ্ঞান বিতরণে অভূতপূর্ব অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

উপসংহার

অসংখ্য তাফসিরের মধ্যে 'তাফহীমুল কুরআন' একটি মাইলফলক হিসেবে আধুনিক তাফসির জগতে উজ্জ্বলভাবে আলো বিকিরণ করতে সক্ষম হচ্ছে যার একটি অতি ক্ষুদ্র বর্ণনা বক্ষ্যমান প্রবন্ধটি। তারপরও কুরআনের জ্ঞান বিতরণের অভাব থেকে যাবে, কারণ এক একটি অক্ষর বিশাল আটলান্টিক মহাসাগরের মতো তাৎপর্য বহন করে। কুরআন তার আপন সৌন্দর্যেই ভাস্বর হয়ে থাকবে। সহস্র মুফাসসিরের বর্ণনায় তা আরও আলো ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে যাবে তথাপি শেষ হবে না। এজন্যই অধ্যাপক পামার তাঁর 'Introduction to the Quran' গ্রন্থে খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন- `That the best of the Arab writers has never succeed in producing anything equal merit of the Quran.'

তথ্য নির্দেশ

১. আবদুস শহীদ নাসিম : আল-কুরআন আত তাফসির।
২. ابنحيان الاندلسى, البحر المحيط جلدا, صفحة
৩. Encyclopaedia of Religion : Volume-13.
৪. الحافظا اسماعيد ابن كثير, تفسير القران العظيم, جزءا بيروث لبنان صفنة
৫. মাওলানা মহিউদ্দিন খান : কুরআন ও আনুসাঙ্গিক প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড।
৬. আবদুস শহীদ নাসিম : আল-কুরআন আত তাফসির।
৭. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ : মাওলানা মওদূদী ও তাফহীমুল কুরআন।
৮. Syed Abul Ala Moudoodi : The meaning of the Quran.
৯. মুহাম্মদ আসেম : কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী।
১০. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ : মাওলানা মওদূদী ও তাফহীমুল কুরআন।
১১. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহম : প্রাগুক্ত পৃ: ৮৯-৯২।
১২. মুহাম্মদ নূরুজ্জামান : শতাব্দীর শ্রেষ্ট দায়ী ইলাল্লাহ।
১৩. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৬,৪৬৫।
১৪. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৬৭।

www.pathagar.com

তাহমিদা জাকিয়া

এ সময় তাহমিদা জাকিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরষ্কার লাভ করেন।

ভূমিকা

عن عثمان رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه (رواه البخارى)

"তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম নিজে কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করে অত:পর আল্লাহ্‌র বান্দাদের কাছে তা পৌছানোর দায়িত্ব পালন করে।"

বিশ্বস্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে তাঁর প্রিয় নবিগণের মাধ্যমে মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা পাঠিয়েছিলেন, এ জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে সর্বশেষ নবি এবং রসূল সা. এর মাধ্যমে। সর্বশেষ নবির তিরোধানের পর নবুয়্যতের এই মহান দায়িত্ব অর্পিত হয় উম্মতে মুসলিমার উপর। কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই কেবল এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। কিন্তু কুরআন হচ্ছে এক বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের সংক্ষিপ্ত সার। তাই কুরআনের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে তাফসিরুল কুরআন। তাফসির সাহিত্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. রচিত 'তাফহীমুল কুরআন' এক অমূল্য সংযোজন। পবিত্র কুরআনকে মানবজীবনের এক পূর্ণাঙ্গ বিধান রূপে উপস্থাপন করা এবং এরই ভিত্তিতে জীবনের সকল সমস্যাবলীর সমাধান নির্দেশ করার ক্ষেত্রে এই তাফসিরটি তুলনাহীন। তাই উর্দু ভাষায় লিখিত হলেও তাফসিরটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর অগণিত মানুষের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত করতে সক্ষম হয়েছে।

কুরআনের জ্ঞান কি

কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় মানুষ। প্রকৃত ও জাজ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ কিসে- এ কথাই কুরআনের মূল বিষয়। কুরআন মানুষের পথের দিশারি। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন পরিচালিত হবে কুরআন থেকে পথের দিশা নিয়ে। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্য এটাই একমাত্র সত্য ও কল্যাণকর পদ্ধতি। এই পদ্ধতির ভিত্তিতে দীনে হক বা দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন নবি মুহাম্মদ সা.। সুতরাং আল-কুরআনের নকশার আলোকে জীবনকে গড়তে হলে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বুঝতে হবে রসুল সা. -এর তেইশ বছরের সংগ্রামী

www.pathagar.com

জীবনকে। সত্য বিরোধী কর্মনীতির ভ্রান্তি ও অশুভ পরিণতি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং শুভ পরিণতির কর্মনীতির দিকে মানুষকে আহ্বান করাই 'তাফহীমুল কুরআনের' মূল সুর। এ কারণেই এতে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা কেবল ততোটুকুই এবং সে ভঙ্গিমায় করা হয়েছে যতোটুকু তার মূল লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজন। এভাবে এক সুগভীর ঐক্য ও একাত্ততা সহকারে তার সমস্ত আলোচনা কুরআনের জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র বিন্দুতে ঘুরছে।

কুরআনের বিশ্বজনীনতা

ইসলাম চিরন্তন জীবনাদর্শ। আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন মানব জাতিকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তুলবার জন্য ও আল্লাহ্ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় তাকে অধিষ্ঠিত রাখার জন্য যুগে যুগে নবি ও রসুল পাঠিয়েছেন। যখনই মানুষ নবির শিক্ষা ভুলে গিয়েছে তখনই আবার কোনো নবি এসে নতুন করে শিক্ষা দান করেছেন। কিন্তু সর্বশেষ নবির পর আর কোনো নবি আসবে না বলেই আল্লাহ্ তায়ালা যুগে যুগে উম্মাতে মুহাম্মদির মধ্যে এমন এমন ব্যক্তি পয়দা করে এসেছেন, যারা শেষ নবির শিক্ষাকে সঠিকরূপে আবার মানব জাতির সামনে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

এসব ব্যক্তির নিকট অহি নাযিলের প্রয়োজন হয়নি। কারণ শেষ নবির নিকট নাযিলকৃত কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত ও অবিকৃত রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করেছেন। তাই আল্লাহ বলেছেন-

انانحنُ نزلنا الذكر وانا له لحافظون (الحجر-٩)

সুতরাং পূর্ববর্তী নবিদের শিক্ষা যেভাবে হারিয়ে যেতো, সেভাবে শেষ নবির আনীত ইল্‌ম বিনষ্ট হয়ে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু কুরআন ও হাদিসের শব্দগুলো অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও এর আসল মর্মকথা বিভিন্ন কারণে হারিয়ে যেতে পারে। তাই আল্লাহ্‌র কুরআন ও রসুল সা. -এর সুন্নাহ্‌কে আসলরূপে মানব সমাজের নিকট পরিবেশনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক যুগেই উপযুক্ত লোক পয়দা করেন। রসূল সা. -এর ঘোষণা অনুযায়ী- "প্রতি শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতের জন্য এমন এক ব্যক্তি পাঠাবেন, যিনি উম্মতের দীনকে নতুন করে চালু করবেন -আবু দাউদ। তাফসির তাফহীমুল কুরআন এক অনন্য সৃষ্টি। বর্তমান নিবন্ধে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাতে প্রয়াসী হবো।

কুরআনের জ্ঞান বিতরণের উপায়

আল-কুরআন মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দরের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। কুরআন থেকে সঠিক পথ ও পাথেয়ের সন্ধান নিতে হলে কুরআন বুঝা একান্তই অপরিহার্য।

www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের বেশ রেওয়াজ রয়েছে। এর অর্থ না বুঝলেও কাউকে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনলে তারা বুঝতে পারে যে কুরআন পড়া হচ্ছে। কুরআনের প্রতি ভক্তি থাকার ফলে তারা কুরআনের অর্থ শুনবার সুযোগ পেলে মন দিয়ে শুনে। তাই মুসলমানদের মনের এ আকুতি মেটানোর জন্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। অতীতে বহু জায়গায় বক্তৃতা বিবৃতি ও পত্রিকার কলামের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে কেবল কুরআনের অল্প কিছু অংশের শিক্ষাই পরিবেশন করা সম্ভব। কুরআনের শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজলভ্য করা ও ব্যাপক প্রচার করার জন্য প্রয়োজন কুরআনের তাফসির। আর এ প্রয়োজনের তাগিদেই মাওলানা মওদূদী রচনা করেন তাফসিরের এক অনন্য গ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন।'

তাফহীমুল কুরআন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তাফহীমুল কুরআন' সবচাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত। তাফহীমুল কুরআন হচ্ছে কুরআনে হাকিমের অনুবাদ ও তাফসির। এটি ছয় খণ্ডে উর্দু ভাষায় সমাপ্ত করা হয়। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাওলানার ৩৯ বছর বয়সে সর্বপ্রথম এ তাফসির লেখা শুরু হয়। অত:পর মাসিক 'তরজমানুল কুরআনে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত তাফসির তাফহীমুল কুরআনের একটি বিরাট অংশ তিনি জেলখানায় অবস্থান কালে রচনা করেন। বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে মাওলানা আটক করার পর প্রথম খণ্ড জেলখানাতে সম্পন্ন করেন। এ তাফসিরটি দীর্ঘ ৩০ বছর চার মাস পর ১৯৭২ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে একে ১৯ খন্ডে বিভক্ত করে বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়।

যাদের উদ্দেশ্যে রচিত

উলামা ও কুরআন গবেষকদের প্রয়োজন পূরণ করা এ তাফসিরটির উদ্দেশ্য নয়। অথবা আরবি ভাষা ও দীনি তালিম শেষ করার পর যারা কুরআন মজীদের গভীর অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন করতে চান তাদের জন্যেও এটি লেখা হয়নি। ইতোপূর্বে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ তাদের এ প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম। তাফসিরটি যাদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে তারা হচ্ছেন মাঝারি ধরনের শিক্ষিত শ্রেণী। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাদের তেমন কোনো দখল নেই। কুরআনী জ্ঞানের যে বিরাট ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, তা থেকে লাভবান হবার সামর্থ্য ও যোগ্যতা তাদের নেই। কেবল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত

www.pathagar.com

লোকদের প্রয়োজন পূরণ ও তাদের মনের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করার উদ্দেশ্যেই এই তাফসির লিখিত হয়েছে। এ জন্য এই তাফসির এমনভাবে লিখিত হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠক এটা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের মূল ভাবধারা ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারেন এবং কুরআন তাদের মনে যে প্রেরণার সৃষ্টি করতে চায় তা অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারে।

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে অনন্য তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন'

কুরআনের সম্মোহনী শক্তি উমর ইবনে খাত্তাব রা. কে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় টেনে এনেছিলো। কুরআন পাঠ শ্রবণ করে বাদশা নাজাশির গণ্ডদেশ অশ্রু প্লাবিত হয়েছিলো। কুরআনের ভাষা ও মর্ম ছিলো তাদের কাছে সহজ সরল ও বোধগম্য। তাই তাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিলো। কিন্তু বর্তমানে কোটি কোটি মুসলমান কুরআন তিলাওয়াত করে, কিন্তু এর মূল ভাবধারা অনুধাবন না করার কারণে এটি তাদের জীবনে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারছে না।

মাওলানা মওদূদী রহ. আরবি ভাষার কুরআনকে তার মূলমর্ম, ভাবধারা ও প্রাণশক্তিসহ এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তা পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করে। কুরআনের বাণী জীবনে প্রতিফলিত করার জন্য অধীর ও কর্মচঞ্চল করে তোলে। এমনিভাবে মাওলানা তাফসির শাস্ত্রে এক বিপ্লব আনয়ন করেছেন। তাঁর তাফসির সারা বিশ্বে ইসলামের এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে।

এই বিশ্ববিখ্যাত তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে অনেক বড় বড় মনীষী গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদি রহ. তাফহীমুল কুরআন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন 'তাফহীমুল কুরআনের' সুখ্যাতি দুনিয়া যতোদিন টিকে থাকবে ইনশা আল্লাহ্ ততোদিন পর্যন্ত থাকবে। অধ্যাপক গোলাম আযমের মতে "এ তাফসিরটি 'MADE EASY' তাফহীমুল কুরআন যে সব বৈশিষ্ট্যের জন্য ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আধার হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা আলোচনা করা হলো-

১. সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা

তাফহীমুল কুরআনে ইলমি আলোচনা থাকা সত্ত্বেও তার ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল। তাছাড়া এর বর্ণনা ভঙ্গিও সর্বসাধারণের নিকট অতি আকর্ষণীয়। কুরআনের মূল ভাষায় যে স্পিরিট নিয়ে কথা বলা হয়েছে তাফহীমুল কুরআনেও তা বহাল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

২. সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সন্দেহ দূরীকরণ

একজন সাধারণ পাঠক যাতে করে এ তাফসিরটি অধ্যয়নের পর কুরআনের মূল বক্তব্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারেন সে চেষ্টা করা হয়েছে। কুরআন তার উপর যে ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে চায় এ তাফসির পড়ার পর তার উপর ঠিক যেন তেমনি প্রভাব পড়ে। কুরআন অধ্যয়ন করতে গিয়ে যেখানে তার মনে সন্দেহ-সংশয় জাগবে এবং প্রশ্ন ভেসে উঠবে সেখানে এই তাফসির সাথে সাথেই জবাব দিয়ে যাবে এবং সকল প্রকার সন্দেহের কালিমা দূর করে তার মনের আকাশকে স্বচ্ছ সুন্দর ও নির্মল করে তুলবে।

৩. কুরআনের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশ

কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে তাফহীমুল কুরআনে শাব্দিক অনুবাদের পদ্ধতি পরিহার করে স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এর পেছনে শাব্দিক অনুবাদের পদ্ধতিকে ভুল মনে করার মতো কোনো ধারণা কার্যকর নেই। বরং শাব্দিক তরজমা দ্বারা প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ জানা যায় । কিন্তু কয়েকটি কারণে এ পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যে কারণে আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠক কুরআন দ্বারা পুরোপুরিভাবে উপকৃত হতে পারেন না। কারণগুলো হচ্ছে–

প্রথমত : শাব্দিক তরজমা পাঠ করে রচনার গতিশীলতা, বর্ণনার প্রবাহ, ভাষার মাধুর্য ও বক্তব্যের প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতা পুরোপুরি লাভ করা সম্ভবপর হয় না। না তা দ্বারা তার দেহমনে কোনো স্পন্দন জাগে, আর না তার চোখে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হয়।

দ্বিতীয়ত : শাব্দিক তরজমা পাঠ করার সময় অনেকের মনে কুরআনের অতুলনীয় সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কেও সন্দেহ জেগে ওঠে। কুরআনের উন্নত বিষয়বস্তুর যতখানি গুরুত্ব, তার সাহিত্যিক মূল্যও সে তুলনায় মোটেও কম নয়। বরং এই সাহিত্যিক মূল্যই বহু -পাষাণ হৃদয়কে পর্যন্ত মোমের মতো নরম করেছিলো এবং বিদ্যুতের গর্জনের ন্যায় গোটা আরব জাহানকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো । এমনকি বিরুদ্ধবাদিরাও এর গুরুত্ব স্বীকার না করে পারেনি।

তৃতীয়ত : শাব্দিক অনুবাদের প্রভাবহীন হবার তৃতীয় একটি কারণ হলো এই যে, কুরআন রচনার আকারে নয়, বরং ভাষণের আকারে নাযিল হয়েছে, কাজেই ভাষান্তরিত করার সময় বক্তৃতার ভাষাকে যদি রচনার ভাষায় রূপান্তরিত করা হয় তাহলে সমস্ত রচনাটিই অসংলগ্ন এবং বক্তব্যগুলো পারস্পরিক সম্পর্কহীন হয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

চতুর্থত : ইসলামি দাওয়াতের বিশেষ একটি পর্যায়ে একটি বিশেষ সময়ে প্রতিটি সূরা নাযিল হয়েছিলো । প্রতিটি সূরা নাযিলের একটা প্রেক্ষাপট ছিলো । এই প্রেক্ষাপট ও নাযিলের উপলক্ষ্যের সাথে কুরআনের সূরাগুলো এতো গভীর সম্পর্কযুক্ত যে, সেগুলো থেকে আলাদা করে নিছক শাব্দিক অনুবাদের মাধ্যমে অনেক কথা সে একেবারেই বুঝতে পারবে না । আবার অনেক কথার উল্টো অর্থ বুঝবে । এই সমস্যা দূর করার জন্য তাফহীমুল কুরআনে শাব্দিক অনুবাদ করা হয়নি ।

পঞ্চমত : কুরআন সহজ-সরল আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হলেও সেখানে একটি বিশেষ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে । আবার বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষায় অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে । শাব্দিক অনুবাদে এর সঠিক ভাবধারা তুলে ধরা কঠিন । যেমন- কুরআনে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ হচ্ছে 'কুফর' । কুরআনে এটা সর্বত্র একই অর্থে পরিপূর্ণ ঈমানবিহীন অবস্থা, কোথাও এর অর্থ নিছক অস্বীকার, কোথাও একে অকৃতজ্ঞতা ও উপকার ভুলে যাবার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে । এ ধরনের বিভিন্ন জায়গায় যদি 'কুফরি' শব্দের অর্থে যে কোনো প্রতিশব্দ লেখা হয় তাহলে অনুবাদ সঠিক হবে কিন্তু পাঠকগণ কোথাও এর সঠিক জ্ঞান অথবা অর্থ থেকে বঞ্চিত হবেন আবার কোথাও ভুল ধারণার শিকার হবেন ।

শাব্দিক তরজমার এসব ত্রুটি ও অক্ষমতার কারণে 'তাফহীমুল কুরআনে' কুরআনের শব্দগত অনুবাদের ধারা বাদ দিয়ে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাবার্থ প্রকাশের পথ বেছে নেওয়া হয়েছে । যাতে করে আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও বক্তব্য সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হওয়ার সাথে সাথে তার রাজকীয় মর্যাদা এবং বর্ণনার শক্তিও যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন থাকে ।

৪. পটভূমি উল্লেখ

কুরআনকে সুষ্ঠরূপে বুঝবার জন্য তার বাণীসমূহের পটভূমি সম্মুখে থাকা একান্ত ই আবশ্যক । সেজন্য তাফহীমুল কুরআনের প্রত্যেক সূরার শুরুতেই একটি ভূমিকা লেখা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রত্যেক সূরা নাযিল হওয়ার সময়কাল, তৎকালীন অবস্থা, ইসলামি আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট বিষয়, তার প্রয়োজনাবলী ও উপস্থিত সমস্যাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় ।

৫. টীকা সংযোজন

কুরআনের স্পষ্ট ব্যাখ্যার সুবিধার্থে কোনো বিশেষ আয়াতের অথবা আয়াত সমষ্টির নাযিলের পৃথক উপলক্ষ্য থাকলে সেখানেই টীকার মাধ্যমে তা বলে

www.pathagar.com

দেওয়া হয়েছে। কুরআনের বাণীর মর্মার্থ যাতে পাঠকের কাছে অস্পষ্ট না থেকে যায় সেজন্য টীকা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনমুখী তাফসির

অনেকে প্রশ্ন করে, তাফহীমুল কুরআনে আন্দোলনমুখী যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা অতীতের বিখ্যাত তাফসির গুলোতে নেই কেন? তারা কি কুরআন ঠিকমতো বুঝেননি? এ প্রশ্নের জওয়াব সুস্পষ্ট হওয়া দরকার।

চৌদ্দশ বছর আগে আল্লাহর রসূল সা. কুরআনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে, প্রায় বারশ বছর বিশ্বে মুসলমানদের নেতৃত্ব ছিলো। খোলাফায়ে রাশিদার ত্রিশ বছর ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা শতকরা একশ ভাগই চালু ছিলো। এরপর খিলাফতের স্থলে রাজতন্ত্র চালু হলেও শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা ইসলামি আইনেই চলতে থাকে। ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে ত্রুটি দেখা দেবার ফলে বারশ বছর পর শাসন ক্ষমতা অমুসলিমদের হাতে চলে যায়।

যে বারশ বছর মুসলিম শাসন অব্যাহত ছিলো, তখন যেসব তাফসির লেখা হয়েছে, মুসলিম সমাজে কুরআনের শিক্ষা ব্যাপক করাই এর উদ্দেশ্য ছিলো। ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম থাকার কারণে কুরআনকে আন্দোলনের কিতাব হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন তখন ছিলো না।

যখন ইংরেজ শাসন চালু হয় এবং উপমহাদেশে ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করে কুরআনের বিপরীত শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি চালু করা হয় তখনি নতুন করে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন জরুরী হয়ে পড়ল। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহ্‌লভী রহ. থেকেই এ আন্দোলনের বিস্তার বা সূচনা হয়। এ চিন্তা ধারার ধারকগণই মুজাহিদ আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তে একটি ইসলামি রাষ্ট্রও কায়েম করেন। ১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধে নেতৃবৃন্দ শহীদ হলেও ইসলামকে বিজয়ী করার চিন্তাভাবনা বিলুপ্ত হয়নি।

মাওলানা মওদূদী রহ. ঐ চিন্তাধারার স্বার্থক ধারক হওয়ার সাথে সাথে নিজেই ইসলামি আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করার ফলে আন্দোলনের দৃষ্টিতে কুরআনকে বুঝাবার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাই তাঁর তাফসির স্বাভাবিক ভাবেই আন্দোলনমুখী হয়েছে।

ঈমানের তেজোদীপ্ততায় 'তাফহীমুল কুরআন'

'তাফহীমুল কুরআন' ঈমানদার পাঠককে রসূল সা. এর আন্দোলনের সংগ্রামী কাফেলায় নিয়ে হাজির করে। দূর থেকে হক ও বাতিলের সংঘর্ষ না দেখে

www.pathagar.com

যাতে পাঠক নিজেকে হকের পক্ষে ও বাতিলের বিরুদ্ধে দেখতে পায় সে ব্যবস্থাই এখানে করা হয়েছে। ইসলামি আন্দোলনের ও ইকামতে দীনের সংগ্রামে রসূল সা. ও সাহাবায়ে কিরাম রহ. কে যে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে, তা এ তাফসিরে এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে, পাঠকের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকার উপায় নেই।

এ তাফসির পাঠককে ঘরে বসে শুধু পড়ার মজা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না। তাকে ইসলামি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। যে সমাজে সে বাস করে সে সমাজে রসূলের সেই সংগ্রামী আন্দোলন না চালালে কুরআন বুঝা তার কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়। তাফহীমুল কুরআন কোনো নিষ্ক্রিয় মুফাসসিরের রচনা নয়। ইকামতে দীনের আন্দোলনের সংগ্রামী নেতার লেখা এ তাফসির পাঠককেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাগিদ দেয়।

উপসংহার

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা এমন সুদূরপ্রসারী যে, এর প্রভাবে ইসলাম আজ এক বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসেবে পরিচয় লাভ করেছে। মাওলানা মওদূদী রহ. কুরআনের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞানের বিস্তার ক্ষেত্রকে সঠিক ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করেন এবং কুরআনের মেযাজ অনুযায়ী এর শিক্ষাকে সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য একটি ইসলামি আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। তাই ইসলামি বিপ্লবের ঢেউ কেবল রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানেই সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্য সংস্কৃতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম এক সক্রিয় চেতনার সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের সর্বত্র ইসলামি আন্দোলন দুর্বার গতি লাভ করেছে। এমনিভাবে 'তাফহীমুল কুরআন' তাফসির শাস্ত্রে এক বিপ্লব আনয়ন করেছে। এ তাফসির সারা বিশ্বে ইসলামের এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১. তাফহীমুল কুরআন ১ম খণ্ড	:	সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।
২. কুরআন বুঝা সহজ	:	অধ্যাপক গোলাম আযম।
৩. কুরআনের মর্মকথা	:	সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।
৪. কুরআনের মহত্ত্ব ও মর্যাদা	:	সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।
৫. আল কুরআনের পরিচয়	:	মতিউর রহমান নিজামী।
৬. মাওলানা মওদূদী বহুমুখী অবদান	:	আব্বাস আলী খান।
৭. মাওলানা মওদূদীকে রহ. যেমন দেখেছি	:	অধ্যাপক গোলাম আযম।
৮. মাওলানা মওদূদী একটি জীবন, একটি ইতিহাস	:	আব্বাস আলী খান।

www.pathagar.com

শামসুল হক

এ সময় শামসুল হক, পিতা: আজহার আলী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর বি.এস.সি. এজি. (অনার্স) শেষ পর্ব, কৃষি অনুষদের ছাত্র ছিলেন। তাঁর নিবন্ধন নম্বর : ২৬৬৯১। তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

সূচনা

উৎসের নিরিখে ভাগ করলে জ্ঞান দুই ধরনের। এক. মানবমস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান; যা ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে মানুষ অর্জন করে; দুই. খোদায়ী জ্ঞান (Devine knowledge) যা প্রেরিত পুরুষগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের নিকট আসে। এটাকে অহীর জ্ঞান বলে। কুরআনের জ্ঞান শেষোক্ত প্রকারের। যাহোক, আমাদের আলোচ্য বিষয়টির দুটি দিক। প্রথমত কুরআনের জ্ঞানের স্বরূপ কি বা সহজ কথায় কুরআনের আবেদন কি; সেই আবেদন পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআনের' ভূমিকা কতোটুকু।

জ্ঞান-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা

বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার দরুন জীবনের সবসমস্যার ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান পেশ করা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। এ কাজে আত্মনিয়োগ করলেও মানুষ ব্যর্থ হবে। আবার সমাধানও প্রয়োজন, নতুবা তাকে দিশেহারা হয়ে মরতে হবে। যেমনটি বর্তমানে হচ্ছে। এই দিশেহারা অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে মহা দয়াবান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে নবি-রসুলদের মাধ্যমে জীবন সমস্যার সঠিক সমাধান পেশ করেছেন। এরই সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। সুতরাং শান্তি পেতে হলে কুরআনের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া মানবজাতির কোনো গত্যন্তর নেই। অতএব এটা সহজেই অনুমেয় যে, কুরআন গতানুগতিক কোনো ধর্মগ্রন্থের নাম নয়। এটি মানবজাতির একমাত্র সংবিধানের (Constitution) নাম। যে সংবিধান তাকে জীবনের সার্বিক দিক সম্পর্কে মৌলিক পথনির্দেশনা দিবে। উল্লেখ্য, দুনিয়ার জীবনটাই সব নয়, বরং জীবনের খণ্ডিত একটি অধ্যায় মাত্র। চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকারী অধ্যায় হচ্ছে আখিরাত। দুনিয়া ও আখিরাত মিলেই পরিপূর্ণ জীবন। আরেকটা কথা বলে নেয়া ভাল। সেটি হচ্ছে, এই সংবিধানটি মানবজাতির নিকট একবারে নাযিল করা হয়নি। দীর্ঘ তেইশ বছরে প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে ভাষণের আকারে অবতীর্ণ হয়েছে। কোনো লিখিত বইয়ের আকারে নয়। কুরআনের ভাষায়:

www.pathagar.com

'হে মানবজাতি, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি সনদ এসেছে। আমিই তোমাদের নিকট প্রকৃষ্ট আলো (পথনির্দেশনা) অবতীর্ণ করেছি।[১] এতে প্রত্যেকটি বিষয়ের বিজ্ঞতা প্রসূত ফয়সালা প্রকাশ করা হয়েছে।[২] ইহা সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ।[৩]

এই কুরআন এমন এক পথের সন্ধান দেয়, যা অতি সরল ও মযবুত।[৪]

'কাফেররা বলে সমগ্র কুরআন একদফায় অবতীর্ণ হলো না কেন? আমি এমনিভাবে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনার অন্ত:করণ মযবুত হয় এবং তারা কোনো সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আপনাকে তার সঠিক জবাব ও ব্যাখ্যা দিতে পারি।[৫]

তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

কুরআন সম্পর্কে এটুকু বলার পর আমরা এখন এর জ্ঞান বিস্তারে তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা আলোচনা করব।

মানুষ তার কালকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই কারও কাজ বিশ্লেষণ তার কালকে বাদ দিয়ে পূর্ণতা পায় না। তাফহীম প্রণেতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এমনি এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, যখন একদিকে মুসলমানগণ দীর্ঘদিন তাগুতি শক্তির গোলামির নিগড়ে আবদ্ধ থেকে নিজেদের আত্মপরিচয় ভুলতে বসেছিলো। পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবার মতো সব সরঞ্জামই যে তাদের ঘরে বিদ্যমান তা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলো। অন্যদিকে গোটা মানবজাতি নানাবিধ বিভিন্ন মানব রচিত মতবাদের ব্যর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তৃষ্ণার্ত ও পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় নতুন এক বিশ্বব্যবস্থার আশায় পথ চেয়ে ছিলো। একটা আদর্শিক শূন্যতা বিরাজ করছিলো বিশ্বব্যাপী। এমতাবস্থায় কুরআনকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বব্যবস্থা (World order) হিসেবে পুন: উপস্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল তীব্রভাবে। সে প্রয়োজন পূরণে মাওলানা মওদূদী সার্থক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন 'তাফহীমুল কুরআন' -এর মাধ্যমে।

কুরআন কোনো দক্ষ শিল্পীর খেয়ালি সৃষ্টি নয়। রসূলুল্লাহ্ সা. -এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটা আন্দোলনকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করার জন্য একজন সর্বময় প্রভুর প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা। সুতরাং এ আন্দোলনের সাথে মিলিয়ে না পড়লে কুরআনের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। তাফহীমুল কুরআনের বিশেষত্ব এখানেই। রসূলুল্লাহ্ সা. -এর আন্দোলনের বিভিন্ন অধ্যায়ের সাথে মিলিয়ে লিখিত এই তাফসির অধ্যয়ন করে পাঠক কুরআনের মূল স্পিরিটের কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়। কুরআনের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করা

www.pathagar.com

তখনই সহজ হবে যখন একজন ব্যক্তি নিজেকে সেই আন্দোলনে সক্রিয় রাখবে। আন্দালনের বিভিন্ন চড়াই উৎরাই অতিক্রমকালে সরাসরি কুরআন তাকে পথ দেখাবে। ফলে পুঁথিগত কুরআনের পরিবর্তে বাস্তব কুরআনের সাক্ষাৎ সে পাবে। তাফহীমুল কুরআন কোনো নিষ্ক্রিয় মুফাসসিরের রচনা নয়। কুরআনের আন্দোলনের একজন নেতা আন্দোলনের বিভিন্ন মঞ্জিলে কুরআনের যে জীবন্ত রূপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তার প্রাঞ্জল বর্ণনা আমরা এই তাফসিরে দেখতে পাই। তাই কুরআনের জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষেত্রে 'তাফহীমুল কুরআনের' ভূমিকা অতুলনীয়।

তাফহীমুল কুরআনের বিশেষত্ব

এবার আমরা 'তাফহীমুল কুরআনের' এমন কিছু বিশেষত্বের দিকে নজর দেব যা আধুনিক মানসে কুরআনের আবেদনকে অপরিহার্য বিবেচ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে এবং একে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের উপযোগী তাফসিরের মর্যাদা দিয়েছে।

ক. আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোকই স্বল্প শিক্ষিত এবং আরবি ভাষায় তাদের তেমন দখল নেই। এদের উপযোগী তাফসিরের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ইতোপূর্বে লিখিত অধিকাংশ তাফসিরই আলিম শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত। মাওলানা মওদূদী এই বিরাট শ্রেণীটির দিকে লক্ষ্য রেখে তাফসির রচনায় হাত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"উলামা ও কুরআন গবেষকদের প্রয়োজন পূর্ণ করা এ তাফসিরটির উদ্দেশ্য নয়। অথবা আরবি ভাষা ও দীনী তালিমের পাঠ শেষ করার পর যারা কুরআন মজীদের গভীর অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন করতে চান তাদের জন্যও এটি লেখা হয়নি। ইতোপূর্বে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ তাদের এ প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম। এ তাফসিরটির মাধ্যমে আমি যাদের খিদমত করতে চাই তাঁরা হচ্ছেন মাঝারি পর্যায়ের শিক্ষিত লোক। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাদের তেমন কোনো দখল নেই। কুরআনী জ্ঞানের যে বিরাট ভাণ্ডার আমাদের এখানে গড়ে উঠেছে তা থেকে লাভবান হবার সামর্থ্য ও যোগ্যতা তাদের নেই। সর্বাগ্রে তাদের প্রয়োজনই আমার সামনে রয়েছে। এ কারণে তাফসির সংক্রান্ত অনেক গভীর তত্ত্ব আলোচনায় আমি হাত দেইনি। ইলমে তাফসিরের দৃষ্টিতে সেগুলো অত্যধিক গুরুত্ববহ কিন্তু এই শ্রেণীটির জন্য অপ্রয়োজনীয়"।[৬]

এ কারণে সাধারণ শিক্ষিতদের ঘরে ঘরে আজ এ তাফসিরটি পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

খ. মাওলানা মওদূদী এ তাফসিরে শাব্দিক অনুবাদের পরিবর্তে ভাবানুবাদের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। শাব্দিক অনুবাদে এমন কিছু ত্রুটি রয়ে যায় যা কুরআনের বক্তব্য অনুধাবনে (বিশেষ করে আরবি অনভিজ্ঞদের জন্য) অন্তরায় সৃষ্টি করে। মাওলানা শাব্দিক অনুবাদের নিম্নোক্ত অভাবগুলো চিহ্নিত করেছেন :

১. শাব্দিক অনুবাদ পড়তে গিয়ে সর্বপ্রথম রচনার গতিশীলতা, বর্ণনার শক্তি, ভাষার অলঙ্কারিত্ব ও বক্তব্যের প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতার অভাব অনুভূত হয়।

২. অন্যান্য বই এক নাগাড়ে পড়ে মানুষ যেমন প্রভাবিত হয় এখানে (শাব্দিক অনুবাদে) তেমনটি হওয়া সম্ভবপর হয় না। বারবার মাঝখানে অন্য একটি অপরিচিত ভাষা এসে যাচ্ছে।

৩. কুরআন একটি রচনার আকারে নয় বরং ভাষণের আকারে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই ভাষান্তরিত করার সময় বক্তৃতার ভাষাকে যদি রচনার ভাষায় রূপান্তরিত না করা হয় এবং যেখানে যেমন আছে ঠিক তেমনি রেখে হুবহু অনুবাদ করা হয় তাহলে সমস্ত রচনাটিই অসংলগ্ন এবং বাক্যগুলো পারস্পরিক সম্পর্কহীন হয়ে পড়বে।

৪. কুরআন সহজ-সরল আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হলেও সেখানে একটি বিশেষ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন প্রচলিত শব্দকে তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহার না করে একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছে। শাব্দিক অনুবাদ করার সময় তার মধ্যে এই পারিভাষিক ভাষার ভাবধারা ফুটিয়ে তোলা বড়ই কঠিন ব্যাপার।[৭]

শাব্দিক অনুবাদের এই অভাবগুলো দূর করার নিমিত্তে মাওলানা মওদূদী মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এবং ভাবার্থ প্রকাশের পথ বেছে নিয়েছেন। ফলে নিরস ও নিষ্প্রাণ না হয়ে কুরআনের বক্তব্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং পাঠক কুরআনের প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতার সাক্ষাৎ পেয়েছে।

গ. তাফহীমুল কুরআনের 'ভূমিকা'টি যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে অনন্য বিবেচিত হওয়ার দাবিদার। কোনো শহরে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন আগন্তুক যেমন গাইডবুকের সাহায্যে শহরের অলিতে-গলিতে পর্যন্ত অনায়াসে ভ্রমণ করতে পারে, তেমনি কুরআন পাঠ করার পূর্বে এই 'ভূমিকা'টি পাঠককে কুরআন সম্পর্কে এমন একটি স্বচ্ছ ধারণা (Bird's eye view) দিবে, যার দ্বারা সে সহজেই জেনে নিতে পারবে কুরআন পাঠকালে সে কোন্ কোন্ সংকটে পড়তে পারে, তা থেকে সে কীভাবে উদ্ধার পেতে পারে, কুরআনের আলোচ্য বিষয় কি? বিষয়গুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে? কুরআনের

www.pathagar.com

বিন্যাস রীতি কি? যে দাওয়াতি আন্দোলনকে পরিচালনার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরগুলো কি কি ছিলো ইত্যাদি। এছাড়াও এই ভূমিকাটি পাঠককে এমন কিছু প্রশ্নের জবাব পূর্বাহ্নেই দিয়ে দিবে যে প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি পাঠককে অবশ্যম্ভাবীরূপে হতে হবে।

কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি

কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে :"কোনো ব্যক্তি কুরআনের উপর ঈমান রাখুন আর নাই রাখুক, তিনি যদি এই কিতাবকে বুঝতে চান তাহলে সর্বপ্রথম তাঁকে নিজের মন-মস্তিষ্ককে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা ও মতবাদ এবং অনুকূল-প্রতিকূল উদ্দেশ্য ও স্বার্থচিন্তা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করতে হবে। এ কিতাবটি বুঝার হৃদয়াঙ্গম করার নির্ভেজাল ও আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে এর অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। যারা মনের মধ্যে বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা পুষে রেখে এ কিতাবটি পড়েন তারা এর বিভিন্ন ছত্রের মাঝখানে নিজেদের চিন্ত াধারাই পড়ে যেতে থাকেন। আসল কুরআনের সামান্য বাতাসটুকুও তাদের গায়ে লাগে না। দুনিয়ার যে কোনো বই পড়ার ব্যাপারেও এধরনের অধ্যয়ন রীতি ঠিক নয়। আর বিশেষ করে কুরআন তো এ ধরনের পাঠকের জন্য তার অন্তর্নিহিত সত্য ও গভীর তাৎপর্যময় অর্থের দুয়ার কখনই উন্মুক্ত করে না"।[৮]

কুরআন অধ্যয়নের এমন বৈজ্ঞানিক পন্থা বাতলে দেবার কারণে শুধু প্রাচ্যে নয় পাশ্চাত্যেও আজ কুরআন অধ্যয়নকারীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং শুধু সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে পড়া নয়, বরং কুরআন গবেষণার পথও উন্মুক্ত হয়েছে।

ঘ. আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, রসূলুল্লাহ্ সা. -এর নেতৃত্বে যে জামায়াত সংগঠিত হয়েছিলো , সে জামায়াতকে গাইড করার উদ্দেশ্য পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআন নাযিল হতো। সুতরাং এই প্রেক্ষাপট ও নাযিলের উপলক্ষ্য জানা না থাকলে কুরআনের বক্তব্য আয়ত্ত্বাধীন হবে না। তাফহীমুল কুরআন প্রতিটি সূরার পূর্বে ঐ সূরার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিত সংযোজিত হয়েছে যেখানে সূরার নামকরণ ও বিষয়বস্তুর সাথে সাথে এর নাযিলের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে পাঠককে পূর্বেই পরিচিত করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে পাঠক সহজেই ঐ সূরাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

ঙ. ১৯৪২ থেকে ১৯৭২ দীর্ঘ ত্রিশ বছরে এই তাফসিরটি লিখতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী কুরআনে উল্লেখিত বিভিন্ন স্থান স্বশরীরে পরিদর্শন করে এসেছেন এবং প্রয়োজনীয় মানচিত্র সংযোজন করে বিষয়গুলো বোধগম্য করার চেষ্টা করেছেন। নবি কাহিনিগুলো কুরআন যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পেশ করেছে সে উদ্দেশ্যের দিকে খেয়াল রেখে এগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। অযথা অপ্রয়োজনীয় গল্প ফেঁদে পাঠককে মূল স্রোতের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেননি।

www.pathagar.com

চ. তাফসির করার ক্ষেত্রে অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহের সার্থক প্রয়োগ তাফহীমুল কুরআনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। আহলে কিতাবগণ তাদের আসমানী গ্রন্থে যে পরিবর্তন সাধন করেছেন তা যাচাই বাছাই করার এক বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে এই তাফসিরে। ফলে একদিকে আহলি কিতাবদের খোদায়ী গ্রন্থের মৌলিক অংশের সাথে কুরআনের বক্তব্যের সামঞ্জস্য ফুটে উঠেছে। অপরদিকে নবি-রসুলদের জীবনীকে তাদের (আহলি কিতাব) স্বকল্পিত কালিমা থেকে মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি, জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগের ব্যাপারে কুরআন যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে তাফহীমুল কুরআন। ফলে কুরআনের ঘোষণা[৯] অনুযায়ী পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের একটা চিত্র নিজের চোখের সামনে সমুজ্জ্বল দেখতে পাবে একজন তাফহীম পাঠক। অন্যদিকে 'তাফহীমুল কুরআন' ঈমানদার পাঠককে রসূলুল্লাহ্ সা. -এর আন্দোলনের সংগ্রামী ময়দানে নিয়ে হাজির করে। দূর থেকে হক ও বাতিলের সংঘর্ষ না দেখে যাতে পাঠক নিজেকে হকের পক্ষে ও বাতিলের বিরুদ্ধে সক্রিয় দেখতে পায় সে ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে।[১০]

বিশ্বের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় অনুবাদ এবং ও পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষিত সমাজে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ থেকে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের নিত্যপাঠ্য এই গ্রন্থটি সম্পর্কে একথা সহজেই বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী কুরআন গবেষণার যে একটি আলোড়ন উঠেছে সে আলোড়ন সৃষ্টিতে 'তাফহীমুল কুরআন' এর ভূমিকা অপরিসীম।

তথ্যসূত্র

১. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৭৪।
২. সূরা আদ-দুখান, আয়াত : ৪।
৩. সূরা আত-তাকভীর, আয়াত : ২৭।
৪. সূরা বনী ইসরাঈল,আয়াত : ৯।
৫. সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৩২ ও ৩৩।
৬. কুরআনের মর্মকথা : সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. তাফহীমুল কুরাআন ১ম খণ্ডের ভূমিকা।
৯. সূরা মায়িদা, আয়াত ৩।
১০. কুরআন বুঝা সহজ : অধ্যাপক গোলাম আযম।

www.pathagar.com

রুনু

এ সময় রুনু, পিতা- আবদুস সোবহান, সরকারি বিএম কলেজ বরিশাল -এর সমাজ কল্যাণ বিভাগের এম. এস. এস ১ম পর্বের ছাত্রী ছিলেন। তার রোল নম্বর ছিলো : ১৫৫৯। তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন ।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে এই সুন্দর পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু মানুষ ধীরে ধীরে তার জ্ঞানবুদ্ধিকে বিপথে ব্যয় করতে শুরু করে। আর মানুষের এই বিপথগামী জ্ঞান-বুদ্ধিকে সঠিক পথে আনার জন্য মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রসুল এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। অবশেষে আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ সা. কে সর্বশেষ নবি হিসেবে আমাদের মাঝে পাঠালেন। তাঁর উপর মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআন মজিদ নাযিল করলেন। আমাদের প্রিয়নবি দীর্ঘদিন অক্লান্ত চেষ্টা ও অনেক নির্যাতন সহ্য করে আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের সঠিক পথে এনেছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সা. -এর পার্থিব জীবনের অবসানের পরে আমরা অনেকেই আবার বিপথে পা বাড়িয়েছি। আমরা পবিত্র কুরআন ও মহানবির অমূল্য হাদিস আঁকড়ে ধরে রাখছি না। আবার অনেকে পবিত্র কুরআন বুঝতে পারছি না। ফলে তারা ভুল ভ্রান্তিতে ভুগছে। এই পবিত্র কুরআন যাতে আমরা বুঝতে পারি তার জন্য এই বিংশ শতাব্দির ইসলামি জাগরণের অগ্রদূত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রচিত কুরআনের তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' কুরআনের জ্ঞান বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে 'তাফহীমুল কুরআন' এর ভূমিকা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখিত বিশ্ব বিখ্যাত পবিত্র কুরআনের তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন'। এই তাফসির পাঠ করলে কুরআন মজিদকে জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে বুঝতে পারা যাবে এবং মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান এটিতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। তাই সকল সত্য সন্ধানী ব্যক্তিদেরই এই তাফসিরখানি পড়া উচিত।

মূল বক্তব্য বুঝতে সহায়ক গ্রন্থ

পবিত্র কুরআনে অনেকগুলি শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার কারণে পাঠকগণ অনেক প্রকার খটকা ও ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়ে। যেমন 'কুফর' শব্দ কুরআনের একটি পরিভাষা। পবিত্র কুরআনে ১০ জায়গায় এটির

www.pathagar.com

অর্থ একভাবে ব্যবহৃত হয়নি। কোথাও এটির অর্থ সম্পূর্ণ বে-ঈমানী অবস্থা। কোথাও শুধু অস্বীকার ও অমান্যকে বুঝায়। কোথাও এটি দ্বারা নিছক অকৃতজ্ঞতা বুঝানো হয়েছে। কোথাও ঈমানের পূর্ণ দাবির কোনো অংশকে পূরণ না করাকেও 'কুফর' বলা হয়েছে। কোথাও বাহ্যিক আনুগত্য ও মনের বিশ্বাসহীনতাকে কুফর বলা হয়েছে। এ সব স্থানে 'কুফর' শব্দের শাব্দিক তরজমা করতে গিয়ে শুধু 'কুফর' ব্যবহার করলে তরজমা শুদ্ধ হবে বটে; কিন্তু পাঠকগণ কোথাও মূল বক্তব্য বুঝতে অসমর্থ হবে আর কোথাও ভুল বুঝতে পারবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। শাব্দিক তরজমার এইসব ত্রুটি ও অক্ষমতার কারণে বর্তমান তাফসিরে কুরআনের শব্দগত তরজমার পথ পরিত্যাগ করে মুল বক্তব্যকে ভাষান্তরিত করার পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেন আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও মূলকথা সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হওয়ার সাথে সাথে এর রাজকীয় মর্যাদা ও বর্ণনার শক্তি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন থাকে।

কুরআনের সাহিত্যিক মূল্য

প্রাণহীন শাব্দিক তরজমা পাঠ করলে পাঠকের মনে আবেগ-উচ্ছ্বাস জাগতে পারে না, তা দিয়ে না তার দেহমনে কোনো স্পন্দন জাগে, আর না তার চোখে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হয়। এমনকি শাব্দিক তরজমা পাঠ করার সময় অনেকের মনে কুরআনের অতুলনীয় সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কেও সন্দেহ জেগে উঠে। কেননা শাব্দিক তরজমার চালুনী কেবল ঔষধের নিরস অংশ বিশেষকেই অতিক্রম করার পথ করে দেয়, মূল কুরআনের উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মান ও বিপ্লবী ভাবধারার কোনো অংশই এতে শামিল হতে পারে না। অথচ কুরআনের উন্নত বিষয়বস্তুর যতখানি গুরুত্ব, এটার সাহিত্যিক মূল্যও তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। বরং এই সাহিত্যিক মূল্যই বহু পাষাণ হৃদয়কে পর্যন্ত মোমের মতো নরম করেছিলো এবং বিদ্যুতের গর্জনের মতো গোটা আরব বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। এমনকি বিরোধীরাও এর গুরুত্ব স্বীকার করেছিলো। বস্তুত কুরআনের সাহিত্যিক মর্যাদা ও মান এইরূপ না হলে আরববাসীদের যেভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিলো তা কিছুতেই সম্ভব হত না। আর এর সাহিত্যিক মূল্য আমাদের সকলকেই বুঝতে হবে। পবিত্র কুরআনের সাহিত্যিক মূল্য বুঝার জন্য তাফহীমুল কুরআন পাঠের প্রয়োজন রয়েছে।

আধুনিক শিক্ষিত সমাজের প্রয়োজন পূরণ

আলিম সমাজ ও কুরআন পারদর্শী লোকদের জন্য কোনো নতুন তাফসির লেখার প্রয়োজন নেই, কেননা যারা সরাসরি আরবি ভাষা পড়তে ও বুঝতে পারেন তাদের জন্য কুরআনে প্রয়োজনীয় উপাদানের কোনোই অভাব নেই।

www.pathagar.com

কেবল আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষিত লোকদের প্রয়োজন পূরণ ও মনের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করার জন্য এই তাফসির লেখা হয়েছে। এ জন্য এই তাফসির এমনভাবে লেখা হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠক এটি পাঠ করার সাথে সাথে কুরআনের মূল ভাবধারা ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন, কুরআন তাদের মনে যে প্রেরণার সৃষ্টি করতে চায় তা যাতে সৃষ্টি করতে পারে, আর এ ক্ষেত্রে তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

পবিত্র কুরআনের সূরাগুলো সঠিকভাবে বুঝার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা

পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটি সূরাই মূলত এক একটি ভাষণ। ইসলামি আন্দোলনের এক অধ্যায়ে তা বিশেষ উপলক্ষে নাযিল হয়েছিলো । এজন্য এর বিশেষ পটভূমি রয়েছে। বিশেষ অবস্থা এর সাথে সম্পর্কিত ছিলো এবং বিশেষ প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তা নাযিল হয়েছিলো। এই পটভূমি ও নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্যের সাথে কুরআনের এই সূরাগুলির এতোই গভীর সম্পর্ক আছে যে, একটি হতে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু শব্দের তরজমা পাঠকের সামনে রেখে দিলে পাঠকরা এটির অনেক কথাই বুঝতে পারবে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে সে উল্টাই বুঝবে। আরবি কুরআনের ক্ষেত্রে তাফসিরের সাহায্যেই এই অসুবিধা দূর করা যায়। কেননা মূল কুরআনের উপর কোনো জিনিসই বৃদ্ধি করা যাবে না। কিন্তু ভাষান্তরিত করার সময় মূল কথাটিকে এটির পটভূমি ও নাযিলের উপলক্ষ্যের সাথে মিলিয়ে লিখতে কোনো বাধা নেই। সে জন্য 'তাফহীমুল কুরআন' পবিত্র কুরআনের জ্ঞান বিতরণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

পবিত্র কুরআনকে সুষ্ঠুরূপে বুঝার জন্য

পবিত্র কুরআনকে সুষ্ঠুরূপে বুঝার জন্য কুরআনের বাণীসমূহের পটভূমি সামনে থাকা একান্তই আবশ্যক। সে জন্য প্রত্যেক সূরার শুরুতেই একটি ভূমিকা লিখে দেয়া হয়েছে এই তাফহীমুল কুরআনে। তাতে বিশেষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রত্যেক সূরার নাযিল হওয়ার সময় ও কাল, তৎকালীন অবস্থা, ইসলামি আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়, এটার প্রয়োজন ও উপস্থিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোনো বিশেষ আয়াত কিংবা আয়াত সমষ্টি নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য স্বতন্ত্র হলে তাও টীকায় লিখে দেওয়া হয়েছে। টীকায় বিশেষ কোনো বিতর্কের অবতারণা করা হয়নি। কেননা এর ফলে পাঠকের মন মূল কুরআন হতে অন্যদিকে আকৃষ্ট হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বর্ণনা পদ্ধতি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে কুরআনের প্রকৃত অর্থ পাঠকের নিকট হতে দূরে সরে থাকে এবং অনেক স্থানে আয়াতের পটভূমির সঠিক জ্ঞান না

www.pathagar.com

থাকার দরুন পাঠক মারাত্মক ভ্রান্তিবোধে নিমজ্জিত হয়। তাই এ থেকে বাঁচতে হলে তাফহীমুল কুরআন পাঠ করা অপরিহার্য।

কুরআনের জ্ঞানের জন্য প্রাথমিক সূত্র

পাঠককে সর্বপ্রথম মূল কুরআনের সাথে পরিচিত হতে হবে। কুরআনের প্রতি তার ঈমান আছে কি নেই সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু এই কিতাবকে সঠিকরূপে বুঝার জন্য তাকে প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে সে মূলকেই গ্রহণ করতে হবে, যা স্বয়ং উক্ত কিতাব এবং তার উপস্থাপক হযরত মুহাম্মদ সা. উল্লেখ করেছেন এবং তা নিম্নরূপ:

১. সমগ্র বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা, মালিক, একচ্ছত্র অধিপতি ও পরিচালক আল্লাহ্ তাআলা, তাঁর বিশাল ও অসীম সৃষ্টির অংশ হিসেবে এই পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে জ্ঞান লাভ করার চিন্তা করার এবং উপলব্ধি করার ক্ষমতা ও প্রতিভা দান করেছেন। ভালো-মন্দের পার্থক্য জ্ঞান দিয়েছেন, নির্বাচন করা, স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার দান করেছেন, এক কথায় মানুষকে এক প্রকার স্বাধীনতা (Autonomy) দিয়ে এই পৃথিবীতে তাকে নিজের খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।

২. মানুষকে এই পদে নিযুক্ত করার সময় মহান আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় এ কথাই তার মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এবং সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির মালিক, মাবুদ এই আইন-বিধানদাতা প্রভু আমিই। আমার এই রাজ্যে না তোমরা স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হতে পার, না অপর কেউ তোমাদের আরাধনা উপাসানা ও দাসত্ব-আনুগত্য লাভের অধিকারী হতে পারে। তোমাদের এই পার্থিব জীবন-সীমাবদ্ধ। স্বাধীন ইখতিয়ার সংবলিত জীবন-মূলত তোমাদের পরীক্ষার সময় মাত্র। এই জীবনান্তে তোমাদেরকে আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অত:পর আমি তোমাদের পার্থিব জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম যাচাই ও হিসেব করে দেখব এবং তোমাদের মধ্যে কে সাফল্য লাভ করলো আর কে ব্যর্থ হলো তার চূড়ান্ত ফয়সালা শুনিয়া দেব। তোমাদের জন্য নির্ভুল ও সঠিক কর্মনীতি এই-ই হতে পারে যে, তোমরা সকলে আমাকেই নিজেদের একমাত্র মাবুদ ও বিধানদাতা প্রভু বলে স্বীকার করবে, আমার প্রেরিত বিধান অনুযায়ী দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পন্ন করবে এবং পৃথিবীকে পরীক্ষাকেন্দ্র মেনে এবং আমার চূড়ান্ত ফয়সালায় সাফল্য লাভই তোমাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই চেতনা মনে রেখে জীবন যাপন করতে হবে। এতদ্ভিন্ন অপর সকল প্রকার আচরণই তোমাদের পক্ষে ভুল ও মারাত্মক হবে। প্রথম পন্থা অবলম্বনে তোমাদের স্বাধীনতা রয়েছে পার্থিব জীবনেও তোমরা পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে এবং আমার নিকট ফিরে আসার পর 'জান্নাত' নামক চিরন্তন সুখ ও

www.pathagar.com

আনন্দময় স্থানে তোমাদের স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দান করব। আর অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করলে, যা করারও তোমাদের স্বাধীনতা রয়েছে, পৃথিবীতেও বিপর্যয় ও অশান্তি ভোগ করতে হবে এবং পার্থিব জীবন শেষে পরকালীন জীবনে 'জাহান্নাম' নামক চিরন্তন দু:খ ও বিপদের কঠিন এবং গভীর গহ্বরে তোমাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

৩. এ কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে এ পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য স্থান দিয়েছেন। প্রথম মানব আদম ও হাওয়াকে পৃথিবীতে জীবন যাপন করার নিয়ম কানুন জানিয়ে দেন। বস্তুত এই প্রথম মানবের জন্ম মূর্খতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে হয়নি। তাদেরকে জীবন যাপনের আইন-বিধান বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্র আনুগত্য করাই অর্থাৎ ইসলামই ছিলো তাদের জীবন ব্যবস্থার মূল কথা। এজন্য তারা তাদের সন্তানদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্য বা 'মুসলিম' হয়ে থাকবার কথা শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীসমূহে ধীরে ধীরে মানুষ উক্ত খাঁটি ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা (দীন) হতে বিমুখ হয়ে বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত নীতি ও পন্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর অসংখ্য মানবীয় ও অমানবীয় কাল্পনিক ও জড় পদার্থকে আল্লাহ্র অংশীদার বলে ধারণা করতে শুরু করে। আল্লাহ্র দেওয়া প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানের সাথে তারা নানা প্রকার কুসংস্কার, ভুল মতবাদ ও ভ্রান্ত দর্শনের সংমিশ্রণ করে অসংখ্য ধর্মমতের সৃষ্টি করেছে। তার ফলে সমগ্র পৃথিবী অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পড়েছে।

৪. মানব সৃষ্টির প্রথম হতে আল্লাহ্ মানুষের স্বাধীনতাকে বজায় রেখে কাজের জন্য প্রদত্ত অবকাশের সময় তাকে জীবন ব্যবস্থা ও কর্মনীতি দিয়ে পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য তিনি মানুষেরই মধ্য থেকে তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী ও তার সন্তোষকামীদেরকে (নবি ও রসূল) এই কাজে নিযুক্ত করেছেন। এঁরা তাঁর প্রতিনিধি। আল্লাহ্ তাদের নিকট নিজের বাণী প্রেরণ করেছেন। তাঁদের প্রকৃত জ্ঞান দান করেছেন। নির্ভুল ও সঠিক জীবন ব্যবস্থা দিয়ে মানুষকে তদনুযায়ী জীবন গঠন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য তাদের নিযুক্ত করেছেন।

৫. এই পয়গাম্বরগণ বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আবির্ভূত হতে থাকেন। হাজার হাজার বছর ধরে তাদের আগমন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। তাদের সংখ্যা লক্ষাধিক পর্যন্ত পৌঁছল। বস্তুত এরা সকলেই একই দীন অর্থাৎ ইসলাম নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। সে দীন ছিলো এমন একটি নীতি নিয়ম ও বিধান, যা সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সামনে পেশ করেছিলেন। তাঁদের

www.pathagar.com

সকলেরই 'মিশন' ছিলো এক ও অভিন্ন। বিশ্বমানবকে আল্লাহ্‌র দীন ও বিধানের দিকে আহ্বান করাই ছিলো তাঁদের কাজ। তারপর যারা তা গ্রহণ করত তাদেরকে সুসংবাদ ও সুসংগঠিত করে উম্মাতরূপে গড়ে তোলাই ছিলো তাদের কাজ। এই পয়গাম্বরগণ নিজেদের জীবনে সুষ্ঠুরূপেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। কিন্তু সব সময়ই মানুষের একটি বিরাট অংশ তাদের বাণী ও পয়গাম গ্রহণ করতে আদৌ প্রস্তুত হয়নি। আর যারা তা গ্রহণ করে একটি স্বতন্ত্র জাতির মর্যাদা পেয়েছে, তারাও ধীরে ধীরে ভুল পথে যেতে লাগল। আর কতগুলো উম্মত আল্লাহ্‌র বাণীর সাথে নিজেদের মনগড়া ও কল্পনা প্রসূত কথা মিশিয়ে এটিকে বিকৃত করে ফেলল।

৬. সর্বশেষে আল্লাহ্ তায়ালা আরব ভূ-খণ্ডে নবিদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সহকারে হযরত মুহাম্মদ সা. কে প্রেরণ করলেন। এই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য ইতোপূর্বে অন্য নবিগণকে প্রেরণ করা হয়েছিলো। হযরত মুহাম্মদ সা. এসে সাধারণ মানুষকেও যেমন ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তেমনি পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট উম্মাতদেরকেও সঠিক পথে আনার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। মোটকথা সকল মানুষকে সঠিক জীবন যাপন পদ্ধতির দিকে আহ্বান করা সকলের নিকট নতুনভাবে আল্লাহ্‌র বিধান উপস্থাপিত করা এবং তা যারা গ্রহণ করে তাদেরকে একটি আদর্শবাদী উম্মাতে পরিণত করাই তাঁর কাজ ছিলো। এই উম্মাতকে তিনি এমনভাবে গঠন করেছিলেন যে, একদিকে তারা নিজেরাই নিজেদের পরিপূর্ণ জীবনকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে গঠন করবে এবং অপর দিকে এর ভিত্তিতে সমগ্র দুনিয়াকে সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্য সাধনা করবে। বলা বাহুল্য, কুরআন মজিদই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সেই বিধান, যা সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ সা. -এর উপর নাযিল হয়েছিলো।

আমাদের সকলকে এই সূত্র ৬টি ভাল করে বুঝতে হবে এবং পড়তে হবে। আর এই সূত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের জীবনে ইসলামের জ্ঞান লাভ করা কতখানি গুরুতপূর্ণ। আর এ জন্যই পবিত্র কুরআনের তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' ইসলামি জ্ঞান বিতরণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ।

পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের নিয়ম

পবিত্র কুরআন এর জ্ঞান আহরণ করতে হলে কুরআনের তাফসির 'তাফহীমুল কুরআনের' ভূমিকা যথেষ্ট। যারা পবিত্র কুরআন বুঝতে চায় তাদেরকে সর্বপ্রথম একেবারে উন্মুক্ত ও অনাবিল মন ও মস্তিষ্ক নিয়ে বসতে হবে। পূর্ব হতে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার ধারণা, কল্পনা ও বিশ্বাস এবং অনুকূল কিংবা প্রতিকূল সকল লক্ষ্য হতে মন ও মগজকে যথাসম্ভব মুক্ত করে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

www.pathagar.com

এভাবে কুরআন মজিদ বুঝা ও অনুধাবন করার একনিষ্ঠ উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআন পড়া শুরু করতে হবে।

উপসংহার

সবশেষে বলা যায় যে, আমাদের জন্য অর্থাৎ আমরা যারা মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই লাভ করতে পারিনি। কারণ আমরা না জানি আরবি ভাষা বলতে, না জানি এর অর্থ বুঝতে। কিন্তু আমাদের মনে একটি আকাঙ্ক্ষা আছে যে, আমরা মহান আল্লাহর পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করে সে অনুযায়ী যে কয়দিন এ জগতে থাকব সে কয়দিন সঠিক পথে জীবন কাটাতে চাই। আর সে জন্যই আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআনের তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' পাঠ করতে হবে। কারণ কুরআনের জ্ঞান বিতরণে এর ভূমিকা অপরিসীম।

www.pathagar.com

মোঃ আখতার ফারুক

এ সময় মোঃ আখ্তার ফারুক, পিতা- মোঃ আবদুস সামাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় -এর লোক প্রশাসন বিভাগে বি এস এস (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তার রোল নম্বর ছিলোঃ ১০৪, তিনি ঢাঃ বিঃ এর স্যার এ এফ রহমান হলের ৪০১ নম্বর কক্ষে থাকতেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন ।

মুখবন্ধ

বিংশ শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও ইসলামি আন্দোলনের বিপ্লবী সিপাহসালার মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. রচিত 'তাফহীমুল কুরআন' একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। যে তাফসিরটি প্রণয়নের জন্য তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ মূল্যবান সময় ব্যয় করে গেছেন। তাঁর এ গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিলো সকল সাধারণ মুসলিমের মধ্যে পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছে দেয়া। যেমন তিনি নিজেই বলেন-

"আমি আমার দিন-রাতের সময় তিন অংশে ভাগ করে রেখেছি, এক অংশ দেশ ও সংগঠনের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের জন্য, এক অংশ বর্তমান বংশধরদের জন্য এবং এক অংশ ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য। আর আমার 'তাফহীমুল কুরআন' লেখার কাজ আমার উপরে ভবিষ্যত বংশধরদের হক বলে মনে করি। এ হক আমি বর্তমান বংশধরদের খাতিরে নষ্ট করতে পারি না।"

তিনি তাঁর সমগ্র জীবন কঠোর শ্রম, জ্ঞান সাধনা ও গবেষণার ফসল হিসেবে 'তাফহীমুল কুরআন' শীর্ষক তাফসির উপহার দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে সকল ইসলামি দিকনির্দেশনা অতি চমৎকারভাবে দিয়ে গেছেন, যা ইসলাম ও কুরআনের শিক্ষাকে জীবন্তাকারে সরবরাহ করে সহজেই পাঠকের হৃদয় দৃষ্টি উন্মোচিত করেছে। আর এ তাফসির অধ্যয়নে পাঠক খুঁজে পেয়েছে প্রকৃত ইসলামের প্রেরণা ও স্বাদ।

'তাফহীমুল কুরআন' ও কিছু কথা

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ১৩৬১ হিজরি মহররম মাসে (ফেব্রুয়ারি,১৯৪২) তাঁর এ বিখ্যাত তাফসিরটি লেখার কাজ শুরু করেন। এ তাফসির লেখা প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

"কুরআন মজিদের অনুবাদ ও তাফসির বিষয়ে আমাদের ভাষায় এতো বেশি গ্রন্থ রচনার কাজ হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি নিছক বরকত ও আশীর্বাদ লাভের

www.pathagar.com

জন্য আর একটি অনুবাদ অথবা তাফসির লিখে প্রকাশ করলে সময় ও শ্রমের সদ্ব্যবহার হবে বলে মনে হয় না। আমি বহু দিন থেকে অনুভব করছিলাম যে, কুরআনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও তার সত্যিকার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাদের সুধী মহলে যে ক্রমবর্ধমান পিপাসা পরিলক্ষিত হচ্ছে, অনুবাদক ও তাফসিরকারগণের প্রশংসনীয় উদ্যোগ সত্ত্বেও তা নিবারণ করা মোটেও সম্ভবপর হয়নি। আমি মনে করলাম যে, এ পিপাসা মেটানোর জন্য আমিও কোনো না কোনো চেষ্টা করে দেখি না কেন?"

এ চিন্তার ফলে তিনি তাফসির রচনায় হাত দেন। ৫ বছরের কিছু অধিক কাল তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে কুরআন মজীদের প্রথম হতে সূরা ইউসুফ পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত করেন। অত:পর তাঁর জীবনে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি উপস্থিত হলো ফলে তিনি এখানেই কাজ সমাপ্ত রাখেন এবং পূর্বের কাজগুলিও পাণ্ডুলিপি আকারে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে। কিন্তু সৌভাগ্য হোক আর দুর্ভাগ্য, তিনি ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে জননিরাপত্তা আইনে আটক হন এবং কারাগারে বন্দী অবস্থায় তিনি বাকি কাজ সমাপ্ত করেন।

এ বিখ্যাত গ্রন্থটি লিখে তিনি বলেন-

"উলামা ও কুরআন গবেষকদের প্রয়োজন পূর্ণ করা এ তাফসিরটির উদ্দেশ্য নয়। অথবা আরবি ভাষা ও দীনি তা'লিমের পাঠ শেষ করার পর যারা কুরআন মজিদের গভীর অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন করতে চান তাদের জন্যও এটি লেখা হয়নি। এ তাফসিরটির মাধ্যমে আমি যাদের খিদমত করতে চাই তারা হলেন মাঝারি পর্যায়ের শিক্ষিত লোক। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে যাদের তেমন কোনো দখল নেই।"

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অধিকাংশ মানুষই মধ্যম পর্যায়ের, আরবি ভাষায় অধিক পণ্ডিত ব্যক্তি খুবই কম। তাই সংখ্যাগুরু সাধারণ পাঠক যাতে এ গ্রন্থ পড়ে কুরআনের মূল বক্তব্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে সে উপযোগী করে তিনি এ তাফসিরটি প্রণয়ন করেন।

তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্যাবলী

১. পবিত্র কুরআন অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি অনুবাদের চিরাচরিত পন্থা পরিহার করে আরবি পরিভাষাগুলোকে সহজ-সাবলীল ও প্রাঞ্জল উর্দু ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। এ তাঁর এক অনন্য সাধারণ ও সুনিপুণ রচনা শিল্প।

২. তিনি শাব্দিক অনুবাদ পরিহার করে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

www.pathagar.com

৩. তাঁর এ রচনার মূল উদ্দেশ্য কুরআনের মূলভাব ও অর্থ পাঠককে বুঝানো এবং কুরআনের মূল শিক্ষা সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।

৪. সাধারণ পাঠকের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন উদয় হতে পারে তার জবাব তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

৫. কুরআন মজিদকে ইক্বামাতে দীনের 'গাইড বুক' রূপে সহজবোধ্য পদ্ধতিতে তিনি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

এ তাফসিরটি তথ্যবহুল ও প্রামাণ্য দলিল সমৃদ্ধ।

৬. মওদূদী রহ. কালামে এলাহির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ গ্রন্থে কোনো মনগড়া কথা বলেননি বরং অতীতের মুসলিম মনীষী, সালফে সালেহীনদের অভিমত অনুযায়ী তাফসির করেছেন।

৭. তাফসির প্রণয়ন করতে গিয়ে ফিক্‌হ সম্পর্কিত প্রশ্নে তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের চার ইমাম হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলির মূল গ্রন্থাবলীর সাহায্য নিয়েছেন।

৮. আধুনিক মানুষের মনে তাফসির অধ্যয়ন কালে কিছু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এজন্য আধুনিক মন-মানসিকতার সাথে তাল মিলিয়ে তিনি এর টীকায় বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। আরবি অভিধান, ব্যাকরণ, তর্ক শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের কোনো প্রকার অবতারণা না করে সরল-সহজ ভাষায় আধুনিক যুগের সমস্যাবলীর সমাধান পেশ করেছেন।

৯. এতে প্রত্যেকটি সূরার প্রথমে তার পরিচিতি, ভূমিকা, পটভূমিকা, শানে নূযুল ও যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সূরাটির অবতারণা, তার পূর্ণ বিবরণ প্রথমেই উল্লেখ করেছেন।

১০. এ তাফসিরটির মাধ্যমে তিনি সিরাতে রসূল সা. কে ফুটিয়ে তুলেছেন। নবি সা. -এর সত্যিকার পরিচয় দান করে তাঁর প্রতি পাঠকের অগাধ প্রেম ও ভালবাসার সঞ্চার করেছেন।

১১. মূলত 'তাফহীমুল কুরআন' হলো আল্লামা মওদূদীর বিপ্লবী সাহিত্যগুলির মধ্যে অন্যতম।

আল-কুরআনের জ্ঞান বিতরণে 'তাফহীমুল কুরআন'

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর এ মানুষকে তাঁর প্রদর্শিত পথে চলার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রসূল ও কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ সা. -এর আবির্ভাব তারই ধারাবাহিকতায়। আর মুহাম্মদ সা. কে নির্দেশনা দেয়ার জন্য দীর্ঘ তেইশ বছরে এ মহাগ্রন্থ আল-

www.pathagar.com

কুরআন নাযিল করেন। যেহেতু নবি পাক সা. -এর আগমন গোটা বিশ্ববাসীকে সত্য-সঠিক পথে পরিচালনার জন্য, আর তারই নির্দেশনামূলক গাইড বুক হলো আল-কুরআন, তাই এর বিষয়বস্তুও মানুষ, এটাও স্বাভাবিক। প্রকৃত ও জাজ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ কিসে একথাই আল-কুরআনের মূল বিষয়বস্তু। মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে দেয়ার কাঙ্ক্ষিত বাসনা নিয়েই পবিত্র কুরআন বিশ্ববাসীর সামনে এক অতীব চমৎকার পথনির্দেশিকা দাঁড় করিয়েছে।

পবিত্র কুরআন কি? এবং কেন এর আবির্ভাব? এটা জানতে বুঝতে পারলেই কুরআন অধ্যয়ন স্বার্থক হবে। কেউ যদি অন্য সকল গ্রন্থের মতো কুরআনকে একই দৃষ্টিকোণ হতে বিচার বিশ্লেষণ করে তবে তার পক্ষে কুরআন বুঝা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। কারণ পৃথিবীর সকল পুস্তক একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত, সেসব বইতে আছে একটা ভূমিকা যার মাধ্যমে পুরো বিষয়টা সম্পর্কে একটা ধারণা পাঠকের সম্মুখে চলে আসে। যেমন- Aristotle লিখে গেছেন Republic নামক বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে তিনি রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সে আঙ্গিকে এর একটা ভূমিকা দিয়েছেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন কোনো এক বিশেষ উদ্দেশ্যে বা বিশেষ শ্রেণীর জন্য রচিত হয়নি, বরং এটা গোটা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য অবতীর্ণ। মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত এমন কোনো দিক বা বিভাগ নেই, যা কুরআনে আলোচিত হয়নি।

এ মহাগ্রন্থ বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, গবেষক, সমাজ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, মানবতাবাদী তথা সকল শ্রেণীর মানুষকে নির্দেশনা দিয়ে সঠিক পথে চলার গাইড লাইন দিয়েছে। তদুপরি এ এমন একটা গ্রন্থ, যা কখনো পুরাতন হয় না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। পৃথিবীর অন্যান্য গ্রন্থ বার বার পড়ার পর তার প্রতি অনীহা চলে আসে কিন্তু আজও পর্যন্ত এমন কোনো কথা শোনা যায়নি যে, এ ১৫০০ বছর পূর্বের কুরআন পড়তে ভাল লাগে না। বরং মানুষ ও পৃথিবী যতো এগিয়ে যাচ্ছে ততোই কুরআন নতুন নতুন জ্ঞান বিতরণ করে চলেছে। তাইতো আল্লাহ্ পাক তাঁর এ মহাগ্রন্থে ইরশাদ করেছেন-

قل لوكان البحر مدادا لكامت ربى لنفد البحرقبل ان تنفد كامت ربى ولوجئنا بمثله مددا-

"পৃথিবীর সমস্ত নদ-নদী ও সাগরের পানি যদি কালি হয়ে যায় এমনকি তৎপরিমাণ পানিও যদি এর সাথে যোগ হয় তবুও আল্লাহ্র কালামের মাহাত্ম্য লিখে শেষ করা যাবে না।" সুতরাং যতোই দিন অতিবাহিত হবে এবং প্রযুক্তি

www.pathagar.com

যতই এগিয়ে যাবে আল-কুরআন ততোই অভিনব তথ্য প্রদান করবে। -সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ১০

আবার কুরআন এমনই একটা বিশাল গ্রন্থ, যা বিস্তৃত-বৃহৎ পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হলেও তা বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। যেমন আল্লাহর বাণী-

لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون-

শুধু মানুষ এ মহান কিতাব গ্রহণ করতে রাজি হলো। আল্লাহ্ পাক মানুষকে বিবেক বুদ্ধিদান করেছেন এবং তাকে তার জীবন পথ বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিয়েছেন। সাথে সাথে মানুষকে বলে দিয়েছেন কোন্ পথে চললে মঞ্জিলে মকসুদে পৌছানো যাবে এবং পৃথিবীতে সুখ-শান্তি আসবে।-সূরা আল হাশর : ২১

রসূল পাক সা. বলেছেন- "হে মুসলমান সমাজ! তোমরা যদি আল-কুরআন ও আমার হাদিসকে আঁকড়ে ধরে থাক তবে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।"

তাহলে বুঝা যাচ্ছে জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হলে কুরআনকে বুঝতে হবে এবং সে অনুপাতে জীবন পরিচালিত করতে হবে। আর এজন্য জ্ঞান অর্জন সকল নারী পুরুষের উপর ফরজ করে দেয়া হয়েছে।

عن انس رض قال قال رسول الله ص طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة- (ابن ماجه)

এখানেই শেষ নয়, রসূলে পাক সা. ঘোষণা করেছেন, এক ঘণ্টা জ্ঞান চর্চা করা সারারাত জেগে নফল ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।

আর কুরআন সর্বসাধারণের বুঝার উপযোগী করার জন্য ও কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. 'তাফহীমুল কুরআন' শীর্ষক তাফসির প্রণয়ন করেছেন। তিনি সকল মুসলমানকে প্রকৃত কুরআনের শিক্ষা দেয়ার জন্য খুব চমৎকারভাবে তাফসির খানা উপস্থাপন করেছেন।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত তৎকালীন আরব জাতিকে গোত্রতান্ত্রিক মনোভাব থেকে মুক্তি দিয়ে একই প্লাট ফর্মে দাঁড় করিয়ে সকলকে পরস্পরের ভাই বানানোর জন্য রসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ সা. কে পৃথিবীতে পাঠালেন। একাজ করার জন্য নবি পাক সা. যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তখনই আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন দ্বারা তার সমাধান দেয়ার জন্য এক বা একাধিক আয়াত নাযিল করেন। সুতরাং কোনো আয়াতকে বুঝতে হলে ঐ আয়াত নাযিলের কারণ, পটভূমি, ঐ সময়ের

www.pathagar.com

সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অবস্থা তথা সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা বিস্তারিত ধারণা থাকতে হবে।

কুরআন বুঝতে হলে যা করতে হবে-

কুরআনকে বুঝতে হলে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ও অনাবিল মন-মগজ নিয়ে বসতে হবে।

পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সকল ধারণা, কল্পনা, বিশ্বাস কিংবা অনুকুল প্রতিকূল সকল ঝোঁক প্রবণতাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট ও রসূল সা. এর বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

কুরআন বুঝার পর জমিনে তা বাস্তবায়নের আন্দোলনে শরিক হতে হবে।

মহানবি সা. -এর ইসলামের দাওয়াত প্রচারের প্রথম দিকে যে সমস্ত আয়াতই নাযিল হয়েছে তাতে আখিরাত, ঈমান, তাওহিদ ও রিসালাতের কথাই বলা হয়েছে, যেহেতু সে সময়টাই ছিলো এমন সকল বিষয়ের উপযোগী। এরপর নবি সা. দীনের দাওয়াত দিতে থাকলেন, দীন প্রসার লাভ করতে লাগলো তখন আল্লাহ সংগঠন ও আনুগত্য সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ করলেন। সুতরাং সংগঠন কোনো ব্যক্তির ধারণা নয়, বরং এটা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত একটা বিশেষ ধারণা। এর পর ইসলামি সংগঠন বিস্তার লাভ করতে লাগলো তখন সকলের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া হলো আর মূলত এ সময় হতেই শুরু হলো মহানবি সা. মুসলমানদের উপর নির্যাতন। আল্লাহ পাক তাদের রক্ষা করলেন এবং মহানবি সা. হিজরতের নির্দেশ পেয়ে গেলেন।

মদিনায় এসে মহানবির সংগঠন বিশাল-বিস্তৃতি লাভ করল, তখন আল্লাহ্ পাক সমাজনীতি, রাজনীতি, পররাষ্ট্র নীতি, যুদ্ধনীতি, সন্ধিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে আয়াত নাযিল করতে থাকেন। ফলে মহানবি সা. শুধুই বিধর্মীদের সাথে নয় পূর্ববর্তী নবিদের যেসব উম্মত তাঁকে স্বীকার করেনি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাহলে বুঝা যাচ্ছে মহানবি সা. ও কুরআন এসেছিলো একই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। আর তা হলো ইসলামি রাজ কায়িম করা এবং রাষ্ট্রের সকল সদস্যকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী বানানো। সুতরাং মূল লক্ষ্য হলো দীনি রাজ কায়িম করা আর এ দীনি রাজ সঠিকভাবে চলতে ও চালাতে শাসককে ইসলামি দিকনির্দেশনা মোতাবেক শাসন কার্য পরিচালনা করতে হবে। আর ইসলামের সকল অনুসারীকে ইসলামের মৌলিক ইবাদত পালনের পাশাপাশি প্রত্যেকের নিজের জীবনকে ইসলামের আলোকে রঙিন করে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত মূল কথাগুলি মাওলানা মওদূদী রহ. হৃদয় দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর তাফসিরের মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃত ইসলাম জিনিসটা বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি মানুষকে শুধু একথাই বলতে চাননি যে, আল্লাহ্ কেবল ইবাদত বন্দেগি করার নির্দেশনা ও তিলাওয়াতের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন, বরং তিনি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে প্রত্যেক মানুষকে যথার্থ অর্থে মুসলমান বানানোর জন্য এবং গোটা বিশ্বকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য। তিনি যেমন একদিকে দেখিয়েছেন ইসলামি ঐতিহ্য রক্ষার জন্য ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, তেমনি পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে বুঝিয়েছেন দীন কায়েমের গুরুত্ব। অন্যান্য তাফসিরকারদের মতো তিনি শুধুই কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও নাযিলের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেই ক্ষ্যান্ত হননি, বরং তিনি পাশাপাশি তুলে ধরেছেন বর্তমান সময়ে ঐ অংশের প্রয়োগ কি, কেমন এবং তার ক্ষেত্রই বা কি?

তবে তাওহিদ, রিসালাত, আখেরাত, আল্লাহ্র গুণাবলী, আখিরাতের জবাবদিহিতা, ঈমান, তাকওয়া, সবর, তাওয়াক্কুল এবং এ ধরনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের আলোচনা সারা কুরআনে বার বার দেখা যায়। কারণ এই আন্দোলনের কোনো পর্যায়ে এই মৌলিক বিষয়গুলি হতে চোখ বন্ধ রাখাকে বরদাশত করা হয়নি। এই মৌলিক চিন্তা ও ধ্যানধারণাগুলি সামান্য দুর্বল হয়ে পড়লে ইসলামের এই আন্দোলন কখনো তার যথার্থ প্রাণশক্তি সহকারে গতিশীল হতে পারতনা।

তাফসির লেখার পূর্বে আল্লামা মওদূদী রহ. নিজেই অনুধাবন করেছিলেন তাফসির পাঠ ও তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পাঠকের কী কী সমস্যা হতে পারে প্রথমেই তিনি সেগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মাওলানা নিজেই বলেন,-"একজন সাধারণ পাঠক যেন এ কিতাবটি পড়ার পর কুরআনের মূল বক্তব্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারেন। কুরআন তার উপর যে প্রভাব বিস্তার করতে চায় এ কিতাবটি পড়ার পর তার উপর ঠিক তেমনি প্রভাব পড়ে। কুরআন পড়তে গিয়ে যেখানে তার মনে সন্দেহ-সংশয় জাগবে এবং প্রশ্ন ভেসে উঠবে, সেখানে এ কিতাবটি সাথে সাথেই তার জবাব দিয়ে যাবে এবং সকল প্রকার সন্দেহের কালিমা মুক্ত করে তার মনের আকাশকে স্বচ্ছ, সুন্দর ও নির্মল করে তুলবে। সংক্ষেপে এতটুকু বলতে পারি, এটা আমার একটা প্রচেষ্টা। এতে আমি কতটুকু সফল হয়েছি তা বিদগ্ধ পাঠকগণ বলতে পারবেন।"

www.pathagar.com

অনুবাদের ভাষা প্রসঙ্গে

মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী রহ. বুঝতে পেরেছিলেন, কুরআনের শাব্দিক অনুবাদ করলে পাঠক কুরআনের মূলতত্ত্ব অনুধাবন করতে পারবে না। তাই তিনি শাব্দিক অনুবাদ পদ্ধতি পরিহার করে স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাবপ্রকাশের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। শাব্দিক অনুবাদ করলে পাঠক শব্দের অর্থ ও ঐ আয়াতের মধ্যে কি বলা হয়েছে তা বুঝতে পারে, কিন্তু এ পদ্ধতির লাভজনক দিকের সাথে এর মধ্যস্থিত এমন কিছু প্রচ্ছন্ন অভাব রয়ে যায় যার ফলে একজন আরবি অনভিজ্ঞ পাঠক কুরআন মজিদ হতে ভালভাবে উপকৃত হতে পারে না। তাই মাওলানা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাঝে কুরআন তথা ইসলামের প্রকৃতরূপ তুলে ধরার জন্য শাব্দিক অনুবাদ পদ্ধতির পরিবর্তে কুরআনের ঐ আয়াত কি উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে এবং তার প্রকৃত শিক্ষাই বা কি, তা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন তার তাফসির গ্রন্থের মাধ্যমে।

আল্লামা মওদূদী রহ. কুরআন পাককে নিরস করে তোলেননি, বরং তার লেখনীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন যে গভীর সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ এবং তার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন নিগূঢ়ভাব লুক্কায়িত আছে তা তিনি পাঠককে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সত্যিই যদি কুরআনের সাহিত্যে অলঙ্কার ও গভীর ভাব লুক্কায়িত না থাকত তবে কুরআনের প্রভাবে আরবভাষীদের বক্র হৃদয় কোনো দিন উত্তপ্ত হতো না, কোনো দিন তাদের দিল নরম হতো না, আর বলে উঠত না-

ليس هذا من كلام البشر-

এতো কোনো মানুষের কথা নয়।

মাওলানা মওদূদী রহ. মূলত সে বিষয়টিই তার তাফসিরে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি কুরআনের আধুনিক ব্যাখ্যা দান করেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন এ কুরআন সেকেলে নয়, বরং আধুনিক যামানার মানুষের চিন্তা-চেতনার চেয়েও কুরআন Ultra Modern. কুরআন এর গবেষকদের প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শিখাচ্ছে, তাদের অন্তরে নতুন ভাব জাগ্রত করছে। অন্যদিকে মাওলানা তাফসির করার সময় কুরআনের বক্তৃতার ভাষাকে অতীব সতর্কতার সাথে প্রবন্ধের ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। কারণ এভাবে না করলে সমস্ত রচনাটিই অসংলগ্ন এবং বক্তব্যগুলি পারস্পরিক সম্পর্কহীন হয়ে পড়বে। তিনি কুরআনের মূল বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন যে, কুরআন রচনার আকারে নয় বরং তা ভাষণের আকারে প্রয়োজন মোতাবেক অবতীর্ণ হয়েছে, তাই তিনি সেই বক্তৃতার বিষয়গুলিকে চমৎকারভাবে রূপান্তরিত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, যাতে করে পাঠক প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে পারে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআন মজীদকে অন্যান্য আসমানি কিতাবের মতো পুস্তিকাকারে অবতীর্ণ করেননি, বরং ইসলামি দাওয়াতের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কিছু কিছু অংশ নবি সা. -এর উপর অবতীর্ণ করেন এবং তিনি তা ভাষণের আকারে সাহাবিদের শুনিয়ে দিতেন। এ বক্তৃতার ভাষাকে প্রবন্ধাকারে লিখলে পড়ার সময় তার মধ্যে বেশ সম্পর্কহীনতা অনুভূত হয়। কারণ বক্তৃতা পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে দেয়া হয়, আর যেহেতু কুরআন আল্লাহ্র বাণী, তাই এর মধ্যে বাড়ানো-কমানোর চিন্তা করাই হারাম। আর যেহেতু কুরআন বক্তৃতার আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এজন্য কুরআনের কোনো আয়াত বা অংশ অনুধাবন করতে হলে পাঠকের ঐ বক্তব্যের সময় পরিবেশ-পরিস্থিতি কেমন ছিলো তা জানা তাঁর জন্য অপরিহার্য।

মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর তাফসিরে প্রত্যেক আয়াত অনুধাবনের জন্য বক্তৃতার ভাষাকে পূর্ণ সতর্কতার সাথে প্রবন্ধের ভাষায় রূপান্তরিত করে অতি সহজভাবে সেটা পাঠকের বুঝবার উপযোগী করেছেন। কুরআন মজিদের সূরাগুলো আসলে এক একটি করে বহু ভাষণের সমষ্টি। প্রত্যেকটি ভাষণ ইসলামি দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রদান করা হয়েছে, যে পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে অনুরূপ ভাষণের প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছিলো। আর কুরআনের আয়াত নাযিলের এই প্রেক্ষাপট ও উপলক্ষ্যের সাথে সূরাগুলো এতো গভীর সম্পর্কযুক্ত যে, সেগুলোকে বাদ দিয়ে নিছক শাব্দিক অনুবাদ করা হলে পাঠক সামান্যতমও হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না; বরং অনেক কথার অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত বুঝে বসবে। তাই এ সমস্যা এড়িয়ে পাঠককে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা দানের জন্য মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর তাফসিরে কোনো আয়াতের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি সে আয়াতের প্রেক্ষাপট, নাযিলের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন, যাতে করে মহানবি সা. এর সময় কুরআনের আয়াত শোনার পর সাহাবিদের মধ্যে যে অনুভূতি জেগেছিলো, সকল অবস্থা দৃষ্টে যেন তেমনই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে পাঠক।

পবিত্র কুরআন সহজ-সরল আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে ঠিকই; কিন্তু সেখানে কিছু পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রচলিত শব্দকে তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহার না করে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর তাফসির করার সময় ঐ সকল শব্দগুলোর মূল ভাবধারা ফুটিয়ে তোলা হলে পাঠকরা বিভিন্ন সংকট ও ভুল ধারণায় পতিত হয়। তাই মাওলানা মওদূদী রহ. এ সমস্যা থেকে পাঠককে মুক্ত রাখার জন্য কুরআনের প্রকৃত ভাবার্থ ও মুক্ত-স্বচ্ছন্দ অনুবাদের পদক্ষেপ নিয়েছেন।

www.pathagar.com

শাব্দিক অনুবাদের ত্রুটি

মাওলানার ভাষায়– "শাব্দিক অনুবাদের পদ্ধতিতে এ ত্রুটি ও অভাব দূর করার জন্য আমি মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাবার্থ প্রকাশের পথ বেছে নিয়েছি। কুরআনের শব্দাবলীকে ভাষান্তরিত করার পরিবর্তে কুরআনের একটি বাক্য পড়ার পর তার যে অর্থ আমার মধ্যে বাসা বেঁধেছে এবং মনের উপর তার যে প্রভাব পড়েছে, তাকে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। লেখ্য ভাষায় স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাষণের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরেছি। আল্লাহ্‌র কালামের অর্থ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দ্ব্যর্থহীনভাবে সুস্পষ্ট করার সাথে সাথে তার রাজকীয় মর্যাদা ও গাম্ভীর্য এবং ভাব প্রকাশের প্রচণ্ড শক্তিকে যথাসম্ভব উপস্থাপন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এ ধরনের মুক্ত স্বচ্ছন্দ অনুবাদের জন্য শব্দের শৃঙ্খলে বন্দি না থেকে মূল অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশের দু:সাহসিক প্রচেষ্টা চালানোই ছিলো অপরিহার্য। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌র কালামের ব্যাপার, সেজন্য আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এ পথে পা বাড়িয়েছি। আমার পক্ষ থেকে যতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভবছিলো তা করেছি। কুরআন তার বক্তব্যকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যতটুকু স্বাধীনতা দেয় তার সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করিনি।"

কুরআনকে পুরোপুরি অনুধাবনের জন্য প্রত্যেকটি বাণীর পটভূমিকা পাঠকের সামনে থাকা প্রয়োজন। আর যেহেতু মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাবার্থ প্রকাশের মাধ্যমে তা সম্ভবপর নয়, তাই মওদূদী রহ. প্রত্যেকটি সূরার প্রথমে একটি ভূমিকা দাঁড় করিয়েছেন। এর মধ্যে তিনি বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন যেমন-ঐ সূরাটি কোন সময় নাযিল হয়েছিলো? তখন কি অবস্থা বিরাজ করছিলো? ইসলামি আন্দোলন তখন কি অবস্থায় ছিলো? তার প্রয়োজন বা চাহিদা কি ছিলো? সে সময় কোন্ কোন্ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো ? এতদসঙ্গে প্রত্যেকটি আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট টীকা তিনি সংযোজন করেছেন। টীকা সংযোজন করার ক্ষেত্রে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। যেখানেই তিনি অনুভব করেছেন সাধারণ পাঠক এখানে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চায় বা তাদের মনে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে, সেখানেই তিনি টীকা উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তা সমাধা করেছেন। আবার যখনই তিনি অনুভব করেছেন পাঠক এখানে কুরআনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন না করে সামনে এগিয়ে যাবে, ফলে কুরআনের মর্মার্থ তার নিকট অস্পষ্ট থেকে যাবে, সেখানেই তিনি টীকা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন।

www.pathagar.com

এ গ্রন্থটিকে প্রমাণ্য ও তথ্যবহুল করার জন্য তিনি তাঁর সমগ্র শক্তি ব্যয় করেছেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট স্থান ভ্রমণ করে নিজ চোখে দেখে তা বর্ণনা করেছেন। আবার কোথাও কোনো স্থানের বা বিষয়ের অবস্থান দেখানোর জন্য সংশ্লিষ্ট স্থান বা বিষয়ের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। মাওলানা মওদূদী রহ. এ তাফসির প্রণয়নে সর্বদা খেয়াল রেখেছিলেন যেন এ গ্রন্থ সকল শ্রেণীর পাঠককে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা সরবরাহ করতে পারে সেজন্য তিনি এখানে তাঁর মনগড়া কোনো কথা সংযোজন করেননি, বরং প্রত্যেকটি বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করার জন্য অতীত মুসলিম মনীষী, সালফে সালেহিনদের অভিমতও উল্লেখ করেছেন। তেমনিভাবে কুরআনের ব্যাখ্যায় যেখানে ফিকহ্ সংক্রান্ত বিষয় চলে এসেছে সেখানেই তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রের ইমাম চতুষ্টয়ের (হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি) মূল গ্রন্থাবলী বিশ্লেষণ করে সে মোতাবেক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

পবিত্র কুরআন রসূল সা. -এর জীবনের বিভিন্ন সময়ে তাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নাযিল হয়েছিলো, কিন্তু অনেক তাফসিরকার সে বিষয়টি ভুলে গিয়ে শুধু আয়াতের অনুবাদ ও মূল কথা বর্ণনা করতে থাকেন, কিন্তু মাওলানা মওদূদী অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে রসূল সা. -এর জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কুরআনের তাফসির করেছেন, যাতে করে এর মাধ্যমে সিরাতে রসূল সা. -এর উপর প্রশংসনীয় কাজ করেছেন, এবং এর মাধ্যমে সমগ্র পাঠককে নবি মুহাম্মদ সা. ও কুরআনের সত্যিকার পরিচয় দিয়ে মুহাম্মদ সা. ও কুরআনের প্রতি পাঠকের অগাধ প্রেম ও ভালবাসার সঞ্চার করেছেন।

সবশেষে যে বিষয়টি উল্লেখ না করে পারছি না, তা হলো মাওলানা মওদূদী রহ. নিজেই এমন পদ্ধতি বলে দিয়েছেন, যে পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করলে তাঁর তাফসির পূর্ণাঙ্গরূপে অনুধাবন করা যাবে। তা নিম্নরূপ-

"যারা এ কিতাবটি থেকে ফায়দা হাসিল করতে চান তাদেরকে আমি কয়েকটি পরামর্শ দেব। প্রথমে সূরার শুরুতে সংযোজিত ভূমিকা তথা প্রসঙ্গ ও পূর্ব আলোচনাটি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে নিন। যতোক্ষণ ঐ সূরাটি অধ্যয়ন করতে থাকেন ততোক্ষণ মাঝে মাঝে ঐ ভূমিকাটি দেখতে থাকবেন। তারপর প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কুরআন মজিদের যতোটুকু পড়েন তার প্রতিটি আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ প্রথমে পড়ে নিন। এ উদ্দেশ্যে মাতৃভাষায় বা অন্য যে কোন ভাষায় আপনার পছন্দসই যে কোনো অনুবাদের সাহায্য নিন। এটুকু হয়ে যাবার পর তাফহীমুল কুরআনের স্বচ্ছন্দ অনুবাদটি ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যতোদূর প্রয়োজন একটি ধারাবাহিক রচনার মতো পড়ে নিন। এভাবে

www.pathagar.com

কুরআনের ঐ অংশের বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য একই সময় আপনার মনে ভেসে উঠবে। এরপর প্রত্যেকটি আয়াতকে বিস্তারিতভাবে বুঝার জন্য টীকা ও ব্যাখ্যা পড়তে থাকুন। এভাবে পড়তে থাকলে আমি মনে করি একজন সাধারণ পাঠক কুরআন মজিদ সম্পর্কে একজন আলেমের সমপর্যায়ে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম না হলেও একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে ইনশা আল্লাহ যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।"

মূলত মাওলানা তাঁর তাফসিরে পাঠককে মূল লক্ষ্য ধরে নিয়ে তাদেরকে কোন্‌ভাবে কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান ও নবি সা. -এর শিক্ষা কার্যকর রূপে দিতে পারবে তারই প্রশংসামূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন।

তাফহীমুল কুরআনের আলোকে মওদূদী রহ. এর অবদান :

পবিত্র কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে মাওলানা তাঁর তাফসিরের মাধ্যমে যে অবদান রেখেছেন নিম্নে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

১. একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিবেশন করা।

২. ইক্বামাতে দীনের দায়িত্ব যে মুসলিম জীবনের প্রধান ফরজ, একথা বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে প্রমাণ করা।

৩. ইক্বামাতে দীনের গাইডবুক হিসাবে কুরআন মজিদের সহজবোধ্য পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা।

৪. ইক্বামাতে দীনের আন্দোলনের নমুনা পেশ করা।

৫. ইসলামি আন্দোলনের উপযোগী নিখুঁত সংগঠন গড়ে তোলা।

৬. ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান করা।

৭. ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা প্রসূত চিন্তাধারা পরিবেশন করা।

৮. জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তি থেকে উম্মতে মুসলিমাকে মুক্তির সন্ধান দান করা।

৯. পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব থেকে মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে উদ্ধার করা।

১০. ইসলামের প্রতিরক্ষার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা।

এছাড়া তিনি তাঁর তাফসিরের মাধ্যমে দেখিয়েছেন-

১. নবি সা. একজন শুধুই ধর্মীয় নেতা ছিলেন না, বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির আদর্শ নেতা হয়ে থাকবেন।

২. সত্যিকার মুসলিমের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে ধারণা দান।

৩. ইসলামি তাসাউফের বিশুদ্ধ পরিচয় পেশ করা।

৪. ইসলাম, পর্দা, নারীর মর্যাদা বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

উপসংহার

আল্লামা মওদূদী রহ. -এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এ তাফসির সকল পাঠক হৃদয় আকৃষ্ট করেছে। সকল পাঠক হতবাক হয়ে গেছে যে এতো সহজ করে কুরআনের মূল শিক্ষা কীভাবে সরবরাহ করা সম্ভব! মূলত মাওলানার মূল টার্গেট ছিলো এটিই। তিনি অতি সহজ পদ্ধতিতে সকল পাঠককে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা দানের জন্য নিজে অবর্ণনীয় পরিশ্রম করেছেন, এমনকি জেলখানার বদ্ধ পরিবেশে বসে তিনি এ তাফসিরের কাজ করেন। কারণ সহজ করে কোনো কিছু উপস্থাপন করা তো সহজ নয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

"সহজ করে লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ করে যায় কি লেখা সহজে।"

মাওলানা মওদূদী রহ. এর এ তাফসির যুগ যুগ ধরে বিশ্ববাসীকে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণ করে তাদেরকে প্রকৃত ইসলামের রঙে রঙিন করে তুলুক এই কামনাই করি।

www.pathagar.com

মু. মুনিরুজ্জামান

এ সময় মু. মুনিরুজ্জামান, পিতাঃ মু. আইনুল হক খান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সম্মান ১ম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন ।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতির মুক্তির পাথেয় হিসাবে মহান দিশারি হযরত মুহাম্মাদ সা. -এর নিকট নাযিল করেছেন মহাগ্রন্থ, বিজ্ঞানময় আল-কুরআন। আর মানুষ যখন কুরআনের জ্ঞানকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো, বিশ্বজুড়ে মানবতা যখন শৃঙ্খলিত, কাতরাচ্ছিল জীবনের যন্ত্রণায়, ধস নেমেছিলো অবক্ষয়ের, জ্বলছিলো চারদিকে হুতাশনের লেলিহান শিখা, এমনি সংকটময় মুহূর্তে দিশেহারা মানবজাতিকে আল-কুরআনের সঠিক জ্ঞান দানের এক ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ তাফসির গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআন, যা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নিটোল প্রতিচ্ছবি।

রচনা ও রচয়িতার পরিচয়

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, কিংবদন্তির শ্রেষ্ঠ সংগঠক, গবেষক, মহা মনীষী সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রহ. ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়ে রচনা করেন এ তাফসির গ্রন্থ। তিনি হিজরি ১৩২১ সালের ৩রা রজব আওরঙ্গাবাদ শহরের প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য

সাধারণ মানুষ যাতে সহজে আল-কুরআনের মৌলিক পরিভাষাগুলো অনুধাবন করতে পারে সে জন্য এ গ্রন্থের প্রত্যেকটি সূরার প্রারম্ভে তার একটি পরিচিতি, ও মুখবন্ধ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সূরাটির কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়, তার পটভূমি এবং শানে নুযূল সুন্দর ও সাবলীলভাবে প্রথমেই উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে সূরাটির অবতারণা, তার বিবরণ প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে সূরাটির অন্তর্নিহিত মর্মসহ তার আলোচ্য বিষয় পাঠকের মনে পরিস্ফুটন সহজ হয়েছে।

www.pathagar.com

আল-কুরআনের প্রতিচ্ছবি তাফহীমুল কুরআন

মহাকবি মিল্টনের পরিভাষায় কুরআনের জ্ঞানের বিস্তৃতি এরূপ যে-Beyond less bound less and bottom less sea. আর পবিত্র কুরআনের অর্থেই জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করে এর মূল কথাগুলো ফুটিয়ে তুলতে এক স্বচ্ছ আয়নায় যেন এক বাস্তব ও নিরেট প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়েছে জগদ্বিখ্যাত তাফসির তাফহীমুল কুরআনে।

তাফসির জগতে এক অভিনব গ্রন্থ

তাফহীমুল কুরআন কুরআনের এক দুর্লভ ও বিরল তাফসির বটে। নিখুঁত শব্দ চয়নে, ভাষাশৈলীতে, অলঙ্কারের যথার্থ ব্যবহার ও বলার নৈপুণ্য প্রদর্শনে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় আজ পর্যন্ত যতো তাফসির গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার সাথে চ্যালেঞ্জ করার জন্য এটি যথেষ্ট। শুধু তাই নয় সাথে বিশ্বসাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য কর্মগুলো কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফহীমুল কুরআনের চ্যালেঞ্জে মধ্যাহ্নের দিবাকরের প্রখরতার কাছে জোনাকীর আলোর মতোই ম্রিয়মান। শৈল্পিক মান, অর্থের ব্যাপকতা ও ব্যাকরণের গাঁথুনী এতোই নিপুণ যে, সকল কালের মানুষের সমস্ত প্রতিভা ও যোগ্যতাকে যদি পৃথিবীর শেষ দিন অবধি সময় দেয়া হয় তবে এটা হবে নিশ্চিত ব্যর্থতার জন্য একটা দীর্ঘ অবকাশ বৈ আর কিছু নয়।

তুলনাবিহীন জ্ঞান বিতরণকারী গ্রন্থ

প্রত্যেক দায়ীই চায় তাঁর কর্মকৌশল ও রচিত গ্রন্থের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে সত্যের দিশা দিতে; কিন্তু বর্তমানে ইসলামের বুনিয়াদি বিষয় নিজ ব্যাখ্যা ও কল্পনার ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হতে বাধ্য। কতিপয় আলিম নামধারী ছদ্মবেশি দুশমন কুরআনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলমানি অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে গোটা মুসলিম জাহানকে বিভ্রান্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। W.b yeats এর ভাষায়- "Falcon cannot hear the Falconer." যেন শিকারী পাখি আর শিকারীর কথা শুনেছে না। উম্মাদ হস্তিটি যেন তার মাহুতকে আছাড় দিতে উদ্যত হয়েছে। সাপুড়িয়ার লালিত ভূজঙ্গ তাকেই দংশন করতে তুলেছে ফনা। তাদের সৃষ্ট মতাদর্শ ষড়যন্ত্রের তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ ভয়াল সাগরে পৃথিবী যেন একটি ডিঙি নৌকা। যে কোনো মুহূর্তে তলিয়ে যাবার আশংকায় ভয়ার্ত বিশ্ব যাত্রীদের নিয়ে এ তরী চলছে নিরুদ্দেশের মানযিলে। যারা প্রতিটি মুহূর্তে মরণের প্রহর গুণছে। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় কাটছে তাদের প্রতিটি পলক। তাদের নিকট মানবতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রুচি ও মূল্যবোধের আলোচনা অর্থহীন পাগলের সংলাপ বৈ

www.pathagar.com

কিছুই নয়। নবিজি যথার্থই বলেছেন- وَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً অনেক জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে মূর্খতা। আজকের ধ্বংসাত্মক অবস্থার প্রাক্কালে মানুষের নিকট হীরক নিটোল তাওহিদের কল্যাণপ্রদ জ্ঞানটুকু পৌঁছে দেবার সকল অভিভাবকত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মহামূল্যবান কহিনুর, তাফসির গ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন'।

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে এর ভূমিকা

'তাফহীমুল কুরআন' প্রণেতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন একটি সার্বজাতিক মিশনের আহ্বায়ক। তাঁর কর্মসূচি ও আল-কুরআনের অনুবাদ কর্ম একটি ব্যক্তির সংস্কার-সংশোধন থেকে একটি রাষ্ট্র পর্যন্ত এবং রাষ্ট্র থেকে গোটা মানবজাতির সংস্কার, মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য। তাই তাঁর উদাত্ত বাণীও সার্বজাতিক ও বিশ্বব্যাপী। তাফহীমুল কুরআনের জ্ঞান বিতরণ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, সিংহল ,আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, মারিশাস, সিভিল, কোরিয়া, জাপান, সুদানসহ বিশ্বের প্রায় দেশেই প্রভাব বিস্তার করেছে।

কুরআন বুঝার সহজ পদ্ধতি

তাফহীমুল কুরআনে মানুষদেরকে এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, রসূল সা. -এর ঐ আন্দোলনকে পরিচালনার জন্যই কুরআন এসেছে। তাই কোন্ সূরাটি ঐ আন্দোলনের কোন্ পর্যায়ে এবং কি পরিবেশে নাযিল হয়েছে, তা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, ঐ পরিস্থিতিতে নাযিলকৃত সূরায় কী হিদায়াত দেয়া হয়েছে। এভাবে আলোচনার ফলে পাঠক রসুল সা. -এর আন্দোলনকে এবং সে আন্দোলনে কুরআনের ভূমিকাকে এমন সহজ ও সাবলীলভাবে বুঝতে পারে যার ফলে কুরআন বুঝার আসল মজা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারে। তাফহীমুল কুরআন ঈমানদার পাঠককে রসূল সা. -এর আন্দোলনের সংগ্রামী ময়দানে নিয়ে হাযির করে। দূর থেকে হক ও বাতিলের সংঘর্ষ না দেখে যাতে পাঠক হকের পক্ষে ও বাতিলের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে পারে সে ব্যবস্থাই এখানে করা হয়েছে। ইসলামি আন্দোলন ও ইকামতে দীনের সংগ্রামে রসূল সা. ও সাহাবা কিরাম রা. কে যে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে, তা এ তাফসিরখানায় এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে, পাঠকের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকার অবকাশ নেই। এ তাফসির পাঠককে ঘরে বসে কুরআনুল কারীম পাঠের মজা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না। তাকে ইসলামি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। যে সমাজে সে বাস করে সে সমাজে রসূল সা. এর সেই আন্দোলন না চালালে কুরআন বুঝা অর্থহীন বলে তার কাছে মনে হবে। তাফহীমুল কুরআন কোনো নিষ্ক্রিয় মুফাসসিরের রচনা

www.pathagar.com

নয়। ইকামতে দীনের আন্দোলনের সংগ্রামী নেতার রচিত এ তাফসির পাঠককেও সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার তাগিদ দেয়। এটাই এ তাফসিরের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব।

ইসলামি আন্দোলনমুখী জ্ঞানের নিয়ামক

বিগত অর্ধ শতাব্দীকাল যাবত লিখিত এ গ্রন্থ মানবজাতির মন- মস্তিষ্কের সকল ভুল ধারণার মূলোৎপাটন করে, সকল স্থবিরতা দূর করে ইসলামি আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে এক সুদূরপ্রসারী স্বচ্ছ নির্মল চিন্তাধারার সঞ্চার করেছে।

সচেতনতা সৃষ্টি করণে: মুসলমানদের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করে ঠিক, কিন্তু অচেতন। এদের শিরে দুচক্ষু আছে কিন্তু দৃষ্টি শক্তি নেই, কান আছে, শ্রবণ শক্তি নেই, হৃদয় আছে কিন্তু অনুভব করতে পারে না। কুরআনের ভাষায় এরা অচেতন-অবচেতন। তাফহীমুল কুরআন রচিত হয়েছে মূলত এমন অজ্ঞ জাতিকে জ্ঞানের দীক্ষা দিতে। পথহারা, দিশেহারা মানুষের জন্য হিদায়াতের মশাল হিসেবে এটা সার্বজনীন। সকল শ্রেণীর, বর্ণের, এলাকার এবং সকল ভাষাভাষী মানুষের জন্য। এর প্রতিটি আলোচনা মানবতা বোধে উজ্জীবিত। এ তাফসির পাঠ করলে বুঝা যায় নিছক তিলাওয়াত আর পাঠ করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়নি। এটি 'ব্যাগেল অব ডগমা' নয়, যাকে মানুষ কেবল শ্রদ্ধা করবে আর পাণ্ডিত্য অর্জন করবে। কুরআন এসেছে মানবের গড়া মতবাদকে উৎখাত করে একটি কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠার বিপ্লব সাধনের জন্য। এর রঙে রাঙ্গাতে হবে নিজকে ও তামাম পৃথিবীকে।

তাফহীমুল কুরআনের প্রভাব

সহজ তাফসির গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে কুরআন বুঝার কারণে বাংলাদেশে ইসলামি আন্দোলনের কাজের প্রসার ঘটেছে। কুরআনি জ্ঞানে প্রভাবিত হয়ে জনৈক উচ্চশিক্ষিত নও মুসলিম যুবক পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর অনুসরণে 'The Islamic party of North America' নামে একটি দল গঠন করেন। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ইউসুফ মুজাফফরুদ্দীন হামিদ বলেন- "ইসলামি বিপ্লবের প্রাণশক্তি উপলব্ধি করতে হলে মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদীর তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করা নিতান্তই প্রয়োজন"।

তাফহীমুল কুরআন হতে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করার পর ইসলামি আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে লন্ডনে অবস্থানকারী কতিপয় যুবক সে দেশে কুরআনি

www.pathagar.com

জ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যে 'ইউকে ইসলামিক মিশন' নামে একটি ইসলাম প্রচার সংস্থা কায়িম করেছেন।

লিস্টার শহরে এর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক সেন্টার থেকেও ইসলামি তাবলিগের কাজ চলছে। এমনকি গণমানুষের নৈতিক জ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। হয়েছে ভারতে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের বিলোপ সাধন। ইসলামি নীতিতে মুসলিম সমাজের সংস্কার ও তাদের মধ্যে দীনি কাজের ব্যাপক প্রচার, প্রসার, শিক্ষিত মেধাবী শ্রেণীকে প্রভাবিত করে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছে। গঠনমূলক কাজে নিয়োগের অনুভূতি জন্মেছে। বিশেষ করে নাস্তিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, সেশ্যালিজম ও কমিউনিজমের প্রবল স্রোত বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণের দ্বারা রোধ করা হয়েছে। তাদের কুরআনি কাজ ব্যাপক আকারে চলছে এবং এর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত আশাপ্রদ।

সিংহলের শিক্ষিত মুসলমান, বিশেষ করে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীগণ এ গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এটি সিংহলি ভাষায় অনুবাদ করেন। সম্প্রতি কয়েক বছর যাবৎ আমেরিকায় তাফহীমুল কুরআন সাদরে পঠিত হচ্ছে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, এ তাফসিরের উপর দস্তুর মতো রিসার্চ চলছে কানাডার ম্যাকলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেও মাওলানার রচিত তাফসিরের অনুবাদ করা হয়েছে। কতিপয় জার্মান নওমুসলিম মনীষীও এ গ্রন্থ অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছেন।

বার্মা, লাওস, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রিটিশ গিনি, দক্ষিণ আমেরিকা, প্রিটোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানু, নাইজেরিয়া, মরক্কো ও জোহান্সবার্গ প্রভৃতি দেশে উর্দু, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় তার তাফসির কুরআনি জ্ঞান বিতরণে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

বলা বাহুল্য, মাওলানার রচিত তাফসির এর প্রভাবে এশিয়ার মুসলিম জাতি সমূহের মধ্যে জাপান জাতি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তারা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদকে ঘৃণার চোখে দেখে। খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি তাদের কণামাত্র আকর্ষণ নেই। শিন্টু ধর্মের প্রতি মোহ তাদের কেটে গেছে। নৈতিকও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তাদেরকে অধীর ও অতিষ্ঠ করে তুলছে। ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার জাপানি ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছে। দাওয়াতি কাজ ও তাফসিরের প্রভাবে জাপানি ভাষায় অনুবাদ কার্য শুরু হয়। অদ্যবধি বিশ্বের প্রায় চল্লিশটি ভাষায় তাফহীমুল কুরআন অনূদিত হয়েছে।

www.pathagar.com

কুরআনের পরশে সোনা হলো যারা

বিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে বিশ্বের খ্যাতিমান মনীষীগণের নিকট মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বারতা পৌছাবার পর তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে সহজে এর নিগূঢ় রহস্য উদঘাটিত হওয়ার ফলে তারা পরিপূর্ণ এক জীবন বিধান ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মধ্যে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব, মার্কিন যুবতী বার্টন ক্যালী, আমিনা মরিয়াম ফীন, মারিয়া, ভারতের অধ্যাপক ড. যিয়াউর রহমান আযমী এবং বাংলাদেশের অধ্যাপক মাখন লালধর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর এ সকল সফলতার পেছনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে জগদ্বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআন।

কুরআনের জ্ঞান বিতরণের মৌল উদ্বোধক

বিশ্ববিখ্যাত তাফহীমুল কুরআন রচনার পূর্বে পৃথিবীতে কুরআনের অনেক তাফসির গ্রন্থ রচিত হয়েছিলো , কিন্তু সেগুলো কুরআনি জ্ঞান পৃথিবীর আপামর জন সাধারণের নিকট পৌছে দেবার ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ সেগুলো ছিলো দুর্বোধ্য ও কঠিন ভাষায় রচিত, যা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কিংবা অল্প শিক্ষিত লোকদের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হতো। কিন্তু তাফহীমুল কুরআন সহজ ও সাবলীল ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে মানুষ সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। ফলে দিন দিন এ গ্রন্থের চাহিদা আরও বেড়ে চলেছে। তারি ফলে এ গ্রন্থটি হয় আল কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান ঘরে ঘরে পৌছে দেবার মৌল উদ্বোধক। বর্তমানে এ গ্রন্থের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কুরআন গবেষণা একাডেমি। এর উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত উদাহরণ বাংলাদেশের সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রির্সাচ একাডেমি। এ প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্যই হলো মহা'গ্রন্থ আল-কুরআনের মৌলিক, প্রাথমিক ও উচ্চতর জ্ঞানকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি আনাচে-কানাচে পৌছে দেয়ার যর্থাথ ভূমিকা রাখা। আর এ প্রতিষ্ঠানটি তাদের ব্রত ও মিশন পরিচালনায় সম্পূর্ণভাবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

উপসংহার

পরিশেষে উপসংহারে এসে একথা বলার আর অপেক্ষা রাখেনা যে, কিংবদন্তির শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, গবেষক, ইসলামি আন্দোলনের আধ্যাত্মিক ও অবিসংবাদিত নেতা, সহস্রাধিক গ্রন্থের রচয়িতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. প্রণিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরিচ্ছন্ন, নিরেট-নির্ভেজাল তাফসির গ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন' যে কুরআনের জ্ঞান বিতরণে দুঃসাহসিক দায়িত্ব পালন

www.pathagar.com

করছে, তার উদাহরণ বিরল। এ গ্রন্থখানা পাঠ করে পথহারা পেয়েছে সঠিক পথের দিশা, গবেষক পেয়েছে গবেষণার এক বিশেষ মৌলিক উপাদান, বিজ্ঞানী পেয়েছে বিজ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচনের এক মহামূল্য তত্ত্ব ও তথ্যের ভাণ্ডার, দার্শনিক পেয়েছে এক দর্শনশাস্ত্র আর ইসলামি আন্দোলনের একজন কর্মী পেয়েছে আল্লাহ্‌র রাহে প্রাণ দেয়ার একনিষ্ঠ প্রেরণা, দ্বিধাহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা। সুতরাং শুধু কুরআন তিলাওয়াত করে ঘরে গুছিয়ে রাখলে এর হক আদায় হবে না। কুরআন বুঝতে হবে, বুঝাতে হবে এবং আমল ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ময়দানে এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সে কারণেই কুরআনকে সহজভাবে বুঝতে হলে তাফহীমুল কুরআনের সাহায্য নিতে হবে প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি মুহূর্তে। সাথে সাথে এর জ্ঞান পৌছে দেয়ার আগ্রহী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলেই সম্ভবপর একটি ইসলামি পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি গড়া। আল্লাহ্ আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. তাফহীমুল কুরআন : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.।
২. কুরআনের আয়নায় : অধ্যাপক মফিজুর রহমান।
৩. উম্মুল কুরআন : মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।
৪. আল-কুরআনের বাংলা অনুবাদ : এ.কে.এম. আশরাফুল ইসলাম।
৫. মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতি. : আব্বাস আলী খান।
৬. শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম।
৭. পৃথিবীর ধর্মগুলি : সোহরাব উদ্দীন আহমাদ।
৮. বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী : আব্বাস আলী খান সম্পাদিত।
৯. কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী : মুহাম্মদ আসেম।
১০. মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি : অধ্যাপক গোলাম আযম।
১১. কুরআনের মর্মকথা : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
১২. বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত নিবন্ধ।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ সাইমুম মাহবুব

এ সময় মুহাম্মত সাইমুম মাহবুব, পিতা- সৈয়দ মোস্তাফিজুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। তার রোল নম্বর ছিলো : ০৪১। তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

উপস্থাপনা

ইল্‌মে তাফসির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও পরিপূর্ণ শাস্ত্র। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের শব্দগত অর্থ, ভাবার্থ, উদ্দেশ্য, অবতরণের প্রেক্ষাপট, অন্তর্নিহিত বিধানাবলি ও উপকারিতা এসব বিষয়ের সাথে তাফসির শাস্ত্র বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। অল্পকথায়, তাফসির শাস্ত্র ছাড়া আল-কুরআন অনুসরণ ও উপলব্ধি করা অসম্ভব। এ কারণে আল-কুরআন অবতরণের প্রাথমিক কাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধারা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে বিভিন্ন যুগের মনীষীগণ নিজেদের সক্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও অভিনব অবদান রাখছেন। তার মধ্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. লিখিত 'তাফহীমুল কুরআন' আধুনিক সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন হিসেবে পবিত্র আল-কুরআনের জ্ঞান বিতরণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা রেখে চলেছে। কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' এর ভূমিকা আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই তাফসির এর বিশ্লেষণ, উৎস হিসেবে কুরআনের উপস্থাপনা এবং সে সাথে 'তাফহীমুল কুরআনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলী এ সম্পর্কিত মূল্যায়ন আলোচনা উঠে আসে।

তাফসির

'তাফসির' শব্দটি বাবে তাফয়ীল এর মাস্‌দার। এটি 'ফাস্‌রুন' শব্দ থেকে গঠিত। এর অর্থ প্রকাশ করা, সুস্পষ্ট করা, আবৃত বস্তুকে উন্মুক্ত করা, অস্পষ্ট অর্থকে স্পষ্ট করা, বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা, প্রসারিত করা (লুইস মা'লুফ, আল-মুনজিদ ফিললু-গাহ ওয়াল আ'লাম বৈরুত: দারুল মাশরিক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৩)।

আবু হাইয়ান বলেন : 'তাফসির এমন একটা ইলম, যাতে কুরআনের শব্দাবলীর উচ্চারণ পদ্ধতি, সেগুলোর অর্থ এবং বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের বিশ্লেষণ সম্পর্কের দৃষ্টিতে আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী আলোচনা করা হয়েছে।" [আল বাহ্‌রুল মুহীত : পৃ : ১৩]

www.pathagar.com

T.P. Hushes বলেন, a`TAFSIR term used for a commentary on any book, but especially for a commentary of the Quran.' [Edward Willam Lane. p-2397]

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর রচিত 'তাফহীমুল কুরআন' আধুনিক পদ্ধতিতে লিখিত এক অভিনব তাফসির। এতে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে বিবেকসম্মত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। আল্লামা শিবলী নুমানী যেমন ইসলামের কোনো কোনো বিষয় বুদ্ধিসম্মত পদ্ধতিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি মাওলানা মওদূদীও কুরআনের চিরাচরিত ব্যাখ্যাগুলোকে বিবেক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব

পবিত্র কুরআনকে মানব জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ বিধানরূপে উপস্থাপন করা ও এর ভিত্তিতে জীবনের তাবৎ সমস্যাবলীর সমাধান নির্দেশ করার ক্ষেত্রে এই তাফসিরটি জুড়িহীন। এখানে কুরআনের আসল তাৎপর্য ও মূল বক্তব্য দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে পাঠক কুরআনের অন্তঃস্থলে পৌঁছতে সমর্থ হয়।

০১. কুরআন ও তার নিছক অনুবাদগুলো পড়ে মানুষের মনে যেসব সন্দেহ ও সংশয় জাগে সেগুলো দূর করা, যেসব প্রশ্নের উদয় হয় সেগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা এ তাফসিরে করা হয়েছে।

০২. কুরআনে যেসব কথা ইশারা-ইঙ্গিতে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরে কুরআনের জ্ঞান বিতরণে ভূমিকা রাখছে এ তাফসির।

০৩. টীকাগুলোর উপস্থাপন এমন যে, যারা কুরআন মজীদকে 'তাফহীমুল কুরআনের' মাধ্যমে একবার পড়বে তারা দ্বিতীয়বার কিতাবটি পড়ার সময় নিজেরাই অনুধাবন করেন যে, পরবর্তী সূরাগুলোর ব্যাখ্যাসমূহ পূর্ববর্তী সূরাগুলো অনুধাবন করার ব্যাপারে সহায়ক। এভাবে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কুরআনের জ্ঞান উন্মোচিত হচ্ছে।

আবার কুরআনকে পুরোপুরি বোঝার জন্য তার পটভূমি পাঠকের সামনে থাকা প্রয়োজন। তাই প্রতিটি সূরার শুরুতে একটি ভূমিকা রেখে সেখানে সম্ভাব্য সব প্রকার অনুসন্ধান চালিয়ে বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন : সূরাটি কোন্ সময়ে নাযিল হয়েছিলো, তখন কি অবস্থা ছিলো, ইসলামি আন্দোলন

www.pathagar.com

কোন্ পর্যায়ে ছিলো, তার প্রয়োজন ও চাহিদা কি ছিলো, সে সময়ে কোন্ সমস্যা দেখা দিয়েছিলো ইত্যাদি।

কোনো বিশেষ আয়াত নাযিলের স্বতন্ত্র কোনো উপলক্ষ থাকলে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

এমনকি পাঠ পদ্ধতির নির্দেশনায় বলা হয়েছে যে, প্রথমে সূরার শুরুতে সংযোজিত ভূমিকা পড়ে নিতে হবে। অত:পর সূরাটি পড়াকালীন সময়েও ভূমিকা দেখে নিতে হবে, নিয়মিত কুরআন মজীদের যতোটুকু পড়া হয় আগে তার শাব্দিক অনুবাদ পড়ে নিবে এরপর তাফসির তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদটি ধারাবাহিক রচনার মতো পড়বে। এভাবে বিষয়বস্তু পাঠকের মানসপটে ভেসে উঠলে তাফসিরের টীকা ও ব্যাখ্যা পড়তে বলা হয়েছে। এর ফলে একজন সাধারণ পাঠকও নিশ্চিতভাবে কুরআন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করবেন। অর্থাৎ তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' কুরআনের জ্ঞান বিতরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আর এ কারণেই উর্দু ভাষায় লিখিত তাফসিরটি এ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ ডজন প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কুরআনের মতো মহা গ্রন্থ লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রতিদিন পাঠ করা সত্ত্বেও তাদের জীবনে কোনো বিপ্লব সূচিত হতে পারছেনা এবং তারা কুরআনের ভিত্তিতে কোনো সমাজ গঠনে উদ্যোগী হতে পারছে না। এক্ষেত্রে 'তাফহীমুল কুরআন' বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

তাফহীমের একজন সচেতন পাঠক কুরআনের দাওয়াত নিজের হৃদয়ের গভীরে অনুভব করতে পারেন। পাঠক ইসলামি আন্দোলনের সমস্ত খাড়ি-উপত্যকার গহীন পথ অতিক্রম করতে থাকেন। পাঠক মনে করতে থাকেন, কুরআন যেন এখনই এই মুহূর্তে তারই জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য নাযিল হয়েছে। কুরআনের দাওয়াতের এই প্রানবন্ত উপস্থাপন তাফহীমুল কুরআনের একক বৈশিষ্ট্য।

আবার আধুনিক মানসে কুরআনের বক্তব্য ও দাওয়াতের নকশা গভীরভাবে খোদাই করার জন্য হাদিস, ফিক্হ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য ও গবেষণামূলক তত্ত্ব ও তথ্যের উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ 'তাফহীমুল কুরআন' সহজেই পাঠককে কুরআনের জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ করে।

এই তাফসিরে কুরআনের ব্যাখ্যার সাথে রয়েছে বাইবেলের যথোপযুক্ত সহায়ক ব্যবহার, জীবনের গুরুত্বহীন বিষয় সম্পর্কে অহেতুক কালক্ষেপণ নেই।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর তাফসির লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যথা :

১. আরবি ভাষায় গভীর জ্ঞান ও তার প্রয়োগের মাধ্যমে।

২. আরবদের স্বভাব-আচরণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট জ্ঞান।

৩. সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা।

যার ফলে মাওলানা মওদূদী রহ. কুরআনের তাফসির করার ক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষা ও উপদেশ দানের জন্য প্রয়োজনীয় অংশই শুধু উদ্ধৃত করেছেন।

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের কারণ, স্থানকাল, কুরআনের অগ্র-পশ্চাৎ, নাসিখ-মানসুখ ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের মাধমেই মাওলানা মওদূদী তাঁর তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' রচনা করেছেন। আর তাই তো পরিষ্কারভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, এই তাফসির অধ্যয়নের মাধ্যমে পাঠক কুরআনের গভীর রহস্য যথাসম্ভব উদ্‌ঘাটন করত এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ 'তাফহীমুল কুরআন' কুরআনের জ্ঞান বিতরণে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্লেষণ

পবিত্র কুরআন মুসলমানদের জন্য একমাত্র আসমানী কিতাব। যা শুধু আবৃত্তি করার জন্যই অবতীর্ণ হয়নি। বরং এর মর্মকে কর্মজীবনে রূপায়িত করার জন্যই এর অবতরণ। কুরআনের দর্শন উপলব্ধি করা ও করানোর জন্যই তাফসির শাস্ত্র।

আবার কুরআনের একটা বাহ্যিক দিক রয়েছে এবং অন্তর্নিহিত তথা আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। এই উভয় দিকের সমন্বয়ে বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগ করে আধুনিক চিন্তা, চেতনা ও যুক্তি দিয়ে কুরআন অবতরণের মূল লক্ষ্যকে সূত্র বিশ্লেষণে উপস্থাপন করেই মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' রচনা করেছেন।

এই তাফসির এমনভাবে লিখিত হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠক তা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের মূল ভাবধারা ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারে এবং কুরআন তাদের মনে যে প্রেরণার সৃষ্টি করতে চায় তা অনায়াসে সৃষ্টি হতে পারে।

কুরআনের উন্নত বিষয়বস্তু যতো গুরুত্বপূর্ণ, তার সাহিত্যিক মূল্য তা অপেক্ষা কম নয় বলেই কুরআন বহু পাষাণ-হৃদয়কে মোমের মতো নরম করেছিলো, বিদ্যুতের গর্জনের মতো গোটা আরব বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। আর তাই তো এই তাফসিরে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ-অনুবাদের যে রীতি মাওলানা মওদূদী

www.pathagar.com

অনুসরণ করেছেন তা খুব সহজেই পাঠকের মনকেও আলোড়িত করে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথকে সহজ করেছে। এবং এভাবেই তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' লক্ষ লক্ষ পাঠক মানসে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্য বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ইসলামি সমাজ সামগ্রিকভাবে মূলনীতিতে ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজের ঐক্য অটুট রেখে এবং নিজের জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল লোকদেরকে সঠিক সীমারেখার মধ্যে অনুসন্ধান চালাবার ও ইজতিহাদ করার স্বাধীনতা দান করে উন্নতি ও অগ্রগতির পথ খোলা রাখার স্বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহ্যের পতাকাবাহী। আর এই ইসলামি সমাজকে একই মূলনীতিতে ঐক্যবদ্ধ রেখে কুরআনের জ্ঞান লাভের জন্য সঠিক পথের সন্ধান দিতে অনবদ্য এক তাফসির হলো- তাফহীমুল কুরআন।

মূল্যায়ন

অধ্যাপক গোলাম আযম এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, বর্তমান যুগে বিশেষত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. এর ইসলামি আন্দোলন ও তাঁর সহজ তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' এর বদৌলতে আজ সাধারণ লোকদের মধ্যেও কুরআন বোঝার ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার অশিক্ষিত লোক পর্যন্ত তাফসির মাহফিলগুলোতে অত্যন্ত মজা ও তৃপ্তি সহকারে কুরআনের তাফসির শুনে উপকৃত হচ্ছে। [প্রশ্নোত্তর, অধ্যাপক গোলাম আযম পৃষ্ঠা ১৩]

মাওলানা মওদূদীর কৃতিত্ব কুরআনের বিষয়বস্তুর অভিনব ব্যাখ্যাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর নতুনত্ব হলো কুরআনের বিষয়বস্তুকে বিবেকগ্রাহ্য ও বুদ্ধিসম্মত করে তোলার মধ্যে। কুরআন যে এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান তা তাঁর যুক্তিভিত্তিক বর্ণনার ফলে পাঠকগণ সহজে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর তাফসিরটি গতানুগতিক না হয়ে অনেকটা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়েছে।

মুসলমানদের একটি দল ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সেকেলে এবং যুগের চাহিদার অনুপযোগী বলে মনে করেন। এই পরিস্থিতি সামনে রেখে মাওলানা মওদূদী 'তাফহীমুল কুরআন' রচনা করেন এবং কুরআন যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান তা প্রমাণের প্রয়াস পান, যা এখন কুরআনের জ্ঞান বিতরণেও প্রভূত ভূমিকা রেখে চলেছে।

শেষকথা

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী আর এর ব্যাখ্যাই তাফসির। এ যাবত প্রকাশিত তাফসিরসমূহে যে বিষয়টির অভাব অনুভূত হচ্ছে এবং যেসব জিজ্ঞাসার উত্তর পূর্ববর্তী তাফসিরসমূহে পাওয়া যায় না সেগুলোর উত্তর আধুনিক শিক্ষিত

www.pathagar.com

সমাজের মনের খোরাক এবং কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করার মতো ব্যাখ্যা 'তাফহীমুল কুরআনে' রয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে কুরআনের জ্ঞান বিতরণে সুস্পষ্ট ভূমিকা রাখছে।

সহায়িকা

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৩৭ সংখ্যা, জুন ১৯৯০ এবং ৭৬ সংখ্যা, জুন ২০০৩।
২. 'তাফহীমুল কুরআন'

www.pathagar.com

হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

এ সময় হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, পিতা- মুহাম্মদ আবদুর রহিম খান, সরকারি মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া ঢাকা-এর ফাযিল ১ম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তাঁর রোল নম্বর ছিলো : ৬১২। তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

ভূমিকা

কবির সুর মূর্ছনা

মাওলানা মওদূদীর সেরা রচনা সারা জাহানের আলোক দান

বিশ্ব বুকে সাড়া জাগানো 'তাফহীমুল কুরআন'

উনবিংশ শতকের অন্যতম দার্শনিক, সাহিত্যিক মাওলানা মওদূদী রহ. রচিত 'তাফহীমুল কুরআন' আধুনিক তাফসির সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। পবিত্র কুরআনকে মানব জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানরূপে উপস্থাপন করা এবং এরই ভিত্তিতে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে এই তাফসিরটি জুড়িহীন। আর উর্দু ভাষায় লিখিত এই তাফসিরটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করতে সক্ষম হয়েছে।

মানুষের মাঝে কুরআনের জ্ঞান বিতরণে যে কয়টি তাফসির সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছে তার মধ্যে 'তাফহীমুল কুরআন' অতুলনীয়। কারণ এর রয়েছে কতক বৈশিষ্ট্য, নিম্নে তা তুলে ধরছি-

১. অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সারল্যে প্রয়াসমান।

২. শাব্দিক অর্থ নয় ভাবার্থ প্রয়াসচারী।

৩. কেবল শাব্দিক অনুবাদে প্রয়োজন পূর্ণ হয় না এবং হতে পারে না। এমন ক্ষেত্রে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশের মাধ্যমে সেগুলোর পূর্ণতা মাওলানা মওদূদী রহ. এনে দিয়েছেন এ তাফসিরে।

৪. হিরন্ময় স্বর্গীয় জ্যোতির অপূর্ব মাধুরীমাখা বিশ্বের সেরা অম্বরী গ্রন্থ। আল কুরআনের ন্যায় এতবড় গ্রন্থ মুসলমানদের কাছে থাকা সত্ত্বেও, লাখো মুসলমান দৈনন্দিন অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যার সাথে পরিচিত হওয়ার পরও তারা গতিশীল, সমৃদ্ধ ও অমিতশক্তিবলে সমাজ গঠনে অগ্রণী হচ্ছে না। কুরআন মজীদের পাঠককে ঐতিহ্যের ধারক বাহক বানাতে 'তাফহীমুল কুরআনের' অবদান অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

৫. তাফহীমুল কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আধুনিক মানসে কুরআনের বক্তব্য ও দাওয়াতের নক্‌শা গভীরভাবে খোদাই করার জন্য হাদিস, ফিক্‌হ্‌, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস ও দর্শন ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য ও গবেষণামূলক তত্ত্ব ও তথ্যাদি এতে পরিবেশিত হয়েছে। যে বৈশিষ্ট্যের কারণে 'তাফহীমুল কুরআন' বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তা এ কিতাব না পড়া পর্যন্ত বুঝে আসবে না। মধু কেমন তা খেয়েই দেখতে হয়। কারো বক্তৃতার দ্বারা মধুর স্বাদ সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব। মহানবি সা. -এর ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনের দাওয়াত থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত ইক্বামতে দীনের যে মহান দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন, যে কাজটি করানোর জন্য আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। রসূল সা. -এর নেতৃত্বে আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশে মহান আল্লাহ্‌ পাক প্রয়োজন মতো যখন যে হিদায়াত পাঠিয়েছেন তাই গোটা কুরআনে ছড়িয়ে আছে। তাই কুরআনকে আন্দোলনরূপে দেখতে হলে রসূল সা. -এর ২৩ বছরের সংগ্রামী জীবনের সাথে মিলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। আর এজন্য 'তাফহীমুল কুরআনের' বিকল্প নেই।

অন্যান্য তাফসির থেকে 'তাফহীম' শ্রেষ্ঠ কেন?

জ্ঞানের মহাসমুদ্র সূচিপত্র, চিত্র-সূচি এবং খণ্ডভিত্তিক সূরা সূচি মোট ১৯ খণ্ডে বিভক্ত এই তাফসিরটি অত্যন্ত ঝলঝলে এক অসাধারণ জ্ঞান ভাণ্ডার।

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রকাশিত সকল তাফসিরেই যে জিনিসটির অভাব রয়েছে এবং কুরআন পাঠকদের যে সব জিজ্ঞাসার জবাব পূর্ববর্তী তাফসিরসমূহে পাওয়া যায় না, তা পূরণ করছে 'তাফহীমুল কুরআন'।

প্রতিটি ছত্রের নীচে দেয়া শাব্দিক অনুবাদের কুরআন পড়ে পাঠক এমন একটি নিষ্প্রাণ রচনার সাথে পরিচিত হয় যা পড়ার পর তার প্রাণ নেচে উঠে না, তনুর পশম খাড়া হয়ে যায় না, চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে না, তার আবেগের সমুদ্রে তরঙ্গও সৃষ্টি হয় না।

এই ধরনের প্রতিক্রিয়া তো দূরের কথা বরং অনুবাদ পড়ার সময় মানুষ ভাবতে থাকে এটি কি সেই গ্রন্থ যার একটি আয়াত রচনার জন্য সমগ্র দুনিয়াবাসীর নিকট চ্যালেঞ্জ করে বলা হয়েছিলো :

وان كنتم فى ريب ممَّا نزَّلنا عَلى عبدنا فأنوا بسورة من مثله- وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صدقِيْنَ- فَان لم تفعلوا ولن تفعلوا- (سورة بقرة: ٢٤)

www.pathagar.com

'তাফহীমুল কুরআন' ঈমানদার পাঠককে রসূল সা. -এর আন্দোলনের সংগ্রামী ময়দানে নিয়ে হাজির করে। দূরে থেকে হক ও বাতিলের সংঘর্ষ না দেখে যাতে পাঠক নিজেকে হকের পক্ষে ও বাতিলের বিরুদ্ধে সক্রিয় দেখতে পায় সে ব্যবস্থাই এখানে করা হয়েছে। এ তাফসির পাঠককে ঘরে বসে শুধু পড়ার মজা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না, বরং তাকে ইসলামি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে ত্রুটি দেখা দেবার ফলে ১২/১৪শ বছর পর শাসন ক্ষমতা অমুসলিমদের হাতে চলে যায়। যে ১২/১৪শ বছর যাবৎ মুসলিম শাসন জারি ছিলো, তখনকার আমলে অন্য ১০টি তাফসির লেখা হয়েছে মুসলিম সমাজে কুরআনের ব্যাপক শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে। ইসলামি রাষ্ট্র কায়িম থাকার কারণে কুরআনকে আন্দোলনের কিতাব হিসেবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন তখন ছিলো না। যেমন বর্তমান মা'আরিফুল কুরআন দুনিয়ার খ্যাতিমান তাফসির, কিন্তু এতে আন্দোলনের পরিবর্তে আমল, আখলাক, দোয়া-দরুদ ও পীরমুরিদী সম্পর্কে অধিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। পক্ষান্তরে মাওলানা মওদূদী রহ. রচিত তাফহীমে বর্তমান পৃথিবীর সংকটজনক অবস্থা সন্নিবেশিত হয়েছে।

ভাষার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ

কুরআনের মূল ভাবধারা, বর্ণনা প্রবাহ, ভাষার মাধুর্য ও কালামের প্রেরণা পুরোপুরি লাভ করা, পাঠকের দেহমনে আবেগ, উচ্ছ্বাস, স্পন্দন জাগ্রত করা এবং চোখে অশ্রুধারা প্রবাহিত করার জন্য এই তাফসিরে সাধারণ নীতি পরিত্যাগ করে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদের পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইসলামি আন্দোলনের দাওয়াতের ভাষাকে স্বচ্ছ, ঝরঝরে, অত্যন্ত মিষ্টিমধুর অতিশয় প্রভাব বিস্তারকারী এবং তাদের রুচি অনুযায়ী উন্নত সাহিত্যিক ভূষণে সজ্জিত করে তোলা হয়েছে। ফলে 'তাফহীমুল কুরআন' পাঠকদের হৃদয়ে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং মধুর ভাব সামঞ্জস্যের দরুন লোকেরা আত্মহারা হয়ে তা অধ্যয়ন ও গবেষণা করে যাচ্ছে।

সাধারণ পাঠকের জন্য সহজে অনুধাবনীয় গ্রন্থ

কুরআনের যে ভাণ্ডার সমগ্র পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে তা থেকে উপকৃত হবার সামর্থ্য ও যোগ্যতা যাদের নেই, যারা মাঝারি পর্যায়ের শিক্ষিত লোক, আরবি ভাষা ও সাহিত্যে যাদের তেমন দখল নেই, সর্বাগ্রে তাদের খিদমত করাই 'তাফহীমের' কাজ।

www.pathagar.com

একজন সাধরণ পাঠক যেন এ কিতাব পাঠে এর মূল বক্তব্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দ্বিধাহীনভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, কুরআন তার উপর যে ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে চায়, এ কিতাব পাঠে তার উপর যেন ঠিক তেমনি প্রভাব পড়ে কুরআন পড়তে গিয়ে তার মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় ও প্রশ্ন জাগে সেখানে এ কিতাবটি সাথে সাথেই তার জবাব দিয়ে সকল প্রকার সন্দেহের কালিমা মুক্ত করে তার মন স্বচ্ছ-সুন্দর ও প্রসারিত করে তোলে।

একজন সচেতন পাঠক এ তাফসির গ্রন্থ পাঠের সময় কুরআনের দাওয়াত স্বীয় হৃদয়ের গভীরে অনুধাবন করে এবং নবি রসূল ও সাহাবিদের আচরিত পথের ন্যায় ইসলামি আন্দোলনের সকল খাড়ি ও উপত্যকার গহীন পথ অতিক্রম করতে থাকেন।

কোনো পাঠক এই গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে যখন এর গভীরে প্রবেশ করে, তখন তিনি মনে করতে থাকেন কুরআন যেমন এখনি এই মুহূর্তে তারই জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য নাযিল হয়েছে।

পটভূমির গুরুত্ব

কুরআনকে সুস্পষ্টরূপে বুঝার জন্য এর বাণীসমূহের পটভূমি সামনে থাকা আবশ্যক। সে জন্য প্রত্যেক সূরার শুরুতেই একটি ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। যাতে বিশেষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রত্যেক সূরা নাযিল হওয়ায় সময় ও কাল তৎকালীন অবস্থা, ইসলামি আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।

টীকার গুরুত্ব

'তাফহীমুল কুরআনের' অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 'টীকা'। সাধারণ পাঠকগণের মনে যেখানে কোনো প্রশ্ন জাগ্রত হতে পারে এবং যে সব স্থানে পাঠকগণ গভীর চিন্তা ছাড়া কুরআনের সুস্পষ্ট বিধান বুঝতে অক্ষম, সেখানে লেখকের মনের আশঙ্কানুযায়ী এবং আয়াতের সাথে মিল রেখে বিশেষ টীকার মাধ্যমে বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন। কোনো বিশেষ আয়াত বা আয়াতসমষ্টি নাযিল হওয়ার স্বতন্ত্র উপলক্ষ ও টীকায় লিখে দেওয়া হয়েছে।

কোনো বক্তব্যকে প্রবন্ধ আকারে লিখলে পড়ার সময় তার মধ্যে বেশ সম্পর্কহীনতা অনুভূত হতে থাকে। কারণ প্রবন্ধকার কোনো বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে লিখতে গেলে সেখানে পাঠককে বুঝানোর মতো করে লিখতে হয়। এ কারণে মূল বক্তৃতার পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে পাঠকের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এই দূরত্ব

www.pathagar.com

যতোই বাড়তে থাকে সম্পর্কহীনতার অনুভূতিও ততোই বাড়তে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা কুরআনে যে অসংলগ্নতার অভিযোগ করে তার ভিত্তিও এখানেই। সেখানে ব্যাখ্যামূলক টীকার মাধ্যমে বক্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। কারণ কুরআনের আসল বাক্যের মধ্যে কোনো প্রকার কম-বেশি করা হারাম। কিন্তু অন্য কোনো ভাষায় কুরআনের অর্থ প্রকাশ করার সময় বক্তৃতার ভাষাকে সতর্কতার সাথে প্রবন্ধের ভাষায় রূপান্তরিত করে অতি সহজে এই অসংলগ্নতা দূর করা যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

কুরআন অধ্যয়নের যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা হলো "কেউ কুরআনকে বিশ্বাস করুক বা না করুক এটাকে বুঝতে চাইলে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ও অনাবিল মন নিয়ে বসতে হবে। পূর্ব হতে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার ধারণা, কল্পনা, বিশ্বাস এবং অনুকূল কিংবা প্রতিকূল সকল প্রকার ঝোঁক প্রবণতা হতে মন-মস্তিস্ককে যথাসম্ভব মুক্ত করে নিতে হবে। এভাবে কুরআন বুঝা ও অনুধাবন করার একনিষ্ঠ উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআন পাঠ শুরু করা আবশ্যক। যারা পূর্ব হতে বদ্ধমূল বিশেষ ধারণা, মত ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন অধ্যয়ন শুরু করে তারা প্রকৃতপক্ষে কুরআন না পড়ে উহার ছত্রে ছত্রে নিজেদেরই পূর্ব ধারণার পাঠ নতুন করে গ্রহণ করে মাত্র। এদের মনে কুরআনের স্পর্শ পর্যন্ত লাগতে পারে না। শুধু তাই নয়, কোনো গ্রন্থ পাঠের এই পন্থা বৈজ্ঞানিক ও নির্ভুল হতে পারে না। কিন্তু বিশেষভাবে এই পন্থায় যারা কুরআন পাঠ করতে চায়, উহার গভীরে অন্ত র্নিহিত মহান সত্য ও তথ্যের দ্বার কখনই তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয় না। তাফহীম অধ্যয়নের এই নিয়ম নীতি আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

খুঁটিনাটি বিষয়ের চমৎকার বিশ্লেষণ

তাফসির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের লেখক অযথা পাণ্ডিত্য পরিহার করে হৃদয়ের অন্ধকার কুঠরীতে দীপ্তি সঞ্চার করতে চেয়েছেন। কুরআন মূলনীতি ও মৌলিক ব্যাপার সম্বলিত গ্রন্থ। এর মূল কাজ ইসলামি জীবন ব্যবস্থার আদর্শিক ও নৈতিক বিধানকে শুধু পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ ও আবেগধর্মী আবেদন উভয়ের সাহায্যে এটাকে অধিকতর দৃঢ়মূল করে দেয়াই এর দায়িত্ব। আর মানব জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়ের ব্যাপারে 'তাফহীমে' বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামি আন্দোলনের উপযোগী গ্রন্থ

'তাফহীমুল কুরআনে' এ কথাই বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, রসূল সা. -এর ঐ আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্যই কুরআন এসেছে। তাই কোন্ সূরাটি ঐ আন্দোলনের কোন্ যুগে এবং কোন্ পরিবেশে নাযিল হয়েছে তা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, ঐ পরিস্থিতিতে নাযিলকৃত সূরায় কী হিদায়াত দেয়া হয়েছে। এভাবে আলোচনার ফলে পাঠক রসূল সা. -এর আন্দোলনকে এবং সে আন্দোলনে কুরআনের ভূমিকাকে এমন সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে কুরআন বুঝবার আসল মজা মনে প্রাণে উপলব্ধি করা যায়।

কুরআন একটি বিপ্লবী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। এই দাওয়াতের সূচনা থেকে চূড়ান্ত পূর্ণতা অবধি ২৩ বছরের সুদীর্ঘকালে যে যে পর্যায় এবং যে স্তর অতিক্রম করে যেভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছি, তাফহীম ঠিক তেমনি একটি বিপ্লবী আন্দোলনে এর অগ্রনেতার বক্তৃতার ন্যায় পূর্ণভাবে পেশ করা হয়েছে, যাতে পাঠকের মন-মস্তিষ্ক, বুদ্ধি-বিবেক সকল কিছুই আন্দোলিত হয়।

সাহিত্যের অলংকার

কুরআনের যে বস্তুটি মানুষের পাষাণ হৃদয়কে মোমের মতো নরম করে দেয়, যা আরবের সমগ্র ভূ-খন্ডকে বজ্রপাতের ন্যায় কাঁপিয়ে তুলেছিলো এর যাদুকরী প্রভাব বিস্তারের কাছে কাফেররাও হার মেনেছিলো, তার নাম 'সাহিত্য' আর এ সাহিত্যের অলংকারের জন্যই "তাফহীম' বিখ্যাত।

উপসংহার

"তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনার যবনিকায় বলা যায়, তাফহীম এমন একটি তাফসির গ্রন্থ যাতে কোনো বিষয় বাদ পড়েনি। যেমন : তাওহীদ রিসালাত আখিরাত, রাজনীতি, সমাজনীতি এক কথায় সকল নীতি কথাই স্থান পেয়েছে এতে। যার কারণে সারা বিশ্বে ইসলামি আন্দোলনের পুনর্জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, তাফহীমুল কুরআন এক অসাধারণ তাফসির গ্রন্থ। যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার পাঠক এ তাফসির গ্রন্থ পাঠককে কুরআনের আলোয় নিজের জীবনকে আলোকিত করে সমাজ জীবনে কুরআনের আলো বিকিরণ করে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

www.pathagar.com

মোহ্সিনা আরজু

এ সময় মোহসিনা আরজু, পিতা-এ.কে.এম মহসিন, ফরিদপুর রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ - এর অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর রোল নম্বর ছিলো : ২১০০৮। তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

উপস্থাপনা

"পলে পলে মোর প্রিয় পরমায়ু হয়ে এলো নি:শেষ
শেষে দেখিতে দেখিতে আসিছে ঘনায়ে অন্তিম নিমেষ।
স্বপনের মতো কত সাল, মাস হেলায় হারায়ে এনু,
ক্ষণকাল পরে সহসা অচিরে বাজিবে মরণ বেণু।
ধিক এ জীবন, বৃথাই খাপিনু, না করিনু ভাল কাজ,
সম্মুখে মোর দীর্ঘ সফর পাথেয় কোথায় আজ?" -শেখ সাদী

হাঁ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট তথা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের বদৌলতে মানুষ আজ উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করছে। কিন্তু মানবিকতা বোধ ও নৈতিক অধ:পতনের সর্বনিম্ন স্তরে মানুষের আজ অবস্থান। জোর যার মুল্লুক তার প্রবাদে বিশ্বাসী আজ বিশ্ব মানবতা। সুনির্দিষ্ট কোনো অপরাধ ছাড়াই, নির্দিষ্ট কোনো বিচার ছাড়াই নির্যাতিত, নিপীড়িত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। মানুষই আজ মানবতার হন্তা।

এ অবস্থায় মুক্তির জন্য সবাই নিত্য নতুন মতবাদ সৃষ্টি করছে। একটু শান্তির অন্বেষায় রচনা করছে নবতর পন্থা। এ পথ থেকে সেপথ, অলিতে গলিতে খুঁজে ফিরছে শান্তির অমিয় সুধা।

অথচ চির নতুন, শাশ্বত, সর্বকালের সর্বজয়ী জীবন পদ্ধতিই মানুষের প্রকৃত শান্তির চাবিকাঠি। মানুষের তৈরি নবতর পন্থা যুগে যুগে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তাই এ মুহূর্তে প্রয়োজন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রদত্ত বিধান আল-কুরআনের পরিপূর্ণ অনুসরণ। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا ط

"আজ আমি তোমাদের আনুগত্যের বিধান পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করলাম।" -আল মায়িদা : ৩।

www.pathagar.com

কবি নজরুলের ভাষায় বলা যায়-

"ইসলাম সেতো পরশ মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি।

পরশে তার সোনা হলো যারা তাদেরে মোরো বুঝি"

কুরআন সুন্নাহ্‌র বিস্তারিত অথচ সরাসরি জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আর কুরআন অনুসৃত জ্ঞান মানেই চরিত্র মাধুরীতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। এটি এমন একটি শক্তিতে পরিণত হয়, কোনো বস্তুশক্তি তেমনটি দিতে পারে না।

আল্লাহ্ বলেন- قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ ط

অর্থ : তুমি বলো, জ্ঞানী এবং মূর্খ এই দুজন কি কখনও সমান হতে পারে? - সূরা আল যুমার : আয়াত- ৯

সূরা ফাতির এর ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ আরও বলেছেন-

اِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰؤُا ط

অর্থ : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।"

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, আধুনিক বিশ্বে পরিচালিত ইসলামি আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তাদের অন্যতম নেতা সুসাহিত্যিক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. লিখিত 'তাফহীমুল কুরআন' আধুনিক তাফসির সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। তার লিখিত বিশাল তাফসিরের বিস্তৃত ব্যাখ্যা থেকে আমরা আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল-কুরআনের আভ্যন্তরীণ সুষমামন্ডিত বাণীসমূহের সহজবোধ্য ব্যাখ্যা ও পথনির্দেশিকা পাই। পবিত্র কুরআনকে মানব জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ বিধানরূপে উপস্থাপন করা এবং এরই ভিত্তিতে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান নির্দেশ করার ক্ষেত্রে এই তাফসিরটি প্রায় এককভাবে স্বীকৃত।

এবারে রচনার বিষয়টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে নিম্নরূপে বিষয় ভিত্তিকভাবে ব্যাখ্যা করছি-

প্রথমত, আল কুরআন কি?

দ্বিতীয়ত, কুরআনের আলোকে জ্ঞান অর্জন।

তৃতীয়ত, এই জ্ঞানের বিতরণে তাফসির তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা।

ব্যাখ্যার ১ম অংশ

আল কুরআন কি?

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ্ তায়ালার বিস্ময়কর সত্যবাণী। এটা অবতীর্ণ হয়েছে রসূল সা. এর প্রতি এবং মানবজাতির এটা এক চিরন্তন মুজিজা বা অলৌকিক নিদর্শন। আল্লাহ্ বলেন-

www.pathagar.com

"তবে তারা কি বলে যে এটা তার নিজের (নবি সা.) রচনা? না, এটা বরং তোমার রবের পক্ষ থেকে আসা পরম সত্য"।

আল-কুরআনের অপর নাম 'ফুরকান', যা সত্য-মিথ্যা এবং ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী। মানবজাতির একমাত্র পথপ্রদর্শক এবং সর্বোত্তম, নির্ভুল জীবন বিধান হলো আল-কুরআন। এতে কোনো রকম ভুল বা সন্দেহের অবকাশ নেই। নেই কোনো সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন। আল কুরআনই একমাত্র পরম সত্য। এর বিপরীত যা কিছু তার সবই মিথ্যা।

কুরআন যে কোনো মানুষের রচনা নয়, মহান আল্লাহ্‌র বাণী, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি তুলে ধরা হলো-

১. নির্ভুলতা

৬২৩৬ আয়াত সংবলিত বিশাল এ গ্রন্থটিতে মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। রয়েছে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের নির্ভুল তথ্য ও দিকনির্দেশনা। আল্লাহ্ বলেন- ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ ج

অর্থ : এটা এমন এক গ্রন্থ যাতে কোনো ভুল বা সন্দেহ নাই। -সূরা ২ বাকারা : আয়াত ২।

২. কাব্যশৈলীর দিক দিয়ে কুরআন অনন্য

এর ছন্দ, ভাষার প্রয়োগ, প্রাঞ্জলতা, প্রবাহমানতা, রূপক, চিত্রকল্প, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস ইত্যাদিতে রয়েছে পরম উৎকর্ষের নিদর্শন। অথচ কোথাও সামান্যতম অসঙ্গতি নেই।

জার্মান মহাকবি গ্যটে বলেন :

"কুরআনের ভাষা, ভাব, উদ্দেশ্য, রীতি পদ্ধতি অতি ভক্তি উৎপাদক এবং এ কারণে এ গ্রন্থটি যুগ যুগ ধরে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে থাকবে।"

৩. মানব জীবনে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী

মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে বার লাখ বর্গমাইল এলাকার বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশৃংখল, বর্বর আরব উপজাতিকে আধুনিক সভ্যতার স্পর্শ ছাড়াই এক আশ্চর্য অনুপম ধর্ম-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন করে বিশ্বের সবচেয়ে সুশৃংখল, সভ্য, রুচিবান, উন্নত ও মার্জিত জাতিতে পরিণত করল। পরবর্তীতে শত শত বছর ধরে এরাই এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা তথা সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলো। এ সবই সম্ভবপর হয়েছিলো আল্লাহর বাণী আল-কুরআনের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

৪. কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

কুরআনের ভবিষ্যৎ বাণী উজ্জ্বলভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম মানব রচিত কোনো গ্রন্থ নয়। এমন কয়েকটি ভবিষ্যৎবাণী উল্লেখ করা হলো-

ক. রোমের নিকট পারস্যের পরাজয়ের ঘোষণা : ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কায়সার একের পর এক যুদ্ধে পারসিক শক্তিদের ধূলিস্যাৎ করে দেয়। এভাবে সূরা রোমে বর্ণিত আল্লাহ্‌র ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়।

খ. ফেরাউনের মৃতদেহ সংরক্ষিত থাকবে :

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ط (سورة يونس : ٩٢)

অর্থ : "সুতরাং আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করবো যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পার।"

ফেরাউনের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে। সেনাবাহিনীর অন্যান্যদের মতোই ফেরাউনের লাশও সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে বিনষ্ট হতে পারত কিংবা হাঙ্গর কুমীর খেয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ফেরাউনের মৃতদেহ উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে রাজকীয় প্রথামতে মমিকৃত হবার সুযোগ পেয়েছিলো।

ফ্রান্সের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলী তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ "The Bible the Quran and the Science" এ লিখেছেন, আমার পরামর্শক্রমে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে মমিটিকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য মিশর সরকারের অনুমতি ক্রমে একটি বিশেষ টীম গঠন করা হয়। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যা পাওয়া গেছে তাতে বলা যায় যে, এই ফেরাউনের মৃত্যু ঘটেছে ধর্মগ্রন্থে যেমনটি বলা হয়েছে পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে বা ডুবে যাওয়ার প্রাক্কালে নিদারুণ কোনো শকের কারণে।"

আল্লাহ্ কুরআনে চ্যালেঞ্জ করেছেন কুরআন অবিকৃত থাকবে, সেজন্য কুরআন আজও অবিকৃত। কুরআন সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট যে এটি আল্লাহর সত্যবাণী।

ব্যাখ্যার ২য় অংশ

কুরআনের আলোকে জ্ঞান অর্জন

কোন্ ভয়ানক ঘুমের ঘোরে
তোমার সময় কাটছে আজ,
অথচ হায় হাজার দুশমন
আঙ্গিনায় হাটছে আজ
শান্তি প্রিয় মানুষ যখন

www.pathagar.com

স্বস্তি হারা শংকা কুল
তখনও কি দৃষ্টি তোমার
অন্ধকারে বদ্ধমূল।
তখন ও কি আলোর দিকে
দু:সাহসী তোমার দৃপ্ত কদম চলে না?

কবি এখানে সত্যের আলো, কুরআনের কথা বলছেন। আরও বলছেন, প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের সময় এখনই।

কুরআনে অফুরন্ত জ্ঞানের যে সাগর পুঞ্জীভূত হয়েছে, অন্য কোনো কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না। এই সংক্ষিপ্ত সীমিত শব্দ সম্ভারের মধ্যে এতো জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পরিপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর বিশ্বপরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্ভুল বিধান বর্ণিত হয়েছে।

শুধু আপাতদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সে সব নির্দেশ একটা জাতির বাস্তব জীবনে অন্তরে অন্তরে প্রতিফলিত হয়ে তাদের জীবনধারা এমনকি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস এবং রুচিতেও এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন করে দেয়ার নযিরও আর দ্বিতীয়টি নেই।

আল-কুরআন মানুষের জীবনকে কীভাবে বদলে দেয় তা আজও আমরা প্রত্যক্ষ করি বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে। পপ সঙ্গীত তারকা ক্যাট স্টিভেন্স, পণ্ডিত ভগবান শিবশক্তি, সরুপজী, মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী তাদেরই কয়েক জন।

কুরআন ও হাদিস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, জ্ঞান প্রধাণত দুই প্রকার:

১. অহি বা নাযিলকৃত জ্ঞান।

২. বস্তুগত বা জাগতিক জ্ঞান

এই উভয় প্রকার জ্ঞান অর্জনের জন্য ইসলামে তাকিদ দেয়া হয়েছে। নাযিলকৃত অহির জ্ঞান যেমন জরুরী, তেমনি বস্তুগত বা জাগতিক জ্ঞান অর্জনকে দুনিয়াবি বলে দূরে ঠেলে দেয়া এক ধরণের নাফরমানি।

আল্লাহ্ বলেন-

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ○

অর্থ : কুরআনুল কারীম থেকে অনুবাদ এমন "তোমাদের ভেতর থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ্ উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বেশ খবর রাখেন।"-আল মুজাদালা : ১১।

নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য ঘর থেকে বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র রাস্তায় থাকে।" -তিরমিযি।

তিনি আরো বলেছেন : 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর।'-রসূলুল্লাহর বাণী, আবদুল্লাহ্ সূহরাওয়ার্দী : পৃষ্ঠা-১৬।

জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ্পাক ও তাঁর রসুলের এতো নিদের্শনা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি অজ্ঞানতার অন্ধকারে। যারা আল্লাহ্পাকের অভিভাবকত্ব পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, যে মুসলমানরা বিশ্বে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন, তা আজও সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন ইমানে আন্তরিক হওয়া, আমলে নিষ্কলুত থাকা ও জ্ঞান গবেষণায় আগ্রহী হওয়া।

আল-কুরআন কী এবং এর আভ্যন্তরীণ জ্ঞান বা বিষয় সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হলো। এই জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে ও জানা হলো। এবার সর্বশেষ অংশে আসছি :

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআনের' ভূমিকা

হাদিসে এসেছে, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়।' -সহীহুল বুখারি

পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে মানুষের প্রতি নির্দেশ এসেছে কুরআন নিজে বুঝার সাথে সাথে অপরকে বুঝানোর। মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে। যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ কুরআনে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। বলেছেন আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করতে। রসূল সা. এবং তাঁর সাহাবিগণ যেভাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্র দায়িত্ব পালন করেছেন, ঠিক একইভাবে আমাদেরকেও এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

www.pathagar.com

'তাফহীমুল কুরআনে' এ কথাই বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, রসূল সা. -এর পরিচালিত আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্যই কুরআন এসেছে। তাই কোন্ সূরাটি ঐ আন্দোলনের কোন্ যুগে এবং কী পরিবেশে নাযিল হয়েছে, তা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, ঐ পরিস্থিতিতে নাযিলকৃত সূরায় কী হিদায়াত দেয়া হয়েছে। এভাবে আলোচনার ফলে পাঠক রসূল সা. -এর আন্দোলন এবং সে আন্দোলনে কুরআনের ভূমিকা এমন সহজ ও সুন্দর করে বুঝতে পারে যার ফলে কুরআন বুঝার আসল মজা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারে। 'তাফহীমুল কুরআন' ঈমানদার পাঠককে রসূল সা. -এর আন্দোলনের সংগ্রামী ময়দানে নিয়ে হাযির করে। ইসলামি আন্দোলন ও ইকামাতে দীনের সংগ্রামে রসূল সা. ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রা. কে যে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে তা এ তাফসিরে এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে, পাঠকের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকার উপায় নেই।

'তাফহীমুল কুরআনের' ২য় খণ্ডে সূরা আলে ইমরানে ওহুদ যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ এ যুদ্ধে পরাজয়ে মুসলমানদের দু:খ দেবার জন্য নয় বরং সান্তনা দিয়ে জানালেন- 'যদি আঘাত খেয়ে তোমরা দু:খ পেয়ে থাক, তবে মনে রেখো, তোমরাও বিধর্মীদেরকে অনুরূপ আঘাত দিয়েছ এবং আমরা পর্যায়ক্রমে মানুষের মধ্যে এই (ভাগ্য বিপর্যয়ের) দিনগুলো এনে থাকি, যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন কারা প্রকৃত বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্ অন্যায়কারীদেরকে ভালবাসেন না এবং যাতে তিনি বিশ্বাসীদেরকে খাঁটি করে নিতে পারেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে মঙ্গল হতে বঞ্চিত করেন।' -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৪০।

এ তাফসিরের ব্যাখ্যা পাঠককে শুধু ঘরে বসে পড়ার মজা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না, তাকে ইসলামি আন্দোলনেও উদ্বুদ্ধ করে। যে সমাজে সে বাস করে সেখানে রসূলের সা. সেই সংগ্রামী আন্দোলন না চালালে কুরআন বুঝা অর্থহীন বলে তার কাছে মনে হয়। 'তাফহীমুল কুরআন' কোনো নিষ্ক্রিয় মুফাসসিরের রচনা নয়। ইকামাতে দীনের আন্দোলনের সংগ্রামী নেতার লেখা এ তাফসির পাঠককেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাগিদ দেয়। এটা বর্তমান সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজন। এটাই এ তাফসিরের কৃতিত্ব।

মুসলমানদের অতীত ইতিহাসও প্রমাণ করে জাগতিক ও অহিভিত্তিক জ্ঞানের প্রয়োগে অগ্রণী ছিলো বলে মুসলমানরা এক সময় সারা বিশ্বে ছিলো নেতৃস্থানীয়। জনাব এম. আকবর আলী লিখিত 'বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান' শীর্ষক বইতে বলা হয়েছে বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে অতীতে কেবল মুসলমানদেরই অবদান ছিলো। পণ্ডিত বলে খ্যাত ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহের লাল নেহেরুর ভাষায় বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানের স্বীকৃতি ছিলো নিম্নরূপ-

www.pathagar.com

"Among the ancients we do not find the Scientific method in Egypt or china or India. We find just a bit of it in old Greece. In Rome again it was absent but the Arabs had this scientific, spirit of inqury and so may be considered the fathers of modern science. [Pundit Jowaharlal Nehru Glimpses of world History, London, 1931, Page-151]

যে বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে 'তাফহীমুল কুরআন' কুরআন বুঝার এবং এর জ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তা নিম্নরূপ :

১. আধুনিক শিক্ষিত লোকদের প্রয়োজন পূরণ ও তাদের মনের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করার উদ্দেশ্যেই এই তাফসির লিখিত হয়েছে। এই তাফসির এমনভাবে লিখিত হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠক এটা পড়ার সংগে সংগে কুরআনের মূল ভাবধারা ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারেন এবং কুরআন তাদের মধ্যে যে প্রেরণা সৃষ্টি করতে চায় তা অনায়াসে সৃষ্টি হতে পারে।

২. এই তাফসিরে সাধারণ তরজমার রীতি পরিত্যাগ করে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ অনুবাদের নিয়ম গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত শাব্দিক তরজমা দ্বারা কুরআনের মূল ভাবধারা অনুধাবনের ব্যাপারে কতগুলো জটিলতা দেখা দেয়ায় এই পথ অবলম্বন করা হয়নি। অন্যদিকে স্বচ্ছন্দ অনুবাদে যে সাহিত্যিক ভাব কুরআন এর অর্থ থেকে প্রকাশ পায় তা বহু পাষাণ হৃদয়কে পর্যন্ত মোমের মতো নরম করেছিলো এবং বিদ্যুতের গর্জনের মতো গোটা আরবকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। সূরা তা-হায় হযরত উমর রা. -এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনি আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়। এমনকি বিরুদ্ধবাদিরাও কুরআনের সাহিত্যিক মান স্বীকার না করে পারেনি। বস্তুত কুরআনের সাহিত্যিক মান এরূপ না হলে আরববাসীকে এটা যেভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে তা কিছুতেই সম্ভবপর হতো না।

৩. যেহেতু কুরআনকে সুষ্ঠুরূপে বোঝার জন্য তার বাণীসমূহের পটভূমি সামনে থাকা একান্তই আবশ্যক, সেজন্য এ তাফসিরে প্রত্যেক সূরার শুরুতেই একটি ভূমিকা লিখে দেয়া হয়েছে। এতে বিশেষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রত্যেক সূরা নাযিল হওয়ার সময় ও কাল, তৎকালীন অবস্থা, উপস্থিত সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোনো বিশেষ আয়াত কিংবা আয়াত সমষ্টি নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য স্বতন্ত্র হলে তা ও টীকায় লিখে দেয়া হয়েছে।

وَالْعَصْرِ (١) انَّ الانْسنَ لَفِىْ خُسْرٍ (٢) الاَّ الَّذِيْنَ ءَمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّلحتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

www.pathagar.com

অর্থ : 'সময়ের কসম। মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং একে অপরকে হক কথা ও সবর করার উপদেশ দিয়েছে।'

সূরা আসরের এই আয়াতগুলো থেকে প্রত্যেক মানুষ এবং গোটা মানব গোষ্ঠীর উপর যে দায়িত্ব এসে পড়েছে মুসলিম হিসেবে তা পালনের ক্ষেত্রে এ তাফসির বড় অবদান রাখছে। আমরা যদি কুরআনের বাণী এবং এর ব্যাখ্যা অন্য মানুষের কাছে পৌছাতে যাই সেক্ষেত্রে প্রথমেই দরকার সহজভাবে তাদের কাছে তা পেশ করা। সম্মানিত লেখক এ তাফসিরে সূরাগুলোর ব্যাখ্যা সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে করে আমাদেরকে দায়ী ইলাল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর দায়িত্ব পালন ও উদ্বুদ্ধ করেছেন।

৫. এ তাফসিরে কুরআন অধ্যয়নের কিছু প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এগুলো বর্ণনা করেছেন, যা মেনে চললে আমরা কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে পারব। এখানে বলা হয়েছে কেউ যদি কুরআন বুঝতে চায় তবে তার মন-মস্তিষ্কে পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ধারণা-কল্পনা ত্যাগ করে সম্পূর্ণ উদার ও মুক্ত মন নিয়ে কুরআন পড়ায় মনোনিবেশ করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস, আকিদা, নৈতিক চরিত্র, সমাজ গঠন প্রণালী ও অপরাপর জীবন সমস্যার বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষভাবে নোট করে গবেষণা করলে দেখব যে, এমন সব আয়াত থেকে আমাদের সমস্যার সমাধান পাচ্ছি যা পূর্বেও অনেকবার পড়েছি। আর এভাবে গবেষণা করলে আমরা যথাযথভাবে কুরআন বুঝতে পারব।

৬. 'তাফহীমুল কুরআন' আমাদের বাস্তব জীবনেও কুরআন অনুসারী হতে শিখায়। এর ভূমিকাতেই বলা হয়েছে মূলত এটা একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের গ্রন্থ। এটা নাযিল হয়েছে সমাজের নির্মল চরিত্র সম্পন্ন লোকদের নির্লিপ্ত ভাব পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ বিরোধী পৃথিবীর মোকাবেলায় দাঁড় করাতে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ফ্যাসাদপন্থী লোকদের মোকাবিলায় দাঁড়াতে। এটা হক ও বাতিলের প্রাণান্তকর দ্বন্দ্বের প্রতিটি পর্যায়ের চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। যেমন- 'তাফহীমুল কুরআনের' ২য় খণ্ডে, সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

"আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। এ জীবন যাপন পদ্ধতি বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। আর তা হলো এই যে, মানুষ এক আল্লাহ্কেই নিজের মালিক ও মাবুদ মেনে নিবে এবং তাঁরই দাসত্ব ও বন্দেগিতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করে দিবে। উপরন্তু তাঁর বন্দেগি করার কোনো পন্থা নিজেরা আবিষ্কার করবে না; বরং তিনি নিজেই তাঁর পয়গম্বরদের মারফতে

www.pathagar.com

যে বিধান নাযিল করেছেন, কোনো প্রকার কম-বেশি না করে পুরোপুরি তারই অনুসরণ করবে। এই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নাম হলো 'ইসলাম'।

আবার বলা হয়েছে-

"মানুষ নির্বুদ্ধিতাবশত নিজেকে নাস্তিকতা থেকে শুরু করে শিরক ও মূর্তি পূজা পর্যন্ত সকল প্রকার মতাদর্শ গ্রহণ ও সকল পথ অনুসরণের অধিকারী বলে মনে করতে পারে; কিন্তু বিশ্বসম্রাটের দৃষ্টিতে এটা সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

এভাবে হক ও বাতিলকে তিনি স্পষ্ট করে পেশ করেছেন। আমাদের সমাজের চারপাশে, আনাচে-কানাচে এবং বিশ্বের সর্বত্র ইসলাম ও জাহিলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব অব্যাহত আছে। সংগ্রামের কোনো পর্যায় অতিক্রম না করে শুধু কুরআন পড়েই এবং এর অর্থ জেনেই বসে থাকাকে 'তাফহীমুল কুরআনে' হাস্যকর বলা হয়েছে।

৭. এতে বলা হয়েছে, কুরআন প্রকৃতভাবে অনুধাবন করা কেবল তখনই সম্ভব যখন আপনি উঠে দাঁড়াবেন এবং আল্লাহ্‌র দিকে বিশ্ব মানবকে আবেদন জানানোর কাজ বাস্তব ক্ষেত্রে শুরু করবেন।

আল্লাহ বলেন, 'তার কথার চেয়ে উত্তম আর কার কথা হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে ডাকে, নেক আমল করে এবং ঘোষণা দেয় আমি মুসলিম।' হা-মীম সাজদা-৪১ : ৩৩।

এরপর আপনার কার্যক্রম যদি সত্যিই কুরআন অনুযায়ী হয় তবে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় তখনকার লোকেরা যা অনুধাবন করেছেন আপনিও তাই অনুধাবন করবেন। মক্কা, আবিসিনিয়া, তায়েফের কঠিনতম পর্যায়গুলো আপনার সামনেও আসবে। বদর ও ওহুদ থেকে হোনায়েন এবং তাবুক পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায় আপনার সামনে আসবে। আবু লাহাব আবু জেহেল থেকে শুরু করে বহু মুনাফিক ও ইয়াহুদি জাতির সাথে আপনার দেখা হবে। এটা এমন একটা পর্যায় যেটাকে 'তাফহীমুল কুরআনে' কুরআনী সাধনা বলা হয়েছে।

উপসংহার

আল্লাহ্ পাক বলেন :

فَامَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ○

"আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসবে যারা আমার দেয়া হিদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোনরূপ শাস্তির ভয় এবং দুশ্চিন্তার

www.pathagar.com

কারণ নাই, আর যারা নাফরমানী করবে এবং আমার বাণী এ নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে যাবে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" -আল ২ বাকারা : আয়াত ৩৮-৩৯।

এই হিদায়াত হচ্ছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত জীবন বিধান আল-কুরআন। আর 'তাফহীমুল কুরআন' হচ্ছে অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি মাওলানা মওদূদী রহ. প্রণীত বর্তমান সময়োপযোগী অনুপম জ্ঞানের ভান্ডার, যার সাহায্যে আমরা কুরআনকে যথাযথভাবে বুঝতে পারব। এটা আমাদের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত বটে। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে দুনিয়াতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে বিরাট দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। 'তাফহীমুল কুরআন' আমাদের সামনে বিস্তীর্ণ জ্ঞানের প্রান্তর উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমরা এ তাফসির গভীরভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রতিনিধিত্বের যে দায়িত্ব দিয়েছেন তার গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারব; ইনশাল্লাহ। আখিরাতের কঠিন বিচার দিবসে আমরা যেন অপছন্দ না হই এবং আল্লাহ্র ঘোষিত কঠিন শাস্তির মুখে না পড়ি সেজন্য আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব এবং দায়ী ইল্লাল্লাহ্র কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করার তাওফীক দিন। আমীন॥

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ওসমান গনি রায়হান

এ সময় মুহাম্মদ ওসমান গনি রায়হান, পিতা- মরহুম নূরুজ্জামান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় -এর সম্মান ১ম বর্ষের মানবিক বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তাঁর রোল নম্বর ছিলো : ০৪০৯১৫৯৫। তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

১. উপস্থাপনা

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসির তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। পৃথিবীর অন্যান্য তাফসির গ্রন্থগুলো ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও এক পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনের নাম তা তাফসির তাফহীমুল কুরআনেই পূর্ণ রূপে পেশ করা হয়েছে। তাই আমরা কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে পারি

فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم العلهم يحذرون (سورة توبة :١٢٢

অর্থ : তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হল না, যাতে দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সতর্ক করে স্বজাতিকে যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যাতে তারা বাঁচতে পারে? -সূরা তাওবা : আয়াত ১২২।

ইসলামি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে যখন সকল তাফসির গ্রন্থ মানুষকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে পূর্ণতা প্রকাশ করতে পারছিলো না ঠিক সেই মুহূর্তে ইসলামের সঠিক ধারণাসমৃদ্ধ তাফসির তাফহীমুল কুরআন যুগোপযোগী ভূমিকা পালনে এগিয়ে এলো। ইসলামের প্রথম শিক্ষা হলো اقرأ باسم ربك ألذى خلق পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন" আর শিক্ষার মাধ্যমকে কুরআনি করণের ক্ষেত্রে তাফসির তাফহীমুল কুরআন যে ভূমিকা পালন করছে তা অন্য কোনো তাফসির গ্রন্থে চিন্তা করার অবকাশ নেই। মানব রচিত মতবাদের পদচারণায় সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণে মানুষদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে পারছিলো না, এমনি এক সময় উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলিম কুলের শিরোমনি আল্লামা মওদূদী রহ. তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, ঐকান্তিক সাধনা, চিন্তা-চেতনা আর মানব সভ্যতার বাস্তব প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে অন্যান্য তাফসির গ্রন্থগুলোকে পর্যালোচনা করে 'তাফহীমুল কুরআনের' মতো চমৎকার একটি যুগোপযোগী তাফসির রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

২. তাফসির ও তাফহীমের অর্থ

তাফসির শব্দটি আরবি فسر শব্দ হতে নির্গত হয়েছে। تفسير শব্দটি বাবে تفعيل এর ওজনে। অর্থ হলো ফেটে ফেলা, খুলে ফেলা, বিশ্লেষণ করা, ব্যাখ্যা করা

www.pathagar.com

ইত্যাদি। আর تفهيم শব্দটিও বাবে تفعيل এর ওজনে আসে, অর্থ হলো বুঝানো, জানানো, অবগত হওয়া, বোধগম্য হওয়া ও চেতনা সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

৩. জীবন বিধানের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ

বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফসির গ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন' মানব সমাজে জীবন বিধানের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ তুলে ধরতে মনোরমভাবে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য তাফসির গ্রন্থগুলো যা অর্জন করতে অক্ষমের পর্যায়ে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অতএব, তাফসির 'তাফহীমুল কুরআনে' ইসলামী জীবন বিধানের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

৪. তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক মন-মানসিকতাকে সামনে রেখে মাওলানা এর টীকায় বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দান করেছেন। আরবি অভিধান, ব্যাকরণ ও তর্ক শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের কোনো প্রকার অবতারণা না করে সহজ-সরল ভাষায় আধুনিক যুগের সমস্যাগুলোর সমাধান পেশ করেছেন। কুরআন পাঠকালে পাঠকের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় ও প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে, সে সবের উপর মনোজ্ঞ আলোকপাত করেছেন। তাফসির তাফহীমুল কুরআনের আরও একটি উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য : প্রত্যেকটি সূরার প্রারম্ভে তার একটি পরিচিত, উপক্রমণিকা বা মুখবন্ধ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সূরাটির কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়, তার পটভূমিকা, শানে নুযুল, যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সূরাটির অবতারণা, তার পূর্ণ বিবরণ প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে সূরাটির অন্তর্নিহিত মর্মসহ তার আলোচ্য বিষয়বস্তু পাঠকের মনে পূর্বাহ্নেই পরিস্ফুট হয়ে যায়। এ হচ্ছে কুরআন অনুধাবন করার এক অভিনব পন্থা, যা মাওলানা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

৫. 'তাফহীমুল কুরআনের' একটি উল্লেখযোগ্য দিক

মাওলানা মওদূদী রহ. নবি মুস্তফা সা. -এর সিরাত পাকের উপর প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। কুরআন পাকের ধারক ও বাহক নবি মুস্তফা সা. -এর সত্যিকার পরিচয় দান করে তাঁর প্রতি পাঠকের অগাধ প্রেম ও ভালবাসা সঞ্চার করেছেন। নবি পাকের মক্কী ও মাদানি জীবনকে পৃথক পৃথক স্তরে বিভক্ত করে সিরাতুন্নবির বিভিন্ন দিক সুস্পষ্ট করেছেন। পদে পদে নবুয়তের অকাট্য প্রমাণাদি পেশ করে রিসালাতের প্রতি পাঠকের দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করেছেন, অত:পর পাঠক স্পষ্টত অনুভব করতে পারে যে, অহি, নবি-রসূল, কিতাব ও সুন্নাত পরস্পর

www.pathagar.com

ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাফহীমুল কুরআনের টীকায় সিরাতের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সত্ত্বেও এ সম্পর্কে পৃথক গ্রন্থ রচনার বাসনা মাওলানার ছিলো। আল্লাহ্‌র অসীম রহমতে এ বিরাট কাজও তিনি সম্পন্ন করেছেন, যা কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফহীমুল কুরআনের অন্যতম দিক।

৬. আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

আল্লামা মওদূদী রহ. তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' রচনায় আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্ব আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আইনগত সার্বভৌমত্ব তাঁরই স্বীকার করতে হবে, যার বাস্তব সার্বভৌমত্ব স্থাপিত হয়েছে নিখিল বিশ্বের উপর এবং গোটা মানবজাতির উপরও যার সার্বভৌমত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

৭. উদাহরণ স্বরূপ : কুরআনের আয়াত

ان الحكمُ الا لله امر الا تعبدوا إلا اياه ط ذالك الدّين القيم ولكن أكثرا الناس لا يعلمون ط

"হুকুম দেওয়া ও প্রভূত্বের ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। তিনি আদেশ করেছেন, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য করো, এটাই সঠিক পন্থা। -সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪০, আ'রাফ : আয়াত ৩, মায়িদা : আয়াত ৪৪

এই আয়াতগুলোর তাফসির হতে 'তাফহীমুল কুরআনের' দৃষ্টি ভঙ্গি পরিষ্কার জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার আইনগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার নাম ঈমান ও ইসলাম এবং তা অস্বীকার করার নামই নিরেট কুফর।

৮. মানবসমাজে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআনের' গ্রহণযোগ্যতা

মানবসমাজ আবহমান কাল ধরে বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ অধ্যয়ন করে আসছিলো, কিন্তু খুঁজে পেলো না সঠিক সমাজ পরিচালনার কাঠামো। অবশেষে মানবসমাজ পরিচালনার জন্য মাওলানা মওদূদী রহ. তাফসির তাফহীমুল কুরআন রচনা করার ফলে সমাজ পরিচালনা বা বিনির্মাণ করার সঠিক এবং সর্বজন গ্রাহ্য তাফসির গ্রন্থের সন্ধান লাভ করলেন সাধারণ মানুষ। ফলে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআনের' গ্রহণযোগ্যতা এবং চাহিদা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা অন্যান্য তাফসির গ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিরল।

৯. ভাষাগত সারল্য

তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' ভাষাগত দিক থেকে সহজ এই জন্যে যে, ইসলামি আন্দোলনের সঠিক জ্ঞান আহরণে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' সহজভাবে তা উপস্থাপন করেছে -যা অন্য কোনো তাফসির গ্রন্থে নেই।

www.pathagar.com

১০. রসূল সা. -এর সিরাতের সঠিক চিত্র

উপমহাদেশে মুসলমানগণ যখন ঈদে মিলাদুন্নবী, আশেকে রসূল সা. সম্মেলন, জশনে জুলুসের মধ্য দিয়ে রসূল সা.-এর আংশিক সিরাতকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরছে, ঠিক তেমনি মুহূর্তে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' রসূল সা. -এর সঠিক জীবন ব্যবস্থা কী ছিলো, তা অত্যন্ত যুক্তিসংগত ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় জনসম্মুখে উপস্থাপন করে সকল বিতর্কের অবসান ঘটাতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছে। তাই তো পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাআলা বর্ণনা করেছেন-

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসূল সা. -এর জীবনে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। হযরত আয়শা ছিদ্দিকা রহ. রসুলের সিরাত সম্পর্কে বলেন كان خلقه القران কুরআন ছিলো তাঁর চরিত্র।

১১. 'তাফহীম' অন্যান্য তাফসির থেকে আলাদা কেন

আলিম সমাজ যখন বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ অধ্যয়ন করে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না, ইসলামি আন্দোলনের সঠিক Concept জানা থেকে দূরে ছিলেন, এমনি সময় তাফসির 'তাফহীমুল কুরআনের' মতো নিয়ামত এক অন্য ভূমিকা নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত। আর সে ভূমিকার মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু দিক তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি : ১. ইসলামের সাম্য ২. যুদ্ধনীতি ৩. সামাজিক অবকাঠামো ৪. রাজনৈতিক জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ৫. ইসলামি অর্থনীতি ৬. ইসলামি পররাষ্ট্রনীতি ৭. ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালনা ৮. পরিবার বা সন্তানের হক ৯. ইসলামে সন্ধি ১০. দায়িত্বশীলদের গুণাবলী ১১. কর্মীদের সাথে দায়িত্বশীলের আচরণ ১২. দাওয়াত দানের পদ্ধতি বা কৌশল ১৩. ইসলামি আন্দোলনে প্রশিক্ষণ ১৪. ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা ১৫. সুদ, ঘুষ, জুয়া ও হাউজিং ১৬. যৌতুক প্রথা ১৭. ইসলামে নির্বাচন পদ্ধতি ১৮. ইসলামি সরকারের দায়িত্ব ১৯. ইসলামে ব্যবসানীতি ২০. অমুসলিমদের প্রতি আচরণ ২১. ইসলামে দাসত্ব প্রথা।

১২. ইসলামি আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টিতে 'তাফহীমুল কুরআন'

মুসলিম জাতির মধ্যে সত্যিকার ইসলামি আন্দোলনের সূচনা করা বড়ই দু:সাধ্য কাজ ছিলো। এই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করছে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন'। আর কুরআনের জ্ঞান বিতরণে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সহজ-সরল এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' ইসলামি আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সম্মানিত

www.pathagar.com

লেখক আল্লামা মওদূদী রহ. লেখনি শক্তি, হিকমত, দক্ষতা, অসীম ধৈর্য, সহনশীলতা, অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা ইত্যাদির মাধ্যমে কুরআনের মর্ম প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

১৩. ইসলামি পুনর্জাগরণে 'তাফহীমুল কুরআন'

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' অধ্যয়ন মানব সমাজে ইসলামের পুনর্জাগরণে অন্যতম মাধ্যম। এই তাফসির অধ্যয়ন করলে স্বাভাবিকভাবে ইসলামের জয্‌বা, স্পৃহা, মুসলমানদের তাহজীব-তামুদ্দুন পূর্ণভাবে উদ্ধারের জন্য পুনর্জাগরণ পয়দা হয়। অন্যান্য তাফসির গ্রন্থে ইসলামের পুনর্জাগরণের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রয়াস খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। তাই ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য তাফসির 'তাফহীমুল কুরআনের' বিকল্প নেই।

১৪. ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় তাফসির তাফহীমের অবদান

ইসলামি জীবনব্যবস্থা উপস্থাপনে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআনে'র উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ আছে সে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা ও ইসলামের দায়িত্ব পালনে পূর্ণ দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তাফসির তাফহীমুল কুরআনের অবদান অতুলনীয়। এতো সুন্দর অবদান রাখতে অন্যান্য তাফসির গ্রন্থগুলো তাফসির 'তাফহীমুল কুরআনের' মতো স্মরণীয় নয়।

১৫. তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' সার্বজনীন

ইসলামি আন্দোলনের সঠিক ধারণা অর্জনে তাফসির তাফহীমুল কুরআন সর্বজনীন ভূমিকা পালন করছে। অন্যান্য তাফসির গ্রন্থগুলো ইসলামি আন্দোলনের সঠিক Concept দিতে সক্ষম হয়নি।

১৬. ধর্ম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

রসূল মুহাম্মদ সা. এজন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন যে, ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় জাহেলী ধ্যান ধারণার অপনোদন করে একটি যুক্তিসংগত ও সুষ্ঠু চিন্তা-চেতনা পেশ করবেন, আর তা পেশ করার মাধ্যমেই ক্ষান্ত হবেন না; বরং তার ভিত্তিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি পরিপূর্ণ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে সফলতার সাথে তা চালু করে দেখিয়েও দেবেন। ধর্ম যদি শুধু জীবনের একটা অংশ হয় তাহলে এটা সঠিক কোনো ধর্ম নয়। বরং মানবজীবনের প্রতিটি কর্মকেই ধর্ম বলা যেতে পারে, যদি তা আদর্শ হতে পারে- সমগ্র জীবনের প্রেরণার উৎস বা পরিচালিকা

www.pathagar.com

শক্তি। কুরআনের জ্ঞানের মাপকাঠিতে এ উপলব্ধিটুকু কেবল তাফসির 'তাফহীমুল কুরআনের' দ্বারাই উপলব্ধি করা সম্ভব।

১৭. জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও 'তাফহীমের' ভূমিকা

কুরআন এ বিশ্বে মানুষের সঠিক মর্যাদা ও জীবন সম্পর্কে তার পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি ভঙ্গি পেশ করেছে। (সূরা তাওবা : আয়াত ১১১)

إن اشتري من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقتلُوْنَ في سبيل الله فيقتلون ويقتلون–سورة توبة : ١١١

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। যারা আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করে তারা মারে এবং মরে।

কিন্তু নিরেট সত্যের আলোকে ফয়সালা হলো মানুষের জীবন এবং ধর্ম ও প্রাণের প্রকৃত মালিক মহান রাব্বুল আলামিন, তিনি যে মানবজাতিকে পুরস্কার হিসেবে মৃত্যুর পর জান্নাত দান করবেন তা সুস্পষ্টভাবে কুরআনে ঘোষণা করেছেন, আর বাস্তবতার যে কার্যাবলি তা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেশ করতে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' অনন্য ভূমিকা পালন করছে।"

১৮. আল্লাহর বড় দু'টো পরীক্ষা

মহান আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে দুটি বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। প্রথমটি হলো তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়ার পর সে মালিককে মালিক মনে করার এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের পর্যায়ে নেমে না আসার মতো সৎ আচরণ করে কিনা? দ্বিতীয়টি আপন প্রভু ও মনিবের কাছ থেকে আজ যে মূল্য আদায় করার ওয়াদা তাঁর পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার বিনিময়ে নিজের আজকের স্বাধীনতা ও তার যাবতীয় সাধ বিক্রি করতে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাজি হয়ে যাবার মতো আস্থা তাঁর প্রতি আছে কিনা? এক্ষেত্রে 'তাফহীমুল কুরআন' মানুষদের কুরআন থেকে আরো বেশি জ্ঞান আহরণে উৎসাহিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১৯. ইসলাম ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন'

ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদাকরণের শয়তানী দর্শন স্বয়ং মুসলমানদের মন মগজকেও প্রভাবিত করেছে ও বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে তারা এই বিভক্তির সপক্ষে অবকাশ সৃষ্টির অপচেষ্টা করছে। আসলে ইসলাম কোন্ ধরনের বিপ্লব সংঘটিত করতে চায়, সে সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনে সুস্পষ্ট বক্তব্য দেয়া হয়েছে এবং ইসলাম ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তাফসির

www.pathagar.com

'তাফহীমুল কুরআন' অন্যতম ভূমিকা রেখেছে যা অন্যান্য তাফসির গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় না। এমনকি সূরা বাকারার ১৯৩নং আয়াতে বলা হয়েছে- "যতোক্ষণ ফিতনার অবসান না ঘটে এবং দীন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট না হয়ে যায় ততোক্ষণ তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাও। এরপর যদি তারা ক্ষান্ত হয় তাহলে যালিমদের উপর ছাড়া আর কারো উপর বাড়াবাড়ি করা বৈধ নয়"। তাফসির তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে," ক্ষান্ত হওয়ার অর্থ কাফিরদের শিরক ও কুফ্‌রী পরিত্যাগ করা নয়, বরং ফিতনা থেকে ক্ষান্ত হওয়া"।

২০. কুরআনের জ্ঞান বিতরণে অমূল্য রত্ন

তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' যেমনি অন্য তাফসিরগুলোর ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখছে তেমনি মানব সমাজ 'তাফহীমুল কুরআনকে' অধ্যয়ন করে অমূল্য রত্ন লাভ করছে। যা পরিপূর্ণ আদর্শ ও যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ তৈরি করে উপমহাদেশে ইসলামি আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। তাফসির তাফহীমুল কুরআনের এ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

২১. ইসলামে হক ও বাতিলের পরিচয় জানতে 'তাফহীমের' অবদান

ইসলামে কোনটি হক আর কোন্‌টি বাতিল, কোন্‌টি বর্জন করে কোন্‌টি গ্রহণ করতে হবে তা জানতে বিশেষ অবদান রাখে 'তাফহীমুল কুরআন' বুদ্ধি, বিবেচনা, উপলব্ধি, চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, পথপ্রদর্শক, ন্যায়, অন্যায়, ভুল ও নির্ভুল যাচাই করার ক্ষেত্রে তাফহীম যে ভূমিকা রেখেছে, তা কোনো তাফসিরকারক এতো চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে পারেনি, যতোটা না তাফহীমুল কুরআন পেরেছে। 'তাফহীম' পেরেছে জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে ও প্রতিটি পদক্ষেপে হক ও বাতিল পথের পার্থক্য দেখাতে, পেরেছে মানব সমাজকে অন্যায়, অসত্য পথ থেকে বিরত থেকে সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকা ও সামনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি ও সাহস যোগাতে এবং দুনিয়া থেকে পরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত জীবনের এ সুদীর্ঘ ও অফুরন্ত অভিযাত্রায় মানুষকে কামিয়াবি ও সৌভাগ্যের সাথে প্রতিটি মঞ্জিল অতিক্রম করার সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রদর্শন করতে।

২২. উপসংহার

তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' একথাই বুঝাবার চেষ্টা করেছে যে, রসূল সা. -এর ঐ আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্যই কুরআন এসেছে। তাই কোন্ সূরাটি ঐ আন্দোলনের কোন্ যুগে এবং কি পরিবেশে নাযিল হয়েছে তা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে ঐ পরিস্থিতিতে নাযিলকৃত সূরায় কী হিদায়াত দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। এভাবে আলোচনার ফলে পাঠক রসূল সা. -এর আন্দোলনকে এবং সে আন্দোলনে কুরআনের ভূমিকা সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝতে পারে যার ফলে কুরআন বুঝবার আসল মজা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারে। তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' ঈমানদার পাঠককে রসূল সা. -এর আন্দোলনের সংগ্রামী ময়দানে নিয়ে হাজির করে। তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' কোনো নিষ্ক্রিয় মুফাসসিরের রচনা নয়। ইকামাতে দীনের আন্দোলনের সংগ্রামী নেতার লেখা এ তাফসির পাঠককেও সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার তাগিদ দেয়। এটাই তাফসির 'তাফহীমুল কুরআনে' কুরআনের জ্ঞান বিতরণে বাহাদুরি।

www.pathagar.com

মাসহুদা আখতার

এ সময় মাসহুদা আখতার, পিতা- মুহাম্মদ আবদুর রহমান, সিদ্ধেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.এ শেষ পর্বের ছাত্রী ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানবজাতির হিদায়াত, মুক্তি, কল্যাণ, আত্মিক উন্নতি ও জীবনের সকল সমস্যার স্থায়ী ও নির্ভুল সমাধান। ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ, চিরন্তন, শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ মহাব্যবস্থাপত্র। It is the Guide line of mankind and the constitution of Islamic state.

আল্লাহ্ বলেন- ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل شيئ-

কুরআনের এ আয়াতের গভীরতার পাশে যেয়ে, যুগে যুগে কুরআনকে জীবনের সকল অঙ্গনে সহজভাবে উপলব্ধি, এবং বাস্তব প্রয়োগের জন্য মনীষীরা কুরআনের তাফসির করে নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, ইল্‌ম ও খোদায়ি ইশারায় এ মহা জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে কুরআনের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় জ্ঞান অন্বেষণ করে, কুরআনের চিরন্তন আবেদন মানুষের কাছে পেশ করে ইসলামের মহান খিদমত করেছেন।

কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে বুঝার জানার ও বাস্তবে আমল করার শিক্ষা বিভিন্ন তাফসির পেশ করছে, 'তাফহীমুল কুরআন'ও এর বাহিরে নয়। বরং ইহাও সে চিরন্তন দাওয়াত সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত পরিসরে, পাঠকের উপলব্ধি, আত্মবিশ্বাস, আত্ম জিজ্ঞাসা ও দায়িত্বানুভূতিকে জাগিয়ে মানুষের হৃদয়ের গভীরে আলোক সঞ্চারের চেষ্টা করছে।

নিম্নে আল-কুরআনের জ্ঞান বিতরণে তাফহীমুল কুরআন অন্যান্য তাফসিরের তুলনায় নন্দীতভাবে যে ভূমিকা রাখছে, তা থেকে কিছু উপস্থাপন করার প্রয়াস পাবো انشاء الله।

স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশ

পবিত্র আল-কুরআনের সাহিত্যিক মাধুর্য সাবলীলতা এবং অনুপম রচনা শৈলীতে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে। আর এ সাহিত্যরস সহজে উপলব্ধির জন্য

www.pathagar.com

তাফহীম গতানুগতিক শাব্দিক তরজমা পদ্ধতি পরিহার করে ভাবার্থ প্রকাশমূলক স্বচ্ছন্দ অনুবাদের পদ্ধতি অবলম্বন করে এর সর্বজনীনতা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে।

শানে নুযুল

'তাফহীমুল কুরআন' আল-কুরআনের সহজ পরিচিতির সঙ্গে শানে নুযুলকেও অন্যান্য তাফসিরের তুলনায় একটু গঠনমূলকভাবে উপস্থাপিত করেছে। শানে নুযুলের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে পেশ করে নিশ্চিত ঘটনা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে কয়েকটি মতের মধ্যে প্রধান দিকটি বিবেচনা করে সহজভাবে পাঠকের কাছে পেশ করেছে, যাতে করে পাঠক শানে নুযুলের শিক্ষা বাস্তবে মিল করতে পারে।

বিষয়বস্তু উপস্থাপনা

'তাফহীমের' অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিষয়বস্তুর অবতারণা আর এটা কুরআন বুঝার একটি সহায়ক শক্তি বা পদ্ধতি, পুরো সূরার মধ্যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে মূল আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সহজেই জ্ঞান লাভ করা যায়। পাঠক আগে বিষয়বস্তু জানলে সেই পথপরিক্রমায় চলতে থাকলে, জ্ঞান অন্বেষণে তৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং সূরার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সহজে ধারণ করার এটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

তাফসির বর্ণনার পদ্ধতি

আধুনিক মানসে, কুরআনের বক্তব্য, দাওয়াত, শিক্ষা গভীরভাবে খোদাই করার জন্যে, হাদিস ফিকাহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য ও গবেষণামূলক তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তাফহীমে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে- কুরআন বুঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে।

ব্যাখ্যার পদ্ধতি

অন্যান্য তাফসিরের তুলনায় তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যায় বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন চিত্র, উদাহরণ, বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার দূরদৃষ্টি ও দূরদর্শিতার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। অযথা প্রাসঙ্গিক আলোচনাকে গুরুত্ব না দিয়ে, কোন্‌টি সহজেই পাঠক বুঝবে এবং হিদায়াত পাবে ও মেনে চলা সহজ হবে তা বাতলিয়ে দিয়েছে।

পাঠকের তৃপ্তি দানে 'তাফহীম'

'তাফহীম' অধ্যয়ন করলে একজন পাঠক সহজেই বুঝে, মনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা হাজারো প্রশ্নের জবাব পেয়ে যায়। কারণ কোনো আলোচনায় পাণ্ডিত্য

www.pathagar.com

প্রকাশমূলক কথা নেই। অল্পতেই পাঠক নিশ্চিত ধারণা ও জ্ঞান লাভ করে তৃপ্তি অনুভব করে। আল্লাহ্ বলেন : واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا–
তাই এতে বাস্তবতা পেয়ে পাঠক নিজেই ইহার উপর আমল করতে পারে।

আধুনিক সমাজ গঠনের বিপ্লবী চেতনায় তাফহীম

আধুনিক জীবনে নানা জটিলতা, অজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন তাফসির থাকলেও মুসলমান তথা পাঠকের জীবনে কোন বিপ্লবী চেতনা আসছে না এবং পাঠকগণ কুরআনের সমাজ গঠনে প্রয়াসী হচ্ছে না। কারণ অধিকাংশ তাফসির শুধু কুরআনের আয়াতের মহিমা ধরে গতানুগতিকধারায় প্রণীত হয়েছে। যার কারণে একজন পাঠক কুরআনী সমাজ গঠনের তাগাদা অনুভব করে না।

কিন্তু 'তাফহীম' এ ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। ইহা পাঠ করে একজন সচেতন মুসলিম পাঠক তার জীবনের উপলব্ধি খুঁজে পান এবং কুরআনের বিপ্লবী দাওয়াত ও ইকামতে দীনের দায়িত্বানুভূতি নিজের হৃদয়ে গভীরভাবে অনুভব করতে পারেন।

ইসলামি আন্দোলনের পথচেনায় তাফহীমের অবদান

পবিত্র আল-কুরআন, মহানবি সা. -এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের ইসলামি আন্দোলনেরই রূপরেখা। আর 'তাফহীম' সেই পরিক্রমায় আন্দোলনের মনোভাব নিয়ে নিজের সামগ্রিক আয়োজনকে পরিষ্কারভাবে পেশ করছে। 'তাফহীম' পাঠের সময় একজন পাঠক ইসলামি আন্দোলনের সমস্ত উপত্যকার গহীন পথ অতিক্রম করতে পারেন এবং সাহাবিরা যে পথের কর্মী বাহিনী ছিলেন তাও উপলব্ধি করতে পারে।

তাই পাঠকও সেই পথ মাড়াতে গিয়ে ইসলামি আন্দোলনের একজন সক্রিয় নায়কের ভূমিকা অনুভব করতে পারে ও নিজে দীন কায়িমের সংগ্রামে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

কুরআনকে জীবন্ত গ্রন্থ হিসেবে পেশ করণে

'তাফহীম' পাঠক যারা কুরআনের আলোয় জীবন রাঙাতে চান, তারা হিদায়াতের সেই নূর বা শিক্ষা পেয়ে যায়। একজন পাঠক মনে করতে থাকেন কুরআন যেন এইমাত্র তার জীবন সমস্যার সমাধান কল্পে অবতীর্ণ হয়েছে। 'তাফহীম' পাঠকের কাছে কুরআনের এই প্রাণবন্ত উপস্থাপনা পেশ করে এবং মানুষের মন জয় করে হৃদয়গ্রাহি করে তুলতে অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

www.pathagar.com

কুরআনের বক্তব্য ও দাওয়াতের নকশায় আধুনিকতা

'তাফহীম' অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কুরআনের শাশ্বত দাওয়াত ও বক্তব্যকে গভীরভাবে খোদাই করার জন্য হাদিস, ফিকহ্, বিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশিত করে যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ইহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বকীয়ভাবে প্রকাশ করতে ভূমিকা পালন করছে।

বাইবেলের ব্যবহার

বিভিন্ন তাফসিরকারকরা বাইবেলের যত্রতত্র ব্যবহার করে অযথা বিড়ম্বনা ও জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। তাতে স্বল্প শিক্ষিত লোকেরা বাস্তব শিক্ষা নিতে হিমশিম খায়। এ দিক দিয়ে 'তাফহীমে' বাইবেলের ব্যবহার যথেষ্ট সংযত ও যুক্তিগ্রাহ্য। যাতে করে পাঠক আসল বিষয় ভুল না করে এবং পরিষ্কার জ্ঞান সহজেই লাভ করতে পারে সেই দিকে তাফহীমের' তাফসিরে যথেষ্ট খেয়াল রাখা হয়েছে।

মূলনীতি গ্রহণে অনুসৃত পদ্ধতি

উলামায়ে মুতাকাদ্দিমিন ও মুতাআখখিরিনদের মধ্যে প্রচলিত কুরআনের ব্যাখ্যার স্বীকৃত মুলনীতিগুলোই 'তাফহীমে' অনুসরণ করা হয়েছে। এতে কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। তাই কুরআনের জ্ঞান বিতরণে এটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

ভাবার্থে কুরআনের সর্বজনীনতা

'তাফহীম' পড়লে একজন পাঠক কুরআনের সর্বজনীনতা ও গ্রহণযোগ্যতার আবেদনকে ভাবার্থের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে। কারণ শাব্দিক অর্থের বক্তব্যে প্রভাব কম এবং অস্পষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে পাঠক একটি নিষ্প্রাণ রচনার সাথে সম্পর্কিত হয়। 'তাফহীম' কুরআনের প্রাণবন্ত আয়োজনকে বিক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশ করে কুরআনের সর্বজনীন এবং স্বকীয় রূপরেখা তুলে ধরছে।

মধ্যম শ্রেণীর পাঠকের মনের খোরাক

'তাফহীম' মূলত যারা কুরআন গবেষক তাফসির ও মুজতাহিদ, তাদের জন্য কোনো সহায়ক তাফসির গ্রন্থ নয়। বরং ইহা মধ্যম শ্রেণীর স্বল্প শিক্ষিত লোকদের মনের খোরাক জোগাতে সাহায্য করে। যারা আরবি ভাষা বুঝে না এবং কুরআনের ব্যাপক জ্ঞান অর্জনের যাদের যোগ্যতা নেই, তাদের প্রয়োজনকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে করে কুরআনের বিশাল তাফসির দেখে তারা ভয় না পায় এবং তাদের কুরআন বুঝা সহজ হয় সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

পাঠক মনকে প্রভাবিত করে

'তাফহীম' পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার করে তার অনুভূতি ও চিন্তায় বিশুদ্ধতায় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। তার দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে শুধরানোর পথ বাতলে দেয় স্পষ্টভাবে। কুরআন তার উপর যে ধরনের প্রভাব বিস্তারের দাবি রাখে 'তাফহীম' পড়ার পর ঠিক তেমন প্রভাব অনুভব করে এর পাঠক।

সন্দেহ-সংশয় অস্পষ্টতায়

তাফহীম কুরআনের পাঠকের সন্দেহ-সংশয়ে মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে নিশ্চিত ধারণার পথ দেখায়। যেখানেই প্রশ্ন জাগবে অথবা জাগতে পারে, সেটা চিন্তা করে সাথে সাথে সে প্রশ্ন ও তার জবাব প্রদান করা হয়েছে। যাতে করে পাঠকে চিত্তকে সকল প্রকার সন্দেহের কালিমা মুক্ত করে তার মনকে স্বচ্ছ-সুন্দর ও নির্মল করে।

সূরার শুরুতে সংযোজিত ভূমিকা

'তাফহীমে' কুরআনের জ্ঞান বিতরণে সফলতা অর্জন করার মানসে নিজস্ব স্বকীয়তায় অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে শুরুতেই একটা ভূমিকা সংযোজিত করা হয়েছে, যা কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে, একটি সূরা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

টীকা সংযোজন

কুরআনের সাধারণ পাঠকগণের মনে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, কোনো প্রকার প্রশ্নের উদয় হলে সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হলে ঠিক তখনই সেখানে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করার জন্য টীকাতে সমাধান দেওয়া হয়েছে 'তাফহীমে'।

কুরআনের প্রাণসত্তা অনুধাবনে

যে শাশ্বত বিধান ও নির্দেশ নিয়ে কুরআন নাযিল হয়েছে বাস্তবে তা পালন করার মন-মানসিকতা তৈরি এবং কুরআনের তাছির ও আধ্যাত্মিক ফল লাভ করে পাঠক ঈমান বৃদ্ধির সাথে সাথে কুরআনের প্রাণ সত্তার সাথে নিজেকে মিলিয়ে ফেলতে পারে এবং কুরআনের আলোকে জীবন গঠনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেই অনুভূতি জাগ্রত করে তাফহীম। সে আরো পাঠক উপলব্ধি করে যে, ইহা একটি দাওয়াত এবং হক ও বাতিলের সংঘাতের কিতাব ও Constitution হিসেবে দেখতে পায় সহজেই।

কুরআনী দাওয়াতের বিশ্বজনীনতা

কুরআন এসেছে – لتخرج الناس مِنْ الظلمات الى النور

www.pathagar.com

-এর জন্য আর পথহারা মানুষকে পথ দেখাবার জন্য-একথা সবাই জানে। কিন্তু কুরআন পড়তে গিয়ে দেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নাযিল হওয়ার পরিবেশকে লক্ষ্য করা হয়েছে এবং সমকালীন আরববাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাফহীম সেই সংকীর্ণ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে কুরআনকে সকল যুগের সকল কালের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে অতীতের সেই সূত্রকে বাস্তব প্রেক্ষাপট করে সমস্যা অবসানের পরিবেশের অনুকূলে সর্বজনীন কুরআনের দাওয়াতি আবেদনকে মানুষের কাছে পেশ করছে। যাতে করে পাঠক উপলব্ধি করতে পারে যে, এই কুরআন তার জীবনেও একমাত্র হিদায়াতের বাহন এবং নিজেও একজন দায়ীর দায়িত্বানুভূতির জ্ঞান লাভ করতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান অনুধাবন

কুরআন সম্পর্কে একজন পাঠক জানেন যে, ইহা একটি জীবন বিধান, আইন গ্রন্থ ও পথ নির্দেশক। তাফহীম সেই বিষয়টার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার চিন্তাগত ও নৈতিক ভিত্তিগুলোর কেবল পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থাপনই নয়, বরং এই সংগে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও আবেগময় আবেদনের মাধ্যমে শক্তিশালীভাবে উপস্থাপিত করছে, যাতে করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনকে সহজভাবে অনুধাবন করা যায়।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে, তাফসিরে 'তাফহীম' একটি সংক্ষিপ্ত তাফসির, কিন্তু অতি উন্নতমানের। কুরআনের আলোচনা, প্রাণবন্ত উপস্থাপনা ও যুগোপযোগী নির্দেশনা নিয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যের স্বকীয়তায় সগৌরবে অবস্থান করছে। কুরআন পাঠক ও কুরআন পাগল প্রতিটি ব্যক্তিই তার আবেদনের যে কোনো প্রয়োজন, অত্যন্ত সহজ, হৃদয়গ্রাহী ও গ্রহণীয়ভাবে পেয়ে নিজের জীবন গঠন করে। একজন দায়ীর ভূমিকা পালন করে তার জীবনের কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে পৌঁছতে পারবে ইনশাআল্লাহ এবং বুঝতে পারবে যে- Al Quran is the undoubted guide line and Source of Marcy for mankind.

www.pathagar.com

তাসমিন আরা শিরিন

এ সময় তাসমিন আরা শিরিন, পিতা: মো: শাহাদাত হোসাইন, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ-এর ইংরেজি বিভাগের অনার্স পার্ট-১ পরীক্ষার্থী ছিলেন। তার রোল নম্বর : ৬২। তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

অবতরণিকা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন এবং যোগ্যতা দিয়েছেন হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝার। আর মানুষকে ন্যায়, হক ও সত্য উপলব্ধি করার, বুঝার ও জানার জন্য Guide line হিসেবে দিয়েছেন মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখিত 'তাফহীমুল কুরআন' কুরআনের জ্ঞান বিতরণে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করছে। কুরআনের জ্ঞান আহরণের বিভিন্ন ধারার মাঝে এটি একটি অমূল্য সংযোজন। পবিত্র কুরআনকে মানব জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ বিধানরূপে উপস্থাপন করা এবং তারই ভিত্তিতে জীবনের তাবৎ সমস্যার সমাধান নির্দেশ করার ক্ষেত্রে এই তাফসিরটির ভূমিকা জুড়িহীন। 'মিষ্টার' ও 'মৌলভী' এই দু'শ্রেণীর মাঝে পার্থক্য দূরীকরণে কুরআনের ভাবার্থকে একই ধারায় ধাবমান করতে এর ভূমিকা অপরিসীম। হাজার হাজার মানুষ এই তাফসির পড়ে ইসলামি জীবন বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং অনেকেই ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগদান করেছেন।

ইসলামের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, উন্নতমানের সাহিত্যিক, খ্যাতনামা তাফসিরকার, মুহাদ্দিস ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আধুনিক যুগের নজিরবিহীন তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন'-এর লেখক। সাইয়েদ মওদুদী যে যুগে এই তাফসিরটি লিখার কাজ শুরু করেন সে যুগে বৈদেশিক শক্তির আধিপত্য বিস্তার ছিলো। মুসলমান স্বাধীন ছিলোনা। গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলো। চিন্তাধারা ছিলো অন্যের, শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো অন্যের এবং রাষ্ট্র শক্তি ছিলো অন্যের হাতে। ব্রিটিশ শাসনের যাঁতাকলে দু'শ বছরের পরাধীনতার কারণে ইসলামকে অপ্রয়োজনীয় ও পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিলো। মুসলমানদেরকে এই অধ:পতনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোর শহরে তাঁর সর্বজন সমাদৃত কুরআনের তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন ' লিখতে শুরু করেন। তখন থেকে প্রায় তিরিশ বছরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছ'খণ্ডে (তিন হাজার পৃষ্ঠায়) ১৯৭২ সালে ৭ই জুন তাঁর

www.pathagar.com

অমর অবদান 'তাফহীমুল কুরআন 'রচনার কাজ শেষ করেন। এই তাফসিরটি সাইয়েদ মওদূদীর এমন একটি অবদান, যা কিয়ামত পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের পবিত্র কুরআন বুঝার কাজে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' পৃথিবীর অগণিত মানুষের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ও সুসাহিত্যিক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম রহ. অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই বিশ্বখ্যাত তাফসিরটি উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। এটি বাংলাভাষী পাঠকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়ে চলেছে এবং এর মাধ্যমে কুরআনের সঠিক জ্ঞান অনুধাবন করা অপেক্ষাকৃত কম সময়ে এবং সহজে সম্ভবপর হচ্ছে ।

কুরআন শুধু দেখে পড়ার জিনিস নয়। বরঞ্চ তার সম্পর্ক মানুষের জীবনের সাথে। রসুলের সুন্নাহ্ অনুযায়ী মানুষের জীবন যতই সামনে চলতে থাকে ততোই কুরআনের মর্ম তার কাছে খুলতে থাকে। কুরআন হচ্ছে হিদায়াত গ্রন্থ যার কাছে মানুষ মনের শান্তির জন্য, আভ্যন্তরীণ বৈষম্য-বৈপরীত্য থেকে বাঁচার এবং জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান তালাশ করার জন্য বার বার শরণাপন্ন হয়। কুরআনের এই জ্ঞানটুকু অর্জনের জন্য 'তাফহীমুল কুরআন' এর ভূমিকা অদ্বিতীয়।

কুরআনের সঠিক জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে এই তাফসিরটির তুলনা অন্য কোনো তাফসিরের সাথে করা চলে না। কুরআনকে সহজ, সরল সাবলীলভাবে পেশ করার দক্ষতা অর্জনের জন্য 'তাফহীমুল কুরআন' এর ভূমিকা অসাধারণ। এই তাফসিরের দীর্ঘ ভূমিকায় কুরআনকে বুঝবার ও বুঝানোর যে সুস্পষ্ট পথের সন্ধান দেওয়া আছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু সরাসরি কুরআন বুঝার জন্য প্রয়োজন অগাধ জ্ঞান। শুধু উচ্চশিক্ষিত এবং বিশালজ্ঞানের অধিকারীরাই কুরআনকে সরাসরি বুঝতে সক্ষম। কিন্তু তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' সহজ ও সাবলীল ভাষায় রচিত হয়েছে যার মাধ্যমে শিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিতরাও সহজে এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে কুরআনের সার্বিক জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়।

তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' এর সবচেয়ে বড় অবদান এই যে, এতে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর আগে ইসলামি চিন্তাশীলদের আরও অন্যান্য তাফসিরে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার উল্লেখ ছিলো কিন্তু তা ছিলো ইঙ্গিতমাত্র। তাঁদের লেখার অর্থাৎ ব্যাখ্যার ভেতর দিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের সুস্পষ্ট চিত্র অংকিত হয়নি। সাইয়েদ মওদূদী চরম অধ্যবসায়ের মাধ্যমে কুরআন ও হাদিসের বরাত দিয়ে এক সার্বিক পরিকল্পনা

www.pathagar.com

তৈরি করেন, যার মাধ্যমে আকায়িদ, ইবাদত, নৈতিক ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যশীল ও অবিচ্ছন্ন সম্পর্ক রূপে 'তাফহীমুল কুরআন-এ উপস্থাপন করেছেন। ইসলামের এ সুস্পষ্ট চিত্র শিক্ষিত ও জ্ঞানী মানুষকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করে।

অমুসলিম প্রবন্ধকারগণ যুগ যুগ ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিষাক্ত প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন। তাদের প্রচারণায় বলা হয়েছিলো, ইসলাম কতিপয় বিচ্ছিন্ন ও জীর্ণ শিক্ষা-দীক্ষার নাম। আছে শুধু দাসদাসি ও রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহ। নেই কোনো প্রতিষ্ঠান, নেই অর্থনীতির মূলনীতি এবং এতে আইন প্রণয়নের কোনো সম্ভাবনাও নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পাশ্চাত্যের এ প্রচারণা অনেক মুসলিম মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে। তারপর তারাও ইসলামের দোষ অন্বেষণ করতে লেগে যায়। কতিপয় হতভাগা মুসলমান এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় যে, তারা ইসলামের এক নতুন সংস্করণ তৈরি করে। তাদের উদ্দেশ্যে ছিলো বিদেশি শাসকদের সন্তুষ্টি লাভ এবং মিল্লাতে ইসলামিয়ার শক্তি চূর্ণ করা। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা দ্বারা অনেক মুসলমান এতোখানি প্রভাবিত হয় যে, তারা কুরআনের পরিভাষাগুলোর নানারূপ অপব্যাখ্যা করতে থাকে। তাদের লেখায় ইসলামের জন্য কোনো প্রেরণা সৃষ্টির পরিবর্তে এক ধরনের লজ্জা ও পরাজয়ের সৃষ্টি হয়।

সাইয়েদ মওদূদী 'তাফহীমুল কুরআন'-এ একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসকারিতার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন অন্য দিকে তুলে ধরেছেন পাশ্চাত্য শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুটি এবং ইসলামের মহান জীবন ব্যবস্থার কাঠামোর উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি এই তাফসিরে বলিষ্ঠ যুক্তিসহ প্রমাণ করেন যে, মানবতার দুঃখ কষ্টের প্রতিকার একমাত্র ইসলামেই নিহিত রয়েছে। মাওলানা মওদূদী তাঁর এই তাফসিরে আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন এবং আধুনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক মতবাদ ও কলা-কৌশলের দোষত্রুটির উপর আঙ্গুলি নির্দেশ করেন। এ জন্যই আধুনিক শিক্ষিত মহল সহজেই তাঁর কথা বুঝতে পারে এবং তারা পূর্ণ অনুভূতিসহ কুরআনের আলোকে ইসলামি মহত্ত্বের উপর ঈমান আনতে থাকেন।

মাওলানা মওদূদী তাঁর তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' কে এমনভাবে সৃজন করেছেন যা মুসলমানদের মধ্যে কুরআন অনুধাবনের সত্যিকার অর্থে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। যে কুরআন আল্লাহ্ তায়ালার হিদায়েতের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও সংরক্ষিত উৎস, আমরা তা ভুলে বসেছিলাম। আমাদের কতিপয়

www.pathagar.com

আলিম কুরআন থেকে জীবনের কাজকর্মের পথনির্দেশনা লাভ করার পরিবর্তে তাবিজ-তুমার ও ঝাড়ফুঁক পর্যন্ত সীমিত করে রেখেছিলো। অপরদিকে প্রাচ্যবিদগণ এমন মারাত্মক আক্রমণ কুরআনের প্রতি চালায় যে তাতে আধুনিকতাবাদী শিক্ষিতলোক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তারা কুরআনের কোনো স্থানের অর্থ একেবারে পরিবর্তন করে ফেলেন। এমনও হয়েছে যে, কোনো কোনো তাফসিরকারগণ কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন বিতর্কের অবতারণা করেন যে, তার সাথে না জীবনের না কুরআনের কোনো সম্পর্ক আছে। অধিকাংশ অনুবাদ এমন জটিলতাপূর্ণ এবং পূর্বাপর বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন যে, আল্লাহ্ তায়ালার মূল বক্তব্য বুঝতেই পারা যায় না। মাওলানা মওদূদী এ ক্ষেত্রগুলোরে এমন চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন, যা তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি 'তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করা মাত্র অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়।

'তাফহীমুল কুরআন' কুরআনের আলোকে মানুষের মাঝে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। যুব সমাজের মধ্যে কুরআনের প্রতি আগ্রহ বেড়ে চলেছে এবং আল্লাহ্র কিতাব অধ্যয়নে স্বাদ অনুভব করতে শুরু করেছে। এই তাফসিরটিতে কুরআনের অনুবাদ এতো সুন্দর করে করা হয়েছে যে, সহজ-সাবলীল ছোট ছোট বাক্য আন্তরাত্মাকে প্রভাবিত করে ফেলে। আসমানি কিতাবের ভাষায় অলঙ্কার ও বাগ্মিতার অবিকল অন্যভাষায় রূপান্তর হতে পারে না। কিন্তু সাইয়েদ মওদূদী তাঁর তাফসিরে ব্যাখা-বিশ্লেষণের জন্য যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা থেকে সহজ সরল ও উৎকৃষ্ট ভাষার ব্যবহার সম্ভবত এ যুগে আর সম্ভবপর ছিলোনা। এই তাফসিরটির ভাষা সাধারণের জন্য এতটা বোধগম্য যে, এরচেয়ে সহজতর বর্ণনা ভঙ্গী সম্ভবপর নয়। এর মধ্যে কুরআনের মহত্ত্বও আছে, সৌন্দর্যও আছে। বিন্দু বিন্দু বারিপাতও আছে, মেঘের গর্জনও আছে। বিষয়বস্তু বর্ণনার সাথে সাথে শব্দের ঝঙ্কারও অনুরণিত হয়।

ভাষার শক্তি ও প্রভাব ছাড়াও 'তাফহীমুল কুরআন'-এ এই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে যে, ইসলামি জীবন ব্যবস্থা সুসামঞ্জস্যভাবে যেন পাঠকের সামনে থাকে। এই তাফসিরটিতে ছ' খন্ডে এতো ব্যাপ্তি নিবদ্ধ করা হয়েছে যে, ভাবতে অবাক লাগে এতো স্বল্প পরিসরে এতো সহজ ভাষায় কুরআনের এতো জ্ঞান আহরণ করা কী করে সম্ভবপর। কুরআন অধ্যয়নে যদি ইসলামি জীবন ব্যবস্থার কাঠামো পাওয়া না যায়, যার জন্য এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে এবং খোদার নবি পাঠানো হয়েছে, তাহলে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর তাফসিরে সে জীবন ব্যবস্থার পূর্ণচিত্র এবং পরিপূর্ণ প্রাসাদ সংগ্রহ করে দিয়েছেন এবং মানবতার সে পৃষ্ঠপোষকের গোটা

www.pathagar.com

জীবনও পরিস্ফুট হয়েছে, যিনি ত্রিশ বছরে ডিজাইন মোতাবেক প্রাসাদ নির্মাণ সম্পন্ন করেছেন।

কুরআন হাকিম একজন মুসলমানের জীবনে যে বিপ্লবের প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে চায় 'তাফহীমুল কুরআন'-এ বহুল পরিমাণে তার সামগ্রী বিদ্যমান রয়েছে। এই তাফসিরটির বৈশিষ্ট্য এমন যে, যতোই একে অধ্যয়ন করা যায় ততোই ব্যক্তির মধ্যে ইসলামি আন্দোলনের আগ্রহ বাড়তে থাকে। মন চায় ভাল ও মন্দের, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র মর্জি পূরণ করার। এ তাফসিরটি সহজেই ব্যক্তির মন মানসিকতা জয় করে বিপ্লবী প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে এবং এই কারণে ইসলাম এমন গতিশীল। জ্ঞান, আদর্শ ও বিবেকের মাপকাঠিতে এ আন্দোলন আধুনিক ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের সাথে টেক্কা দিতে পারে। এই তাফসিরের চিন্তাধারায় ইসলামের আত্মিক শক্তির এমন সুষম বিকাশ লক্ষ্য করা যায় যে, নতুন যুগের যুব সমাজ এই জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ ও আগ্রহী হতে পারে।

এই তাফসিরটিতে ইসলাম আধুনিকতাকে এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যার নৈতিক পথনির্দেশ ও ফিক্‌হি বিষয়ের উপর সমগ্র মিল্লাতে ইসলামিয়া একমত। এই তাফসির সম্পাদনের ক্ষেত্রে লেখক মানব জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগ যাতে রসূল সা.-এর সুন্নতের আলোতে উদ্ভাসিত হয় এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিক যাতে তৃষ্ণার্ত থেকে না যায়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন।

সাইয়েদ মওদুদী এই তাফসিরে তাঁর পক্ষ থেকে কোনো স্বতন্ত্র মতবাদ ও কোনো নতুন চিন্তাধারা পেশ করেননি। তিনি শুধু ইসলামকে তার প্রকৃতরূপে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ, নতুন ও পুরাতন জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত করে জীবন্ত, ক্রিয়াশীল ও বিপ্লবাত্মক করে ইসলামকে উপস্থাপন করাই এই তাফসিরের মূল লক্ষ্য এবং কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যও তাই। এই তাফসিরটি এ কথাই বুঝানোর চেষ্টা করেছে যে, রসূল সা. এর আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্যই কুরআন এসেছে।

কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝার, জানার ও বুঝানোর জন্য এই তাফসিরটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। এই তাফসির নতুন যুগের নতুন বংশধরের মুসলমানদের জন্য একটি বিরাট সওগাত। ফির্কা বাহাস ও তর্কবিতর্কের উর্ধ্বে থেকে এ গ্রন্থে দীন ইসলামের প্রাণশক্তি পেশ করা হয়েছে। এ তাফসিরে না মুজেযাসমূহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর না অবোধগম্য ও জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক

www.pathagar.com

আলোচনা রয়েছে বরং সহজ-সরল পন্থায় এটাই বুঝানো হয়েছে যে, কুরআন আমাদের কাছে কি চায় এবং কীভাবে চায়।

এক কথায়, কুরআনের জ্ঞান বিতরণের সাইয়েদ মওদূদী রচিত তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন'–এর ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাই 'তাফহীমুল কুরআন' সম্পর্কে বলা যায়, `This is not a growth, this is an upheaval.' এ কোনো বিকাশমান কাজ নয়, বরঞ্চ একটা আলোড়ন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

শতাব্দী প্রকাশনীর সেরা বই

কুরআন রমজান তাকওয়া
ফিকহুস্ সুন্নাহ্ ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড
রাসায়েল ও মাসায়েল (১-৭ খণ্ড)
Let Us Be Muslims
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা
ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবি
সুন্নাতে রসূলের আইনগত মর্যাদা
ইসলামী অর্থনীতি
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার
কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী
কুরআনের মর্মকথা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
সীরাতে সরওয়ারে আলম (৩-৫ খণ্ড)
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
আন্দোলন সংগঠন কর্মী
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
ইসলামী বিপ্লবের পথ
ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি
জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি
ইসলামী আইন
আধুনিক নারী ও ইসলামী শরীয়ত
গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ
ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা
ইসলামী শরিয়া: মূলনীতি বিভ্রান্তি ও সঠিক পথ
আধুনিক বিশ্বে ইসলাম
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জাগরণ ও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার প্রভাব
মাওলানা মওদূদী ও তাসাউফ
জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ১ম খণ্ড
আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব ও কৌশল
ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান
Political Thoughts of Maulana Maudoodi
মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম
ইসলামী আন্দোলন অগ্রযাত্রার প্রাণশক্তি
জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)
মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান
আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী
ইসলামী আন্দোলন: বিশ্ব পরিস্থিতির উপর তার সাফল্য
নতুন শতাব্দীতে নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি
আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআনের সাথে পথ চলা
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল
হাদিসে রসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা.
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
কুরআনে আঁকা জান্নাতের ছবি
কুরআনে জাহান্নামের দৃশ্য
আসুন আমরা মুসলিম হই
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
মুক্তির পথ ইসলাম
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
ইসলামি শরিয়া কি? কেন? কিভাবে?
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও.মওদূদী
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
যিকির দোয়া ইস্তিগফার
ঈমান ও আমলে সালেহ্
ইসলামী অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন
বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠ জীবন
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?-অনূদিত
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী-অনূদিত
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা-অনূদিত
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?-অনূদিত
ইসলামের জীবন চিত্র-অনূদিত
যাদে রাহ্-অনূদিত

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২, ০১৭৫৩ ৪২২২৯৬
E-mail : Shotabdipro@yahoo.com